উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১১ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 28 October 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 158 COB

তন্ময়কে সাসপেন্ড করল সিপিএম

পাঁচের পাতায়

ডাক্তারদের সমালোচনায় শুভেন্দুরা

পাঁচের পাতায়

পুলিশের নজর এড়িয়ে পাচার

শিবশংকর সূত্রধর ও রাকেশ শা

কোচবিহার ও ঘোকসাডাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : সেই পুরোনো রোগ আবার ফিরে এসেছে। কোচবিহারকে করিডর করে উত্তর-পূর্ব ভারত সহ বাংলাদেশে ফের গোরু পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাজ্য পুলিশ ও বিএসএফের নজর এড়িয়ে বহু গোরু আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। গত কয়েকদিনে কোচবিহারের উপর দিয়ে পাচার হওয়ার পথে জেলা পুলিশ প্রচুর গোরু উদ্ধার করেছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেক জায়গা থেকেই গোরু উদ্ধার করা হয়েছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। নিয়মিত নজরদারি চলছে।'

কখনও বিহার, কখনও নাগাল্যান্ড, আবার কখনও রাজস্থানের রেজিস্ট্রেশনভুক্ত লরিতে করে গোরু পাচার করা হচ্ছিল। পাচার নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সাবলু বর্মনের কথায়, 'সীমান্তে তো কেন্দ্রের অধীনে থাকা বিএসএফ পাহারা দেয়। তাহলে বাংলাদেশ, অসম সহ বিভিন্ন সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে গোরু পাচার হচ্ছে? কেন্দ্রের মদতেই এসব হচ্ছে।' অন্যদিকে তৃণমূলের দিকে বল ঠেলে মাথাভাঙ্গার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা সুশীল বর্মনের বক্তব্য, 'ঘোকসাডাঙ্গা, বক্সিরহাট সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে অবাধে পাচার চলছে। পুলিশের যোগসাজশেই এসব হচ্ছে। বিএসএফ সীমান্তে ও গোটা জেলায় পুলিশ ডিউটি করছে। অথচ জেলার বিভিন্ন রুট দিয়ে গোরু পাচার হয়ে যাচ্ছে।'

শনিবার গভীর রাতে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের হিমঘর চৌপথি থেকে ৫২টি গোরু উদ্ধার করে। সেগুলি একটি লরিতে করে বিহার থেকে দিনহাটা হয়ে বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের রবিবার মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজত দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের নম্বরযুক্ত একটি লরি ফালাকাটার দিক থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে দেখে, গাদাগাদি করে প্রচুর গোরু রাখা রয়েছে। চালকদের কাছে বৈধ কোনও কাগজপত্রও ছিল না। এরপর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গোরুগুলিকে স্থানীয় একটি খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। এদিকে, মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এদিন ২২টি গোরু বাজেয়াপ্ত করে। সেগুলিকে দিনহাটার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার কোচবিহারের রেলগুমটি এলাকা থেকে লরিবোঝাই ১৭টি গোরু উদ্ধার হয়েছিল। নাগাল্যান্ডের নম্বরযুক্ত একটি লরিতে করে

এরপর দশের পাতায়

কোচবিহার করিডর

গত কয়েকদিনে কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় গোরু উদ্ধার।

চাপানউতোর

- রাজ্য পুলিশ ও বিএসএফের নজর এড়িয়ে প্রচুর গোরু বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে
- পাচার হওয়ার পথে প্রচুর গোরু জেলা পুলিশ গত কয়েকদিনে উদ্ধার করেছে
- এই পাচারের নেপথ্যে কারা তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন
- গোরু পাচারের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে চাপানউতোর

শ্যামা মা কি আমার কালো...

কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি। রবিবার।

সোজাসুজি

জোট মর্ম ভুলে গেলে সাফল্য দূর অস্ত ভাইবোনের

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া ওয়েনাড আসনটিতে প্রার্থী হয়েছেন প্রিয়াংকা গান্ধি। রায়বরেলির মতোই এই ওয়েনাড আসনটিও এই মুহূর্তে গান্ধিদের কাছে অত্যন্ত নিরাপদ একটি আসন। এই আসনে প্রিয়াংকার জয় একপ্রকার সময়ের অপেক্ষা। এরপর লোকসভায় ভাই-বোনের যুগলবন্দি দেখার অপেক্ষায় থাকব আমরা।

রাহুলের ছেড়ে যাওয়া এই নিশ্চিত আসনটিতে প্রিয়াংকার প্রার্থী হওয়ার পিছনে কংগ্রেসের একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমেই আশাবাদী হয়ে উঠছে। কংগ্রেস মনে করছে, পায়ের নীচে যে জমিটি তারা হারিয়ে ফেলেছিল, সেই জমিটি আবার ফিরে পাচ্ছে তারা এবং পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই জমিটি যদি আরও দ্রুত ফিরে পেতে হয় তাহলে এই গান্ধি পরিবারই একমাত্র ভরসা তাদের।

পরিবারবাদ নিয়ে যতই সমালোচনা উঠুক না কেন, এটা মানতেই হবে, কংগ্রেস সমর্থকদের কাছে এখনও গান্ধি পরিবারের যে আবেদনটি আছে সেটা অন্য আর কোনও কংগ্রেস নেতার নেই। কংগ্রেস কর্মীরা এখনও তাঁদের দলের নেতৃত্বে গান্ধি পরিবারের কাউকেই দেখতে চান। রাহুলকে নেতৃত্বে আনার দাবি কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ভিতর থেকেই এসেছিল। তারও আগে প্রিয়াংকাকে নেতৃত্বে আনার দাবি তুলেছিলেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

রাহুল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াতে অপরিপক্কতার পরিচয় দিলেও ক্রমে ধীরস্থির সিরিয়াস রাজনীতিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে ভারত জোড়ো যাত্রার পর্ব থেকে রাহুল নিজেকে অনেকটাই মাটির কাছাকাছি থাকা নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। অবশ্য দিল্লির রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বলে থাকেন, বরাবরই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা রাহুলের থেকে প্রিয়াংকার বেশি। এমনও অনেকে এক সময় ভেবেছিলেন,

এরপর দশের পাতায়

কাটমানিতে হুঁশিয়ারি

বিজয়া সম্মিলনিতে কড়া উদয়ন

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৭ অক্টোবর : দলীয় কর্মীরা আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দিতে যদি টাকা চান তাহলে তাঁকে ফোন করে নালিশ জানাতে বললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ওই কর্মীকে তিনি জেলে ঢোকাবেন বলে হুমকিও দিয়েছেন।

রবিবার ধলুয়াবাড়িতে কোচবিহার-১ (বি) ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনিতে মন্ত্রীর বক্তব্যে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বারবার প্রকাশ্য সভায় মন্ত্রী কেন দলীয় কর্মীদের টার্গেট করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে জেলা নেতাদের মনেও। বিজেপি নেতৃত্ব মন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি।

দলের নেতাদের কাটমানি কালচার নিয়ে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এ বিষয়ে বারবার দলীয় নেতাদের সতর্ক করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি যে তেমন বদলায়নি, তা উদয়ন গুহর সাম্প্রতিক বেশকিছু বক্তব্যেই পরিষ্কার। এদিন তিনি বলেন, 'ডিসেম্বর মাসে ঘরের টাকা দেওয়া হবে। সার্ভে শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনই শুনতে পাচ্ছি আমার দলের কিছু নেতা, পঞ্চায়েত সদস্য বলছেন, টাকা না দিলে ঘর পাওয়া যাবে না। এঁদের দল থেকে বের করে দিতে হবে।' যত বড় নেতাই হোন না কেন তাঁর জন্য দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে বলে উদয়ন জানান। তাঁর মন্তব্যকে দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, রাজ্য সরকার ডিসেম্বরে ঘরের টাকা দিলে তৃণমূলের জনসমর্থন আরও বাড়বে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে প্রচারের বড় অস্ত্রও পেয়ে যাবে তারা। কিন্তু ঘর বণ্টনে দলের নেতারা কাটমানি তুলতে শুরু করলে ফল হবে উলটো। তা ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভিত দুর্বল করে দিতে পারে। তাই উদয়ন আগে থেকেই দলের নেতাদের কড়া দাওয়াই দিয়ে রাখছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা কতটা কার্যকর হবে তা সময় বলবে।

বিজেপির জেলা সভাপতি সকুমার রায় অবশ্য বলেন, 'তৃণমূল হচ্ছে দুর্নীতির পাঠশালা। সেখানে বুথ স্তর থেকে ওপরমহল সকলেই দুর্নীতিতে যুক্ত। তাই উদয়ন গুহ কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে তাঁর দলের নেতাদের জেলে ঢোকাতে চাইলে রাজ্যে আরও অনেক জেলখানা তৈরি করতে হবে।' খবরে ভেসে থাকার জন্য উদয়ন এ ধরনের বক্তব্য রাখেন বলে সুকুমারের দাবি।

ধলুয়াবাড়িতে এদিন বিজয়া সম্মিলনিতে উদয়ন ছাড়াও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, আব্দুল জলিল আহমেদ, খোকন মিয়াঁ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ না আসায় দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন ছড়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'ওখানে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি আমাকে আমন্ত্রণ জানাননি।' সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি আব্দুল কাদের হক সেই অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, 'ওঁকে ফোন করেছিলাম, ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে আমন্ত্রণের মেসেজ করি।' বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চেও দলের ভিতর বিরোধ স্পষ্ট বলেই মত নীচুতলার কর্মীদের।

বিজয়া সম্মিলনিতে বক্তব্য রাখছেন উদয়ন গুহ। রবিবার ধলুয়াবাড়িতে।

একনজরে

মিঠুনের মন্তব্যে বিতর্কের আঁচ

রবিবার সল্টলেকের বিজেপির মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্য প্রসঙ্গে মিঠুন একসময় বলেন, 'আপনাকে কেটে আপনার জমিতেই ফেলে দেব।'

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বলির অবসান হলেও আগের মতো আবেগ

জোতদারবাড়ির প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী। পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে।

মায়ের শেষ ইচ্ছায় ইতি প্রথায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : সমবেত সিদ্ধান্তে জীবনের জয়গান!

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের জোতদার প্রয়াত জগদীশচন্দ্র রায় ওরফে 'খোকাবাবু'র বাড়ির কালীপুজোয় ৭৫ বছর ধরে পাঁঠাবলি হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ঊষারানি ২০২২ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর যেন বলি বন্ধ হয় বলে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে ঊষারানি ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গতবার ভক্তদের অনুরোধে বলি হয়। কিন্তু এবার আর তা হবে না। জোতদারবাড়ির এই পুজো সর্বজনীন। বাধ্য হয়ে স্থানীয়রাও তা মেনে নিচ্ছেন। পশুপ্রেমী ও বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিরা এই উদ্যোগকে সবথেকে বেশি সাধুবাদ জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য ডঃ প্রবীর রায় চৌধুরীর কথায়, 'বহু বড় মন্দিরেই এখন বলিপ্রথা উঠে গিয়েছে। দেরিতে হলেও জোতদারের বংশধররা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' ফালাকাটার পশুপ্রেমী শুভদীপ নাগের বক্তব্য, 'নিরীহ বহু পশু রক্ষা পেল। এমন সিদ্ধান্তের জন্য ওই পরিবারকে ধন্যবাদ।'

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি জোতদার জগদীশচন্দ্র রায় 'খোকাবাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন। দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন তিনি প্রায় ৩৫০ বিঘা জমির মালিক। নিজের পরিবার ও প্রজাদের মঙ্গল কামনার্থেই তিনি কালীপুজো শুরু করেন। শুরু থেকেই এই পুজোয় পঞ্চবলি অর্থাৎ পাঁঠা, পায়রা, চালকুমড়ো, মানকচু ও আখ বলি দেওয়ার নিয়ম ছিল। অমাবস্যা তিথিতে অসমের পুরোহিতরা রাতভর পুজো করতেন। আর পুজোর পরদিন এলাকার বহু মানুষ প্রসাদ খেতেন।

এরপর দশের পাতায়

আশঙ্কায় ভাটা ফেলে বাড়বে ভিড়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরের খুব কাছাকাছি থাকা ঐতিহ্যবাহী সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে কালীপুজোয় বলির ইতিহাস অনেকটাই পুরোনো। সেই বলি নিয়ে বহু সমালোচনার জেরে গত বছর থেকেই ওই প্রথা বন্ধ রয়েছে। একটা সময় মনে করা হয়েছিল এর জেরে এই মন্দিরে ভক্তদের আগমনে ভাটা পড়তে পারে। সেই আশঙ্কায় অবশ্য ভক্তরা নিজেরাই জল ঢেলেছেন। গত বছর কালীপুজোর পরদিন সকাল থেকে ১২-১৩ হাজার ভক্ত দিনভর মন্দিরে হাজির হয়েছিলেন। এ বছর সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা বলেই এই পুজোর সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে তাঁদের ধারণা। আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় এবারের পুজোর আগে গোটা মন্দির রং করা সম্ভব হয়নি। মন্দিরের যে ঘরে সেবকেশ্বরী কালী মায়ের মূর্তি রয়েছে, জোরকদমে সেই ঘরটি রংয়ের কাজ চলছে। মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ। বর্তমানে শুধুমাত্র দেবীর ছবিতে পুজো দেওয়া যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার পুজোর দিন সকালে ভক্তদের জন্য মন্দিরের মূল ফটকটি খুলে দেওয়া হবে।

দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে কালীপুজো হয়ে আসছে। আগে প্রতিবছরই পুজোর রাতে বলি হত। মন্দির সূত্রে খবর, প্রতিবার পুজোর রাতে ৬০-৭০টি পাঁঠাবলি দেওয়া হত। কিন্তু গতবার থেকে পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিয়মরক্ষার্থে শুধুমাত্র চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। তবে এতে এখানে কালীপুজোর সময় ভক্তদের আগমনে কোনও ভাটা পড়েনি। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত স্বপন ভাদুড়ি বললেন, 'গতবার বরং মন্দিরে ভক্তদের সমাগম অন্যবারের থেকে বেশিই হয়। এবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে ১৫ হাজারের মতো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে নিয়মরক্ষায় চালকুমড়ো নিবেদন।

মাঝেরডাবরি চা বাগানে কালীপুজোর মণ্ডপ। -সংবাদচিত্র

প্রথা ভেঙে অসুররা কালীপুজোয়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অক্টোবর : দুর্গার মুখদর্শন ওদের সংস্কৃতিতে নেই। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কেনাকেটা, বেড়ানো দূরে থাক, ঘর থেকে না বেরোনোই দস্তুর অসুর জনগোষ্ঠীর। ব্যতিক্রমী কালীপুজো। অন্তত মাঝেরডাবরি চা বাগানে তো বটেই। এই বাগানে অসুর জনগোষ্ঠীর চল্লিশ ঘরের বাস। স্থানীয় শ্রমিক ক্লাবের পুজোয় তারা সকলেই অংশ নেয়। সাধ্যমতো চাঁদাও দেয়। অনেকে পুজোর দায়িত্ব সামলায়, প্রসাদ গ্রহণ করে।

প্রচলিত বিশ্বাস হল পৌরাণিক কাহিনীর অসুরদের বংশধর এই অসুর জনগোষ্ঠী। ওই কাহিনীতেই দুর্গার হাতে নিধন হয় তাদের পূর্বপুরুষ। সেজন্য দুর্গোৎসব অসুর সমাজে শোকের বার্তা বয়ে আনে। তবে হাল আমলে সেই সংস্কার বদলাচ্ছে। দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ না করলেও কালীপুজোয় শামিল হতে দেখা যাচ্ছে তাদের। অসুর জনগোষ্ঠীর রামকুমার টোপ্পো বলেন, 'প্রায় পনেরো বছর কালীপুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। পুজোর কাজকর্ম ছাড়াও ক্লাবের দায়িত্বে থাকি।'

মাঝেরডাবরি চা বাগানের শ্রমিক ক্লাবের পুজো প্রায় ৫৭ বছরের পুরোনো। বাগানে আদিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। আজকাল কালীপুজোয় অসুর পরিবারের অনেকে জামাকাপড় কেনে। ছেলেরা পুজোয় মাতে। এখন আর অসুর পরিবারের প্রবীণরা ছোটদের দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় অংশ নিতে বারণ করেন না। অঞ্জলি না দিলেও পুজোর বিভিন্ন কাজে অংশ নেয় অসুর পরিবার। মাঝেরডাবরি শ্রমিক ক্লাবের সভাপতি বাবলু চিকবড়াইক বলেন, 'কালীপুজোয় সব শ্রমিক যুক্ত হয়। অসুর জনগোষ্ঠীও থাকে।' অসুর জনগোষ্ঠীর খ্রিস্টানরা অবশ্য কালীপুজোয় অংশ নেন না। তিতুস্বা টোপ্পো খ্রিস্টান হলেও গোয়ালিপুজো করেন। প্রদীপ জ্বালান।

করিডরে মদের ঠেক, বিপদ হাতির

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মাসদুয়েক আগে ধূপগুড়ির নাথুয়াতে হাতির পায়ে ভাঙা বোতলের কাচ ঢুকে বিপত্তি ঘটেছিল। সে যাত্রায় সময়ে হাতিটির চিকিৎসা করে শেষরক্ষা হয়। ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের চালসার কাছে টিয়াবন ও খড়িয়ার বন্দর এলাকায় হাতির করিডরে মাঝেমাঝেই এইরকম ঘটনার কথা শোনা যায়। হাতির করিডরে মদের আসর বন্ধ না করতে পারলে এইরকম বারবার ঘটবে বলে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের আশঙ্কা।

লাটাগুড়ি থেকে চালসা যাওয়ার পথে পড়ে খড়িয়ার বন্দর ও টিয়াবন। গাছগাছালিতে ভর্তি জায়গাটি বিশ্রামের আদর্শ জায়গা। যদিও জঙ্গলটি হাতির করিডর বলে বন দপ্তরের তরফে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায়দিনই সেখানে বসছে নেশার আসর। আনন্দ করার পর মদের বোতল, চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিকের ব্যাগ যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হচ্ছে। হাতি সহ অন্য বন্যপ্রাণীদের পায়ে ঢুকে যাচ্ছে সেই ভাঙা বোতলের কাচ। পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। অভিযোগ, বনবিভাগ সব জেনেও নীরব দর্শক। চালসা নেচার সংগঠনের সুমন চৌধুরী জানান, লাটাগুড়ির ঘিঞ্জি পরিবেশ ছেড়ে এখন অনেকেরই পছন্দ খড়িয়ার বন্দর এবং টিয়াবনের জঙ্গল। একদিকের জঙ্গল থেকে অন্যদিকের জঙ্গলে হাতি চলাচল করে। ফলে সেখানে মদের বোতল ফেলে রাখলে বন্যপ্রাণীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। তারপর সেই কাচ পায়ে ফুটে হাতিদের প্রাণহানি ঘটছে।

২০১৫ সালের পর মূর্তি নদীতেও এবং সংলগ্ন পিকনিকস্পটে পিকনিক বন্ধ করা হয়েছে। মূর্তির সেতুও বন্ধ যাতায়াতের জন্য। নাথুয়ার জঙ্গলের ঘটনাটির মতো কয়েক বছর আগে মূর্তি এলাকাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। আরেক পরিবেশকর্মী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'লাটাগুড়ি থেকে চালসার মধ্যে একাধিক এলিফ্যান্ট করিডর রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়ানোই নিষিদ্ধ। সেখানে জঙ্গলের করিডরে বসে মানুষ ফুর্তি করার সাহস পায় কী করে?' বন দপ্তরকে এসব রুখতে কঠোর হতে হবে বলে তাঁর দাবি।

এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা এলাকায় নজরদারি এবং টহল বাড়াচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে নিয়ে জঙ্গলে এধরনের কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতার জঙ্গলের রাস্তায় বন দপ্তরের কাউন্টার ও নজরদারি ক্যাম্প বসানো আছে। ফলে জঙ্গলের রাস্তায় কারা ঢুকছে তা বেরোচ্ছে, তার হিসেব রাখা যাচ্ছে। কিন্তু খড়িয়ার বন্দর এবং টিয়াবনের জঙ্গলের ওপর জলপাইগুড়ি বন বিভাগের কোনও নজরদারি নেই। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কয়েকজন প্রায় প্রতিদিন সেখানে মদের আসর বসাচ্ছে। যত্রতত্র ফেলে রাখছে মদের বোতল এবং প্লাস্টিকের জিনিস। এতে পরিবেশ দূষণও ঘটছে।

ডুয়ার্সের টিয়াবনের কাছে হাতির করিডরে বিয়ারের বোতল।

মানুষ-ত্রাস

- খড়িয়ার বন্দর ও টিয়াবন এলাকাটি হাতির করিডর
- সেখানে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ, অথচ বসছে মদের আসর
- ফেলে রাখা সেই ভাঙা বোতলের কাচ পায়ে ঢুকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুও ঘটছে

লালপুল থেকে সূর্যাস্ত। রবিবার লাটাগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগ প্রশাসনের

লালপুলে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্তের ছবি ক্যামেরাবন্দির আনন্দ কিংবা জঙ্গল থেকে বেরোনো একপাল হাতির নেওড়া নদী পারাপারের দৃশ্য দেখতে প্রায় প্রতিদিন লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া লালপুলে পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন। তাই প্রশাসনের তরফে লালপুল ও সংলগ্ন এলাকাগুলিকে সাজিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে এলাকাটিকে কীভাবে পর্যটন সহায়ক করা যায় সেই চিন্তাভাবনা চলছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, 'ওই এলাকাটির রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামোর উন্নয়ন করলে পর্যটকদের কাছে জায়গাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সেবিষয়ে কাজ করার চেষ্টা চলছে।'

গরুমারার অপরূপ জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখার জন্য সারাবছর হাজার হাজার পর্যটক লাটাগুড়িতে ভিড় জমান। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখার পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া লালপুল। নিউ মাল থেকে চ্যাংরাবান্ধাগামী রেলপথের মাঝে নেওড়া নদীতে এই লালপুল অবস্থিত। পুলের একপাশে লাটাগুড়ির জঙ্গল। সেখানে দাঁড়িয়ে খরস্রোতা নেওড়ার পাশে ময়ূরের নাচ অথবা একপাল হাতির নদী পার হওয়ার দৃশ্য অনায়াসে পর্যটকরা চাক্ষুষ করতে পারবেন। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'লালপুল সংলগ্ন ওই স্থানটি অফুরন্ত সৌন্দর্যে ভরপুর। অনেক পর্যটক সেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন।' লাটাগুড়ি নেওড়া মোড় হয়ে বড়দিঘি যাওয়ার পথে নেওড়া চা বাগান হয়ে কিছুটা পথ পেরোলেই পর্যটকরা এই অপরূপ সুন্দর স্থানে পৌঁছে যাবেন। পথে সবুজ চা বাগান, সঙ্গে গোলমরিচের লতানো গাছ পর্যটকদের বাড়তি পাওনা। পাশাপাশি রয়েছে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য। এই এলাকাটি ক্রমে জনপ্রিয় হওয়ায় অনেক টোটোচালক সামান্য অর্থের বিনিময়ে পর্যটকদের লালপুলে নিয়ে আসছেন। এতে তাঁরা আয়ের এক নতুন দিশার খোঁজ পেয়েছেন। কলকাতার পর্যটক সুধীর সরকার, দেবস্মিতা দে'রা জানান, নেওড়া নদীতে পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্তের যে রূপ তাঁরা দেখলেন, তা তাঁদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগুন ঠেকাতে বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৭ অক্টোবর : রবিবার গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আওতায় থাকা বিভিন্ন বনবাংলোর কর্মী ও বনকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করল দমকল বিভাগ। সোমবার পর্যন্ত চলবে এই শিবির। গরুমারার কালীপুর, রামশাই, ধূপঝোরা, লাটাগুড়ি, মূর্তি, পানঝোরা এলাকাতে বহু পুরোনো কাঠের বাংলো রয়েছে। যদিও সেগুলো পর্যটকদের জন্য এখনও খুলে দেওয়া হয়নি। বন দপ্তরের তরফে দ্রুত ওইসব বাংলো খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোনও বাংলোতে হঠাৎ আগুন লাগলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দমকলকর্মী আসার আগেই বনকর্মী ও বাংলোর কর্মীরা কীভাবে ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন মূর্তি টেন্টে মালবাজার ও বীরপাড়া অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের তরফে হাতেকলমে যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাল অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের ওসি বিচিত্র তরফদারের কথায়, 'কোনও বাংলোতে আগুন লাগলে কী করে তার প্রাথমিক মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয়েই হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।'

মাসকয়েক আগে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো। আগামীতে সেরকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এড়াতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ জরুরি। আগুন লাগলে বাংলোর ভেতরে থাকা পর্যটকদের কীভাবে নিরাপদে বের করতে হবে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগলে তা নেভানোর উপায় ইত্যাদি বিষয়ও শেখানো হয়। কোথায়, কী ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে সেটাও এদিন দেখানো হয়। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'বাংলোগুলি খুলে দেওয়ার আগে এই সমস্ত প্রশিক্ষণ সহ অগ্নিনির্বাপণের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মূলত অগ্নিনির্বাপণের বিষয়ে বাংলোর কর্মী ও বনকর্মীদের ধারণা দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ।' এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গরুমারার এডিএফও নিমা শেরপা, বীরপাড়া অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের ওসি কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ও সুদীপ দে সহ অন্যরা।

কর্মখালি

Need cook & Room service boy. Darjeeling:- 9641287950. (C/113047)

•

Sister Nivedita D.Ed Training Institute, Urgently required B.Ed : Immediate vacancies for qualified candidates: (1). Principal-1 (2). Asst. Professor-English -1 (3). Asst. Professor-Bengali-1 (4). Asst. Professor-Mathematics-1 (5). Asst. Professor-Geography-1 (6). Asst. Professor-Education (Method), Office : (1). Office Administrator-1 (2). Chief Accounting Officer, Eligibility as per NCTE norms 2014. Interested candidates may apply online. Email : sisterniveditaptti@gmail.com. For further details please contact- Palash Dey (Secretary). Mob : 9732664998, Manik ch. Saha (President) Mob : 8250-307937. (D/S)

শিলতোর্ষার পাড়ে সম্প্রীতির নজির

ঢাক বাজান, চাঁদা তোলেন মকসেদুলরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : কালীপুজো করার আগ্রহটা বেশি মহাবুল আলম, সাদ্দাম মিয়াঁদেরই। পুজোয় ঢাক বাজাতে দেখা যায় মকসেদুল আলমকে। আবার কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা, পুজোয় রাত জেগে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া, অনুষ্ঠান পরিচালনা, চাঁদা দেওয়া, চাঁদা সংগ্রহ করা থেকে বিসর্জনের ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকায় থাকেন মাফি মিয়াঁ, জাহাঙ্গির হোসেনদের মতো স্থানীয়রা। দীপাবলিতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়ি ঘাটপাড় এলাকা এমনই এক সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত বহন করে।

শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে এই পুজো শুরুর নেপথ্যে মুসলিমদের ভূমিকাই বেশি। চার দশক আগে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিলতোর্ষা নদীর ওপর সেতু ছিল না। তখন শীতকালে অস্থায়ীভাবে কাঠের সেতু তৈরি করা হত। আর বছরের বাকি সময়ে নৌকায় নদী পারাপার করতেন হাজার হাজার মানুষ। তাই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলতোর্ষা-ঘাটপাড়ের বাসিন্দাদের একাংশের পেশা ছিল খেয়া চালানো।

এই ক্লাব চত্বরে সম্প্রীতির কালীপুজো। -সংবাদচিত্র

আবার কিছু মানুষ নদী থেকে বালি, পাথর তোলার কাজ করতেন। তিন দশক আগে এভাবেই মাঝি ও শ্রমিকদের উদ্যোগে নদীর ধারে তোর্ষা ইউনাইটেড নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মাঝেমধ্যে নৌকোডুবির ঘটনাও ঘটত। তাই নদীতে যাতে কোনও বিপদ না ঘটে সেই প্রার্থনায় এখানে কালীপুজো শুরু করেন মাঝি, শ্রমিকরা।

এই নদী সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এভাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া কালীপুজো এবার ৩৪ বছরে পড়ল। এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবার যে কমিটি গঠিত হয় তাতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমরাও মূল দায়িত্বে থাকেন।

ঘাটপাড় এলাকায় প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ের। বাকি ৩০ শতাংশ হিন্দু। এখানে মুসলিমদের ইসালে সওয়াব, ইদের অনুষ্ঠানে হিন্দুরা শামিল হন। আবার হিন্দুদের কালীপুজোতেও মুসলিমরাই মূল উদ্যোক্তা। পুজো হয় নদী সংলগ্ন তোর্ষা ইউনাইটেড ক্লাবের সামনেই। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য গোপাল অধিকারী বলেন, 'বছরে দুই ধর্মের দুটি বড় উৎসব হয়। একটি ইসালে সওয়াব, আরেকটি কালীপুজো। আর দুই উৎসবেই সবাই শামিল হই।' মহাবুল আলমের বলেন, 'উৎসবে কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। কালীপুজোর যাবতীয় কাজ মিলেমিশে করা হয়।' রাত জেগে প্রসাদ খাওয়া, আনন্দ করাও হয় বলে মাফি মিয়াঁ, সাদ্দাম মিয়াঁরা জানালেন।

মর্টারের শেল তিস্তার চরে

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : তিস্তায় জল কমতেই শনিবার ফের চর এলাকা থেকে উদ্ধার হল মর্টার শেল। এদিন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াপাড়ার বাসিন্দারা তিস্তার চর এলাকায় মর্টার শেলটি দেখতে পান। এরপর তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশের তরফে খবর সেনার কাছে পৌঁছালে ভারতীয় সেনার একটি দল সেটিকে তিস্তার চর এলাকার ফাঁকা জায়গায় নিষ্ক্রিয় করে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এর আগে তিস্তার বিভিন্ন চর এলাকা থেকে মর্টার শেল উদ্ধার হয়। পরে তা নিষ্ক্রিয় করে সেনারা। পুলিশের অনুমান সেসময়কার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেসে আসা মর্টার শেল ফের উদ্ধার হল।

ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সে ধনতেরাস অফার

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : শুভ ধনতেরাস উপলক্ষ্যে আপনাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় অফার নিয়ে এল ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স। এই অফারে গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরির উপর ৫০% পর্যন্ত ছাড় এবং হিরের গহনার মজুরিতে ১০০% ছাড়। এছাড়াও পুরোনো সোনা এক্সচেঞ্জে পেয়ে যাবেন ১% অতিরিক্ত ভ্যালুয়েশন। সার্টিফায়েড জেম স্টোনের উপর ১০% পর্যন্ত ছাড়। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। এই অফার সব শাখাতে আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। শর্তাবলি প্রযোজ্য।

আজ টিভিতে

প্রাইমাল সারভাইভাল : এসকেপ দ্য অ্যামাজন
রাত ১০টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.১০ পাগলু, সন্ধ্যা ৭.৩৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৫০ সংগ্রাম

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধ্যা ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ দান প্রতিদান, দুপুর ২.৫০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.৩০ জোয়ারভাটা, রাত ৮.০০ দাদার কীর্তি, রাত ১১.০৫ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেমসাহেব

দাদার কীর্তি রাত ৮টায় জি বাংলা সিনেমায়

ব্যাটম্যান বিগিনস দুপুর ১টায় সোনি পিক্সে

বরেলি কি বরফি সন্ধ্যা ৭.০৯ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

ছোট পর্দায় নিশিগঞ্জের মেয়ে মৌসুমি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : ছোট পর্দার অভিনেত্রী হিসাবে নিশিগঞ্জের মেয়ে মৌসুমি বর্মন নজর কাড়ছেন। তবে ছোট পর্দায় তিনি মৌ নামে পরিচিত। স্কুলে পড়ার সময় থেকে তাঁর নাচ ও অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। মৌ এখন জনপ্রিয় বাংলা টিভি সিরিয়ালের পরিচিত মুখ। স্টার জলসায় 'তুমি আশেপাশে থাকলে', 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'রোশনাই', 'রামপ্রসাদ' ইত্যাদি মেগা সিরিয়ালে তিনি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। সান বাংলায় 'বাদল শেষের পাখি', 'মা শীতলা', কালার্স বাংলায় 'সোহাগ চাঁদ', জি বাংলায় 'ফুলকি', 'জগদ্ধাত্রী' এবং আকাশ আটে 'পুলিশ ফাইল' ইত্যাদি ধারাবাহিকে কখনও নার্স, পুলিশ, আবার কখনও বাউলশিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এছাড়া হিন্দি

অভিনেত্রী মৌসুমি বর্মন

থেকে রাজবংশী ছবিতে ডাবিংয়ের কাজ করেছেন। গ্রামের মেয়েটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের দৃশ্য যখন কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রামবাসীর টিভিতে ভেসে ওঠে তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান। মৌসুমি বলেন, 'এই জার্নিটা খুব সহজ ছিল না। এখনও অভিনয়কে পেশা করে নিতে লড়াই করতে হচ্ছে। ছোটবেলায় বাবার মৃত্যুর পর কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারিতে মামার বাড়িতে চলে যেতে হয়। প্রাথমিকের পর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চান্দামারি প্রাণনাথ হাইস্কুলে পড়ি। নবম শ্রেণিতে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। মাধ্যমিকের পর থেকে অভিনয়ের নেশা মাথায় চাপে। কলেজে পড়ার সময় স্থানীয় মিউজিক ভিডিওতে প্রথম ক্যামেরার সামনে আসি। তারপর অনলাইনে অডিশন দিয়ে পরিচালক সৌরভ সাহার নজরে আসা। এরপর থেকে কলকাতায় থেকে অভিনেত্রী হওয়ার লড়াই শুরু হয়।'

মৌসুমি নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলঙ্গিবাড়ির বাসিন্দা। চার বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। এরপর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে কৃষিকাজ করে মৌসুমি ও তাঁর দুই ভাইকে তাঁদের মা মানুষ করতে থাকেন। নলঙ্গিবাড়ির মতো প্রত্যন্ত গ্রামের কেউ টলিউডের অভিনেত্রী হবেন একথা কেউ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। রাজবংশী কন্যার এই সাফল্যে এলাকাবাসী খুশি।

প্রায় দুই বছরের কেরিয়ারে ইতিমধ্যে মৌ টলিউডের অর্পণ সরকার পরিচালিত ফিচারফিল্ম 'গিরগিটি'তে কাজ করেছেন। টালিগঞ্জের নামী অভিনেতা, অভিনেত্রীদের কাছে অভিনয় শিক্ষার কর্মশালায় নিয়মিত অংশ নেন। মডেলিংয়ের কাজও করছেন। কলকাতায় তিনটি থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগও তাঁর হয়েছে। কিন্তু মৌসুমির আক্ষেপ, 'উত্তরবঙ্গে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নেই। তাই কলকাতায় কোচবিহারের গ্রামের মেয়ের অভিনেত্রী হওয়ার লড়াই চালাতে হচ্ছে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে বেশ উৎকণ্ঠা। বৃষ : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় সাংসারিক ঝামেলা মিটবে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় বহুমূল্য জিনিস পেতে পারেন। মিথুন : সামান্য অলসতার কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভেবে নিন। কর্কট : নিজের দোষেই আজ ব্যবসায়িক সমস্যা হবে। ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতভেদ। সিংহ : ভুল করলে স্বীকার করে নিন। রাজনীতি থেকে সমস্যা বাড়বে। কন্যা : আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ ঠকাতে পারে। পেটের সমস্যায় জেরবার হবেন। তুলা : বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প আজ চালু করলে সাফল্য পাবেন। খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ধনু : কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় কাবু হবেন। প্রত্যেককে খুশি করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। মকর : অফিস পরিবর্তন করার সুযোগ আসবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য। কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি যেতে পারে। মীন : প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে যাবেন না। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ কার্তিক, ১৪৩১, ভাঃ ৬ কার্তিক, ২৮ অক্টোবর, ২০২৪, ১১ কাতি, সংবৎ ১১ কার্তিক বদি, ২৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। সোমবার, একাদশী দিবা ৯।৮। পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৪। ব্রহ্মযোগ দিবা ৯।৫২। বালবকরণ দিবা ৯।৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।২৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১২।০ গতে কন্যারাশি মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।৮ গতে একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।২৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ৯।৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ২।১০ গতে ও ৩।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৬ গতে ১১।২১ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ৯।৮ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।২৪ গতে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম-দীক্ষা, বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৬।৫ গতে ৮।৩ মধ্যে বৃষলগ্নে পুনঃরাত্রি ১১।২১ গতে শেষরাত্রি ৪।৫৩ মধ্যে কর্কট সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (রমা)। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে অদ্য একাদশীর উপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫৯ গতে রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে গোবৎস্যদ্বাদশীব্রত। সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের প্রয়াণ দিবস ও ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পানীয় জল সংগ্রহে ভিড়। দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগরে পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের চত্বরে রবিবার।

এক সপ্তাহ নির্জলা দিনহাটা মহকুমা

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : হাতে দুটি ড্রাম ঝুলিয়ে রবিবার দুপুরে হন্তদন্ত হয়ে দিনহাটার কদমতলা রোড হয়ে নিগমনগর যাচ্ছিলেন এক মহিলা। প্রশ্ন করতে উত্তর এল, 'বাড়ির পাশের কলে জল আসছে না। তাই কয়েকদিন ধরে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছি না। বাড়িতে যা জল মজুত ছিল, সব শেষ। কোথাও ট্যাপকলে জল আছে কি না, দেখতে যাচ্ছি।' শুধু ওই মহিলাই নন, গত এক সপ্তাহ ধরে দিনহাটা মহকুমার দিনহাটা ভিলেজ-২, বড়শাকদল এবং কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় নজরে পড়ছে পানীয় জল নিয়ে হাহাকারের এই ছবি। অথচ কারণ জানেন না কেউই।

খোঁজ নিতে জানা গেল, সপ্তাহখানেক ধরে বিকল হয়ে রয়েছে দিনহাটা মহকুমার নিগমনগরে পিএইচই পরিচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের পাম্পসেটটি। তার জেরে গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ স্ট্যান্ডপোস্টে জল আসছে না। হাতেগোনা কয়েকটি ট্যাপকল থেকে জল মিলছে, তাও সুতোর মতো। এক-দুই ড্রাম ভরতে সময় লাগছে কয়েক ঘণ্টা। অভিযোগ, কয়েক হাজার মানুষের জলসংকট মেটাতে মাথাব্যথা নেই স্থানীয় পাম্প কর্তৃপক্ষ কিংবা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের। অভিযোগ মানতে নারাজ স্থানীয় পাম্প অপারেটর সাধন মোহন্ত।

জলের সন্ধানে

- নিগমনগরের পাম্পসেটটি সপ্তাহখানেক ধরে বিকল
- কাছের এলাকার কল থেকে সুতোর মতো জল মিলছে
- জল পেতে ৪ কিমি দূরে যাচ্ছেন এলাকাবাসী

তাঁর দাবি, 'সমস্যা নজরে আসতেই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে এদিন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে একজন ফিটার এসে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছেন। বিকেল সাড়ে তিনটার মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।' যদিও এদিন রাত পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর জানালেন, এই বিষয়টি মেকানিক্যাল বিভাগ দেখে। তিনি এব্যাপারে কিছু জানেন না। তবে সোমবার খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনির বামনটারির কমল ভৌমিকের অভিযোগ, মাসখানেক আগেও একই সমস্যা হয়েছিল। দ্রুত সমস্যার প্রতিকার করার পাশাপাশি পাম্পের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা উচিত বলে তাঁর মত।

বাম আমলে দিনহাটা মহকুমার দিনহাটা ভিলেজ-২, কিশামত দশগ্রাম এবং বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অংশে পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে দিতে নিগমনগরে পাম্প ও রিজার্ভারটি বসেছিল। এদিন দুপুরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের চত্বর থেকে জল নিচ্ছিলেন টিয়াদহের মানস বর্মন। তাঁর মন্তব্য, 'দিনের পর দিন একই ভোগান্তি পোহাতে কার ভালো লাগে বলুন? জল নিতে ৪ কিলোমিটার দূরে আসতে হচ্ছে।' পাশ থেকে আরেক তরুণের মুখে কটাক্ষের সুর। বললেন, 'শুনছি, ২০২৪ সালের মধ্যে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। চলমান প্রকল্পগুলোর এই দশা হলে নতুন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় হয়।'

খামখেয়ালি আবহাওয়ার জেরে টান নদীয়ালি মাছে

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : খামখেয়ালি আবহাওয়ায় মাঝেমধ্যেই হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। ফলে নদীতে জল বাড়ছে। আবার কখনও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আবহাওয়া। যার জেরে চলতি বছর বাজারে জোগান কমেছে নদীয়ালি মাছের। আর জোগান কম হওয়ায় বর্তমানে নদীর মাছের দামও বেশ চড়া। স্বভাবতই অনেক মৎস্যপ্রিয়, ভোজনরসিকদের মন খারাপ। এখনও পাতে নদীর সুস্বাদু মাছ পড়ল না।

বর্ষার পরপরই নদী থেকে মাছ ধরতে শুরু করেন মৎস্যজীবীরা। মূলত নদীতে ভ্যাসাল (দু'পাশে বাঁশের খুঁটির মাঝে থাকা জাল) তৈরি করে মাছ ধরা হয়। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির হালদারপাড়ার শান্ত হালদারের কথায়, 'মাঝেমধ্যেই এই বৃষ্টির কারণে নদীতে ভ্যাসাল তৈরি করে আবার তুলতে হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার জেরে নদী থেকে মাছও উঠছে না তেমন। আপাতত ভ্যাসাল তুলে রেখেছি।' বড় শৌলমারির দরিবস ফুলবাড়ি এলাকার মৎস্যজীবী রতন হালদার বললেন, 'এবছর নদীতে মাছ ধরে মজা পাচ্ছি না।'

বর্ষার পর ভাদ্র মাসের শেষের দিকে জলঢাকা, ডুডুয়া সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর কমে গেলে নদীতে ভ্যাসাল তৈরি করে মাছ ধরা হয়। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি ও ফুলবাড়ির বিভিন্ন নদীর বিভিন্ন জায়গায় ২২ থেকে ২৫টি ভ্যাসাল তৈরি করা হয় প্রতিবছর। ফুলবাড়ি বাজারের একটি মাছ আড়তের কৃষ্ণ হালদার জানালেন,

জলঢাকা নদীর মাছ। রবিবার ফুলবাড়ি বাজারে।

রতন আরও বলেন, 'তিনদিনের ধরা মাছ বাঁচিয়ে রেখে রবিবার সকালে দেড় কেজি বিক্রি করেছি। এইসময়ে জলঢাকার একেকটি ভ্যাসালে দিনে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মাছ ধরা পড়ার কথা। কিন্তু সে গুড়ে বালি। স্বাভাবিকভাবেই এবছর আমাদের রোজগারও ভালো হচ্ছে না।' বিগত বছরগুলিতে এই সময়ে ফুলবাড়ি বাজারে প্রতিদিন সকালে গড়ে ৬০ থেকে ৭০ কেজি নদীয়ালি মাছ নিলাম হত। কিন্তু এবছর টেনেটুনে ২৫ থেকে ৩০ কেজি মাছ আসছে বাজারে।' পরিস্থিতি চিন্তায় ফেলেছে মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের।

যাত্রার আসরের আড়ালে জুয়ার ঠেক

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : শীতের মরশুমে গ্রামবাংলায় যাত্রাপালার আসর চেনা ছবি। এবারেও অল্প শীতের আমেজ আসতেই মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে যাত্রাপালার আসর বসতে শুরু করেছে। রবিবার প্রেমেরডাঙ্গার ডুমনিগুড়িতে দেখা গেল যাত্রাপালার ডাক দিয়ে জুয়ার আসর বসানোর প্রস্তুতি চলছে। স্থানীয় এক মন্দির সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে তরুণ ও বয়স্কদের পাশাপাশি পড়ুয়ারা জুয়ার আসরে ভিড় জমিয়েছে। ওই এলাকার এক বধূ জানিয়েছেন, জুয়ার নেশায় মত্ত হয়ে পড়ুয়ারা পড়াশোনা থেকে মন সরিয়েছে। জুয়ার ফাঁদ এলাকার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ করে দিচ্ছে। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই আসামাজিক কাজ বাড়তে থাকবে।

ডুমনিগুড়ি

এলাকাবাসীর অভিযোগ, জুয়ার আসর বসানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রশাসন সবকিছু দেখেও নির্বিকার। পুলিশ, প্রশাসন কেন কড়া পদক্ষেপ করছে না তা জানতে চাইছেন। অনেকক্ষেত্রেই পুলিশি অভিযানের পরেও একই জায়গায় জুয়ার আসর বসতে দেখা গিয়েছে। এলাকাবাসী চাইছেন, প্রশাসনের তরফে নিয়মিত অভিযান করা হোক। মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সমীরণ হালদারকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, জুয়ার আসর বসানোর বিরুদ্ধে খোঁজখবর নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে। এদিন বিনা টিকিটে যাত্রাপালা গান উপভোগ করার কথা মাইকে ঘোষণা হয়। একাংশ স্থানীয়রা জানালেন, এভাবেই জুয়ার আসরে আসার ডাক দেন আয়োজকরা। যদিও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এবিষয়ে তেমন কিছুই বলছেন না। পদক্ষেপ করা হবে বলেই তাঁরা দায় সারছেন।

রাসমেলার প্রস্তুতিতে এল নাগরদোলা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : রাসমেলার এখনও তিন সপ্তাহ বাকি। ১৫ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা। নাগরদোলার জিনিসপত্র এখনই চলে এসেছে মেলার মাঠে। নাগরদোলার সরঞ্জাম এবং তাদের লোকজন চলে আসায় মেলা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে শহরজুড়েও। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আজ সকালেই নাগরদোলার সরঞ্জাম চলে এসেছে। রাসমেলার কাজ এবার আমরা আগে থেকেই শুরু করব।'

রবিবার দুপুর নাগাদ সার্কাসের মাঠে তিন ট্রাক ভর্তি নাগরদোলার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হতে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের। বিকেল নাগাদ বাজিমেলার পেছনের দিকে নাগরদোলার কর্মীদের সরঞ্জাম নামাতে দেখা যায়।

অন্য বছর কালীপুজোর পর থেকেই মেলার দোকানপাট, নাগরদোলা আসতে শুরু করে। তবে এবছর কালীপুজোর দিন কয়েক আগেই নাগরদোলা চলে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র চলে আসায় কতদিনের মেলা হচ্ছে, তা নিয়েও আলোচনা চলছে শহরজুড়ে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবারই সার্কাস, বিভিন্ন ধরনের নাগরদোলা, মৃত্যুকূপ, খাবারের দোকান, মেয়েদের সাজগোজের জিনিসপত্রের দোকান সহ মোট কয়েক হাজার দোকান মেলায় বসে। এদিন নাগরদোলার কর্মীদের থেকে জানা গেল, আগামী দু'-চারদিনের মধ্যে নাগরদোলা সহ অন্য ব্যবসায়ীরাও মেলার মাঠে এসে পৌঁছোবে।

আগামী দু'-তিনদিনের মধ্যেই মাঠে তাঁবু ফেলবে সার্কাস কর্তৃপক্ষ। শহরের জেনকিন্স মোড়ের ফুড কর্নারে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নাগরদোলা নিয়েই আলোচনায় মজেছিলেন সৌরভ দাস। তাঁর কথা, 'ফুড কর্নারে আসবার আগে মেলার মাঠে নাগরদোলার জিনিসপত্র দেখতে পাই। কী কী নাগরদোলা এবার আসছে, সেটা নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিঝুম রাতে। সুন্দরবনের জঙ্গলে হাওড়ার শুভাঞ্জন দাসের ক্যামেরায়।

বৃদ্ধ খুনে গ্রেপ্তার ১

বক্সিরহাট, ২৭ অক্টোবর : প্রতিবেশী বৃদ্ধকে খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে ধৃত আরও এক। রবিবার অসমের ছাগুলিয়া থেকে কাশেম আলি মিয়াঁ নামে ওই অভিযুক্তকে বক্সিরহাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে রবিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে। প্রতিবেশী এক গৃহবধূকে নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় ৩ অক্টোবর তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের দক্ষিণ বালাকুঠিতে মনসের আলি নামে এক বৃদ্ধকে বাটাম দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ উঠেছিল জমির মিয়াঁর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত জমির ও তার দাদা কাশেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওইদিনই পুলিশ অভিযুক্ত জমিরকে গ্রেপ্তার করেছিল। ঘটনার পর থেকে কাশেম গা-ঢাকা দিয়েছিল। এরপর এদিন তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বাজি বাজেয়াপ্ত

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : দীপাবলি এগিয়ে আসতেই নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট বেড়ে চলেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জোড়াই মোড়, চ্যাংরাবান্ধা সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শব্দবাজির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে বলে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। শনিবার রাতে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া জোড়াই মোড় নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়। অসম থেকে কোচবিহার জেলায় ঢোকার সময় একটি যাত্রীবাহী বাসের গোপন কুঠুরিতে তল্লাশি চালিয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ দাবিদারহীন নিষিদ্ধ শব্দবাজিগুলি উদ্ধার করে। এদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার চ্যাংরাবান্ধায় একটি দোকানের সামনে থেকে প্রচুর পরিমাণে বেআইনি শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ৩৯৫ প্যাকেট দাবিহীন নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করে।

আধুনিক মিষ্টির ভিড়েও জনপ্রিয় হাওয়াই মিঠাই

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৭ অক্টোবর : বেকড রসগোল্লা, ছানার পায়েস আরও কত কী! নতুন প্রজন্মই হোক বা পুরোনো প্রজন্ম সকলেই ওই মিষ্টিতে মজেছে। তাই বলে পুরোনো দিনের মিঠাই যে পিছু হটেছে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। হাওয়াই মিঠাই। সেভাবে মিষ্টির দোকানে জায়গা পায়নি। তাই বলে তাকে পুরোনো মিষ্টির তালিকা থেকে ফেলে দেওয়া যায়? এত দামি মিষ্টি, কেক, আইসক্রিমের ভিড়ে আজও সস্তার হাওয়াই মিঠাইয়ের দর কমেনি। রাস্তার ধার, বাস বা ট্রেনে ওই রঙিন মিঠাই আজও খুদেদের মনকে বড্ড টানে। জিরানপুরের গৃহবধূ মাধবী রায় বলেন, 'আমার পাঁচ বছরের ছেলে হাওয়াই মিঠাই হাতে পেলে বাকি সব ভুলে যায়। এটা ওর কাছে খুব প্রিয়।'

কেবল খুদে বললে হয়তো অনেকেরই গোসা হতে পারে। সন্তানদের হাওয়াই মিঠাইয়ের আবদার মেটাতে গিয়ে অভিভাবকরাও যে ছেলেবেলার পুরোনো দিনগুলিতে ফিরে যান। সন্তানের পাশাপাশি নিজের জন্যেও কিনে ফেলেন দুই প্যাকেট রঙিন মিঠাই। হাওয়াই মিঠাইয়ের ফেরিওয়ালারা চান এভাবেই হাওয়াই মিঠাইয়ের কদর টিকে থাকুক। পশারিহাট এলাকার সন্তোষ সরকার দীর্ঘদিন হাওয়াই মিঠাই ফেরি করেন। তাঁর কথায়, 'হাওয়াই মিঠাই দেখলেই শিশুদের পাশাপাশি বড়রাও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেন। এমন চাহিদা বজায় থাকলে আমাদের ব্যবসা চলবে।'

হাওয়াই মিঠাইয়ের প্রচলন ঠিক কবে, সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। সময় হাওয়াই মিঠাই নিয়মিত ছিল। এখন এই মিঠাই হাতে নিলে স্কুলবেলার নানা স্মৃতি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আমার কাছে আজও এই মিঠাইয়ের কদর এক রয়েছে।'

রবিবার যাদব রায় সাইকেলে চেপে দেওয়ানহাট এলাকায় হাওয়াই মিঠাই ফেরি করছিলেন। এক প্যাকেটের দাম মাত্র ১০ টাকা। তিনি বলেন, 'হস্তচালিত মেশিনের সাহায্যে

হাওয়াই মিঠাইয়ের পসরা সাজিয়ে গ্রামের পথে ফেরিওয়ালা।

আজ যারা ছেলে সন্তান কিংবা নাতি-নাতনিদের স্কুলে ছেড়ে দিতে যান তাঁদের শৈশবেও জড়িয়ে রয়েছে ওই মিঠাই। বলরামপুরের বছর তিরিশের প্রতীক দে হাওয়াই মিঠাই হাতে নিয়ে বলেন, 'ছোটবেলায় স্কুলের টিফিনের বাড়িতেই এই হাওয়াই মিঠাই তৈরি করি। গ্রামে গ্রামে বিক্রি করি। আজও মানুষের মধ্যে এর কদর রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১০০টি প্যাকেট বিক্রি হয়। এই মিঠাই ফেরি করেই চারজনের সংসারে দিব্যি চলে।'

গ্রামীণ চিকিৎসকের কাঠের মূর্তি গড়ার নেশা

'ভাতা পেলে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ হত'

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : পেটের টানে তিনি বেছে নিয়েছিলেন অন্য পেশা। কিন্তু ভিতরের শিল্পীসত্তাটাকে তিনি হারিয়ে যেতে দেননি। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা সত্তর ঊর্ধ্ব সুশীলকুমার চাকলাদারের গল্প। অর্থাভাবে শিল্পকর্মকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ছবি বা মূর্তি দেখে মুহূর্তে কাঠ খোদাই করে হুবহু সেই মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনি। বিশেষত দেবদেবীর মূর্তির দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। গণেশ, শিব, গোপাল, রাধাকৃষ্ণের মূর্তির পাশাপাশি হাতি, ঘোড়া, হরিণ, চিংড়ি মাছ, হ্যারিকেন সহ ১৫০-এর বেশি শিল্পকর্ম রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

সুশীলের কথায়, 'পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক হলেও আমার নেশা কাঠের মূর্তি গড়ার। ভালোবেসে ছোটবেলা থেকেই আম, কাঁঠাল, সেগুন, বেল গাছের কাঠে খোদাই করে বিভিন্ন মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছি। দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই মূর্তি নিতে আসেন। অর্থাভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারিনি। ভাতার জন্য বেশ কয়েকবার আবেদন করেছি, ভাতা মেলেনি। মিললে আমার এই শিল্প

নিজের শিল্পকর্ম সাজিয়ে সুশীলকুমার চাকলাদার।

বাঁচিয়ে রাখা সহজ হত।'

পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক সুশীলের সামর্থ্য সায় দেয়নি আধুনিক, দামি মেশিনপত্র কেনার। হাতে এক একটি মূর্তি গড়তে অনেকটা সময় লেগে যায়। বয়সজনিত কারণে তাই হস্তশিল্প থেকে তাই মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছেন সুশীল। নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি মণ্ডল অধিকারীর আশ্বাস, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে সুশীলকুমারের ভাতার ব্যবস্থার চেষ্টা করা হবে।'

মানুষের অসুস্থতার খবর পেলেই তিনি ছুটে যান চিকিৎসা করতে। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি এই কাজে যুক্ত। ঘরে রয়েছেন স্ত্রী ও ছেলে। ছেলে বিদেশে কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রীর কোনওমতে সংসার চলে যায়। তবে সরকারি সহযোগিতা বা ভাতা পেলে উপকৃত হবেন বলে জানান চাকলাদার দম্পতি।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা স্কুল শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'নতুন প্রজন্ম যদি ওঁর মতো শিল্পীর কাছে প্রশিক্ষণ নেয় তারা ভবিষ্যতে উন্নতি করবে। এমন একজন শিল্পীর কাজকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।'

মোহনের মৃত্যু

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় বাণেশ্বরে ফের মৃত্যু হল মোহনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় বাণেশ্বরের বটতলা এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিল একটি মোহন (কচ্ছপ)। সেসময় বালিবোঝাই একটি ছোট গাড়ি কচ্ছপটিকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই সেটির মৃত্যু হয়। বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'গাড়িচালকের উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে মোহনটির মৃত্যু হয়েছে। গাড়িটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা ঘটনাটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করব।'

বাড়তি রোজগারের সুযোগ শুধু কালীপুজোয়

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় ডানা'র প্রভাবে দিনকয়েকের ঠান্ডা বাতাস এবং মেঘলা আবহাওয়ার গুমোট ভাবটা কেটে গিয়েছে। রবিবার সকাল থেকে রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিলল। আকাশের মতো দিনহাটা মহকুমার গ্রামীণ এলাকার মৃৎশিল্পীদেরও মনের মেঘ সরে গিয়েছে। কালীপুজোর বেশি দেরি নেই। তার আগে শেষমুহূর্তের কাজের ব্যস্ততা কুমোরটুলিগুলোতে।

সামনেই আলোর উৎসব। কালীপুজোর আয়োজনে ব্যস্ততা স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব থেকে গৃহস্থদের হেঁশেলজুড়ে। অনেক প্রতিমার বরাত পেয়েছেন শিল্পীরাও। দুর্গা এবং লক্ষ্মীপুজোর মন্দা কাটিয়ে বর্তমানে তাঁদের হাতে এখন অনেক কাজ। আলোর উৎসবকে ঘিরে পরিবারের অনটন ঘোচানোর স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা।

রবিবার সকালে দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরাছড়া দশগ্রামে নিজের কুমোরটুলির বাইরে প্রতিমা শুকোতে দিচ্ছিলেন প্রতিমাশিল্পী সনাতন পাল। তিনি জানান, গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপুজো বিশেষ হয় না। হাতেগোনা দুর্গাপুজোগুলির উদ্যোক্তারা প্রতিমা নিয়ে আসেন শহর থেকে। লক্ষ্মীপুজোতেও পট এবং রেডিমেড প্রতিমায় বাজার ছেয়ে যায়। তাই ওই সময়ে বসেই থাকতে হয়। বললেন, 'কালীপুজোয় ২০টা প্রতিমার বরাত মিলেছে। ঠিকমতো সব ডেলিভারি দিতে পারলে কিছুটা আয় হবে। কয়েকমাসের জন্যও অন্তত সংসারে সচ্ছলতা ফিরবে।' সদ্য বানানো প্রতিমায় মাটি লেপছিলেন দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি বাজারের মৃৎশিল্পী সুশীল বর্মন। জানালেন, দুর্গাপুজোয় মাত্র ৪টি প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছিলেন। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে কালীপুজোর অনেকগুলি অর্ডার পেয়েছেন। ভালোই আয় হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

দিনহাটা মহকুমার শহরাঞ্চলে একাধিক কুমোরটুলি রয়েছে। এছাড়া, গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে দেখা মিলবে শতাধিক প্রতিমা তৈরির কারখানারও। এই প্রতিমাশিল্পীদের অধিকাংশেরই বড় বড় প্রতিমা তৈরির লোকবল এবং অর্থবলের অভাব রয়েছে। স্বভাবতই দুর্গাপুজোয় বিশেষ বরাত মেলে না তাঁদের। লক্ষ্মীপুজোতেও ভিনজেলা থেকে আমদানি করা রেডিমেড প্রতিমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেন না তাঁরা। তাই সারাবছর গেরস্থের বাড়ির বিভিন্ন দেবদেবীর ছোট প্রতিমা তৈরি করেই দিন গুজরান করতে হয় তাঁদের। যখন প্রতিমা বানানোর কাজ থাকে না, তখন সেই কয়েকমাস কৃষিকাজ এবং দিনমজুরি করে সংসার চালাতে হয়। অভাব থাকলেও কালীপুজো এলে প্রতিমা তৈরির একটা আলাদাই টান বুঝতে পারেন। কিছু বাড়তি লাভের আশায় কুমোরটুলিমুখো হন তাঁরা। কিশামত দশগ্রামের শিল্পী পরেশ অধিকারীর কথায়, 'সারাবছর সেভাবে কাজ থাকে না। এইটুকু সময়ে কাজ করে সংসার চলে না। ফাঁকা সময়ে কৃষিকাজ করি। কিন্তু কালীপুজোয় প্রতিমা বানাতে ভিড় লেগে যায়। এবারও তার অন্যথা হয়নি।'

> কালীপুজোয় ২০টা প্রতিমার বরাত মিলেছে। ঠিকমতো সব ডেলিভারি দিতে পারলে কিছুটা আয় হবে। কয়েকমাসের জন্যও অন্তত সংসারে সচ্ছলতা ফিরবে।
>
> **সনাতন পাল,** *প্রতিমাশিল্পী*

পথ দুর্ঘটনায় জখম দম্পতি

হলদিবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন দম্পতি। রবিবার দুপুরে হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি বাজারের ঘটনা। ওই দুই ব্যক্তি, দুটি যান সহ সড়কের পাশে থাকা একটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহতদের উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে গাড়ি দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, আহত দুজনের নাম সঞ্জীব দেবনাথ ও অনিন্দিতা সরকার। কিছুদিন আগেই তাঁদের বিয়ে হয়েছে। স্থানীয় সূত্র বলছে, এদিন ওই বাইকটি হলদিবাড়ির দিক থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। কাশিয়াবাড়ি বাজার এলাকায় সামনে থাকা একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে উলটো দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাকের মুখোমুখি হয়ে যায় বাইকটি। ট্রাকচালক সজোরে ব্রেক কষে সড়কের পাশে একটি দোকানে ধাক্কা মারেন। এদিকে, বাইকটিরও ট্রাকটির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে।

বাইকচালক সঞ্জীব গুরুতর আহত হন। তাঁর মাথায় দুটি সেলাই পড়েছে। অনিন্দিতা বলেন, 'আমরা হেমকুমারী এলাকায় আমার বাপের বাড়ি থেকে সারিয়ামের শ্বশুরবাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।'

শিক্ষক বৈঠক

মেখলিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মেখলিগঞ্জ ব্লক কমিটির বৈঠক আয়োজিত হল। রবিবার মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে সংগঠনের মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি রজতকুমার রায়, সম্পাদক সঞ্জীব দে, সম্রাট ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রজত জানান, এদিন এলাকার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কীভাবে সংগঠনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা হবে, তা ঠিক করা হয়। পাশাপাশি, মেখলিগঞ্জে শিক্ষক সংগঠনকে আরও মজবুত করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ডানার দাপটে নেতিয়ে পড়া ধানগাছ দাঁড় করাচ্ছেন কৃষক। রবিবার পূর্ব ফলবাড়িতে। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ

উদয়নকে সেন্সর করার দাবি ফব'র

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে সেন্সর করার দাবি তুলল তাঁর প্রাক্তন দল ফরওয়ার্ড ব্লক। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাতে চলেছে তারা। 'বেশি ভোট দিলে তাড়াতাড়ি রাস্তা হবে', উপনির্বাচনের ভোট প্রচারে গিয়ে উদয়নের এমন 'বিতর্কিত' মন্তব্যের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে জানানো হয়েছে। ফব'র এই সিদ্ধান্ত ঘিরে সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে হাওয়া গরম হয়ে গিয়েছে এলাকায়।

রবিবার দিনহাটা-১ ব্লকের পুঁটিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশতলা এলাকায় এক নির্বাচনি সভায় উদয়ন বলেন, 'যত বেশি ভোট দেবেন, তত তাড়াতাড়ি এলাকার রাস্তা হবে। আর এমন রাস্তা হবে যাতে ১০ বছরের গ্যারান্টি আছে। রাস্তা হলে শুধু তৃণমূল নয় যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেন তাঁরাও ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন। কাজেই বেশি করে ভোট দিন।' উদয়নের এই বক্তব্য ভাইরাল হতেই নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে ফব।

ফব'র জেলা সভাপতি দীপক

> যত বেশি ভোট দেবেন, তত তাড়াতাড়ি এলাকার রাস্তা হবে। আর এমন রাস্তা হবে যাতে ১০ বছরের গ্যারান্টি আছে। রাস্তা হলে শুধু তৃণমূল নয় যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেন তাঁরাও ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন। কাজেই বেশি করে ভোট দিন।
>
> **- উদয়ন গুহ**

সরকার বলেন, 'আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হওয়ার পর রাজ্যের মন্ত্রী যে ধরনের মন্তব্য করছেন, তাঁকে সেন্সর করা উচিত। কমিশন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।' যদিও এনিয়ে উদয়নের সোজাসাপটা বক্তব্য, 'বাসিন্দাদের রাস্তা দরকার। তাঁরা রাস্তা চেয়েছেন। বলেছি করে দেব। কমিশনে অভিযোগ জানালে জানাবে।'

বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্য করে খবরের শিরোনামে থাকেন উদয়ন। কখনও নিজের দলের দুর্নীতিবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার হুঁশিয়ারি দেন, আবার কখনও বিজেপি ভোট চাইতে গেলে তাদের খুন্তি নিয়ে তাড়া করার নিদান দিতেন। পৃথক রাজ্যের দাবিদারদের হাঁটু ভাঙার হুঁশিয়ারি দিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। এমনই নানা ধরনের বিতর্কিত মন্তব্যে লোকসভা নির্বাচনের আগে বাজার গরম করে দিয়েছিলেন উদয়ন। আর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে উদয়ন গুহকে ব্যান করার দাবি তুলেছিল বিরোধীরা। যদিও কমিশন সেপথে হাঁটেনি।

উদয়নের এদিনের মন্তব্যের জেরে তাঁকে কটাক্ষ করেছে বিজেপিও। সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী দীপক রায় বলেন, 'উদয়ন গুহর কথাতেই পরিষ্কার, তৃণমূল জমানার ১৩ বছরে দিনহাটার গ্রামগঞ্জে উন্নয়ন হয়নি। তাই ভোটের আগে মন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে।'

দিনহাটার পুঁটিমারি বাঁশতলা এলাকায় বক্তব্য রাখছেন উদয়ন গুহ।

অনুমোদন না মেলায় অসন্তোষ

ডিএম অফিস ঘেরাও করবেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : কোচবিহারের ৩৬টি মাদ্রাসাকে রাজ্য সরকার অনুমোদন না দিলে জেলা শাসকের অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল আন-এইডেড মাদ্রাসা টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার বিকেলে কোচবিহারে রেডক্রস সোসাইটির হলঘরে আয়োজিত সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১০ বছর আগে রাজ্য সরকার বাংলায় ১০ হাজার মাদ্রাসার অনুমোদন দেবে বলেছিল। গত বছর ৭০০ মাদ্রাসার অনুমোদন দেবে ঘোষণা করে। তবে গত বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমীক্ষা করে ও সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে রাজ্য ৩৫৪টি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে কোচবিহারের ৩৬টি মাদ্রাসা রয়েছে। কাগজ ও ফাইলপত্র জমা নেওয়ার পরেও সেই অনুমোদন এখনও না দেওয়ায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

কোচবিহারে ৩৬টি মাদ্রাসায় প্রায় চার হাজার পড়ুয়া ও ৪০০-র বেশি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। দিনহাটার ওসমানিয়া দারুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ইয়াসিন আহমেদ বলেন, 'আমি ২০১৭ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছি। সরকার অনেকদিন আগে মাদ্রাসাগুলির অনুমোদন দেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অনুমোদন দিচ্ছে না। আমরা আর সহ্য করব না।' অনুমোদনের দাবিতে নভেম্বর মাসের প্রথমে সংগঠনের তরফে জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

> আমি ২০১৭ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছি। সরকার অনেকদিন আগে মাদ্রাসাগুলির অনুমোদন দেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অনুমোদন দিচ্ছে না। আমরা আর সহ্য করব না।
>
> **- ইয়াসিন আহমেদ,** *প্রধান শিক্ষক, ওসমানিয়া দারুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসা*

এরপরেও অনুমোদন না মিললে আগামী ১৫ নভেম্বর জেলা শাসকের অফিস ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁরা আমরণ অনশন করবেন বলে জানিয়েছেন ইয়াসিন। অনুমোদন না মেলায় মাদ্রাসা শিক্ষকরা আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। সংগঠনের নেতা মকবুল হোসেনের বক্তব্য, 'আমি ১৯৯৯ সাল থেকে বলরামপুরের হাই মাদ্রাসায় বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছি। আর্থিক সংকটে আমরা প্রায় না খেয়ে মরতে বসেছি।'

মকবুলের বক্তব্য, 'আমরা তৃণমূলকে ভোট দিই। তারপরেও আমাদের সঙ্গে রাজ্য সরকার বছরের পর বছর এমন বঞ্চনা করছে।' সংগঠনের আরেক নেতা তথা নিশিগঞ্জ রুনিবাড়ি আমির আলি হাই মাদ্রাসার শিক্ষক জলিল হোসেন জানালেন, দাবি পূরণ না হলে ১৫ নভেম্বর থেকে তাঁরা জেলা শাসকের অফিসে আমরণ অনশন শুরু করবেন।

অন্তর্বিভাগের ভবিষ্যৎ অজানা

নয় বছরেও হাল ফেরেনি শালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৭ অক্টোবর : ঘটা করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুনভাবে ১০ শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ চালুর কথা ছিল। এরপর কেটে গিয়েছে নয় বছর। কিন্তু চালু হয়নি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগ। এর জেরে ভোগান্তি বাড়ছে। দ্রুত অন্তর্বিভাগ চালুর দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ মনোরঞ্জন দাস জানান, অন্তর্বিভাগ চালুর ব্যাপারে তিনি জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে আর্জি জানাবেন।

শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ির বাজারের কাছেই গড়ে উঠেছে শালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ব্লকের শালবাড়ি-১ এবং ২, মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ এই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এখানে একজন নার্স, তিনজন গ্রুপ-ডি, দুজন চিকিৎসক রয়েছেন। রবিবার এবং কিছু ছুটির দিনে বন্ধ থাকে কেন্দ্রের গেট। সপ্তাহের অন্যদিন সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত মেলে পরিষেবা। বহির্বিভাগের অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক বিভাগে রোজ গড়ে দুই শতাধিক রোগী আসেন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে।

তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেন, 'খুব শীঘ্রই অন্তর্বিভাগ চালুর ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।'

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবশ্য অন্তর্বিভাগ করার পরিকল্পনা ছিল। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ শালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ১০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ভবন তৈরি করেছিল। ২০১৫ সালে ৬ অগাস্ট কোচবিহারের একটি প্রশাসনিক সভা থেকে রিমোটের মাধ্যমে ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় অন্তর্বিভাগ চালুর আশায় বুক বেঁধেছিলেন এলাকার মানুষ। তবে আজও অন্তর্বিভাগ চালু করা হয়নি। নতুন ভবনে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা বসেন। এলাকার বাসিন্দা অরূপ গায়েন বলেন, 'প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্তর্বিভাগ চালু করা হচ্ছে না। স্বাস্থ্য দপ্তর এব্যাপারে উদ্যোগী হলে আমরা উপকৃত হতাম।'

উদ্বোধনের পরেও বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন।

দিন পনেরো আগে কাঁঠালতলি এলাকায় মোটরবাইকের সঙ্গে সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় সাইকেলচালক ও আরোহী মাথায়, বুকে গুরুতর চোট পান। এরপর আহতদের উদ্ধার করে শালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান ওই এলাকার মানুষ। তাঁরা গিয়ে দেখেন গেটে তালা ঝুলছে। কারণ, বিকেল হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রটি বন্ধ ছিল। এরপর সেখান থেকে আহতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগ চালুর ব্যাপারে সরব হয়েছে

> কেন্দ্রের বহির্বিভাগে পরিষেবা মিললেও বিকেলের পর কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ অসুস্থ হলে সাধারণ মানুষের ভরসা সেই তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। তাই অবিলম্বে শালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগ পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন।
>
> **- সুদীপ বর্মন**
> *কাঁঠালতলির বাসিন্দা*

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভা ক্ষেত্রের আহ্বায়ক বিমল পাল বলেন, 'অন্তর্বিভাগ চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। দাবি পূরণে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেয়নি। ফলে এই প্রান্তিক এলাকার সাধারণ মানুষ সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।' ডিওয়াইএফআই জেলা সহ সম্পাদক ইউসুফ আলির দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

দিনহাটা ও শীতলকুচি, ২৭ অক্টোবর : বছর বত্রিশের এক তরুণের দেহ উদ্ধার হল রবিবার। ঘটনাটি কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মিস্ত্রিটারির। মৃতের নাম রাজু মণ্ডল। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে মৃতের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে খেলার মাঠ সংলগ্ন একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। দ্রুত তরুণের পরিবার এবং স্থানীয় সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সবটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অন্যদিকে, ভাঐরথানা পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগডাবরিতে রবিবার এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম পূজা হালদার (৩০)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তদন্ত চলছে।

প্রতিবাদ সভা

মাথাভাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : জয়গাঁয় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, আরজি করের ঘটনা সহ গোটা রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে সন্তানদলের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার মাথাভাঙ্গা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে ওই কর্মসূচি হয়। এছাড়াও আগামী ৮ ডিসেম্বর সন্তানদল কেন্দ্রীয় কমিটির ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে এদিন শহরের পঞ্চানন ভবনে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সঞ্জিত দাস, সুশীল সেন, সুবোধ চন্দ, অজিত বর্মন প্রমুখ।

গ্রেপ্তার

বক্সিরহাট, ২৭ অক্টোবর : জুয়ার আসরে হানা দিয়ে নগদ টাকা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ জুয়ার আসর থেকে নগদ এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। বক্সিরহাট থানার ঢলডাবরিতে শনিবার রাতে গোপনে জুয়ার আসর বসেছিল। অভিযান চালিয়ে সুজিত দাস, অম্বিকা দাস এবং খুশিমোহন দাস নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তুফানগঞ্জ এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

প্রচার মিছিল

সিতাই, ২৭ অক্টোবর : সিতাই হাট চত্বরে সিতাই উপনির্বাচনে রবিবার ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণ বর্মার সমর্থনে মিছিল বের হয়। দলের সিতাই ব্লক কমিটি আয়োজিত মিছিলে প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নৃপেন্দ্রনাথ রায় সহ অন্যরা। মিছিলটি সিতাই হাট চত্বরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান দলের কর্মী-সমর্থকরাও।

সাংগঠনিক সভা

গোপালপুর, ২৭ অক্টোবর : গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধানধুনিয়া গ্রামে ৫/৬ নম্বর বুথে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিনের এই কর্মসূচিতে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের গোপালপুর অঞ্চল সভাপতি যতীন্দ্রনাথ বর্মন, অঞ্চল চেয়ারম্যান বিভূতি বর্মন প্রমুখ। অঞ্চল চেয়ারম্যান জানান, সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মীয় জলসা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেতাবেচায় মিস্ত্রিবাড়ি মসজিদ প্রাঙ্গণে রবিবার একটি ধর্মীয় জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্য সামিম ইসলামের বক্তব্য, 'মেখলিগঞ্জ ব্লকের শিশু-কিশোররা আবৃত্তি, ধর্মীয় গজলপাঠ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেরও বিভিন্ন এলাকা থেকে মৌলানারা এসে ধর্মীয় বক্তব্য রাখেন।'

আমার ভারত

দেওয়ানহাট, ২৭ অক্টোবর : নেহরু যুবকেন্দ্র এবং মোয়ামারি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে রবিবার 'আমার ভারত' কর্মসূচি পালিত হল। এদিন কোচবিহার-১ ব্লকের হাওড়ারহাট বাজার এলাকায় তাঁরা সাফাই অভিযান, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়েছেন। এলাকায় রোপণ করা হয় বেশ কয়েকটি চারাগাছও।

মন্ত্রীর বৈঠক

সিতাই, ২৭ অক্টোবর : দিনহাটা-১ (ক) ব্লকের বড়নাচিনায় রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দলের প্রার্থী সংগীতা রায়ের সমর্থনে নির্বাচনি বৈঠক করেন। অন্যদিকে, সিতাই ব্লকের চামটার সাতভাণ্ডারীতে বৈঠক করেছেন খোদ প্রার্থী। এলাকার ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগস্থাপনের মধ্য দিয়ে দলীয় প্রার্থীকে রেকর্ড ভোটে জেতাতে এই বৈঠক।

দুর্ঘটনায় জখম

বারবিশা, ২৭ অক্টোবর : শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন দুই ব্যক্তি। কুমারগ্রাম ব্লকের শিমুলতলায় কুমারগ্রাম-জোড়াই রাজ্য সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। একটি বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় দুই চালকই আহত হন। তাঁদের কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

প্রাচীর, ডাইনিং হল দাবি স্কুলে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৯১৯ সালে তৈরি হয়েছিল ভুরকুশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১০৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই স্কুলে নেই প্রাচীর। নেই মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল, পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাও। এসব কবে মিলবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। সমাধান জানা নেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জয়দেব দত্তেরও। তিনি বলেন, 'সীমানা প্রাচীর, ডাইনিং হল খুবই দরকার। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।'

এই স্কুলে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। পঠনপাঠনে শতাব্দীপ্রাচীন এই স্কুলের সুনাম রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছরই একশো ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা পাঁচ। তবে সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্কুলের মাঠে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ। যার ফলে পড়ুয়ারা মাঠে খেলতে অনীহা প্রকাশ করে। শুধু গবাদিপশুই নয়, মাঠে কৃষিসামগ্রীও মজুত করে রাখা হয়। প্রাচীর হলে এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না বলে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি।

সমস্যা আরও রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল না থাকায় বারান্দায় বসে খেতে হয়। খোলা বারান্দায় বসে খেতে অনেকেই পছন্দ করে না। তন্ময় দাস, জয়দেব দাস নামে দুই পড়ুয়ার কথা, ডাইনিং হল ও বাউন্ডারি ওয়াল হলে তাদের সুবিধা হয়। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার দাসের বক্তব্য, এর আগে স্কুলের প্রাচীর, মিড-ডে

ভুরকুশ সরকারি প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় মিড-ডে মিল খাওয়া।

মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল এবং পানীয় জলের বন্দোবস্তের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনিও।

তুফানগঞ্জ-২ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ংবদা মুখোপাধ্যায়কে এব্যাপারে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় বক্তব্য জানা যায়নি।

চ্যাংরাবান্ধায় থিমে পুরীর মন্দির

শতাব্দী রায়

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ অক্টোবর : দরজায় আলোর উৎসব। অন্যান্য জায়গার মতো দীপাবলিতে মেতে উঠবে সীমান্ত এলাকা চ্যাংরাবান্ধাও। আলোর তোরণে চ্যাংরাবান্ধার রাস্তাঘাট সেজে উঠেছে। মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। চ্যাংরাবান্ধার বিগ বাজেটের কালীপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম দক্ষিণপাড়ার দক্ষিণায়ন ক্লাব। প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতাই এবার তাঁদের থিম। আলিপুরদুয়ারের ডেকোরেটারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মণ্ডপ সেজে উঠছে।

ওই ক্লাবের সম্পাদক প্রসেনজিৎ সাহার কথায়, 'আমাদের এবছরের থিমের নাম দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর। মানুষ নিজেদের স্বার্থে নিরন্তর প্রকৃতির ক্ষতি করে চলেছে। আমাদের দূরদর্শিতার অভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতির রোষানলের শিকার হতে হচ্ছে। তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে চিরকালীন দায়বদ্ধতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেটাই তুলে ধরব আমরা।' পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বাঁশ, খড়, খেজুর গাছের ছাল, হোগলা পাতা, ধানের তুষ, কলা গাছের বিভিন্ন অংশ, ভুট্টার খোসা, পেঁপে গাছের নানা অংশ প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মণ্ডপে প্রকৃতি বাঁচানোর নানা সচেতনতামূলক পোস্টার থাকবে। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের কাছেই এই পুজো হয়। তাই পুজো প্রাঙ্গণে বিদেশের পর্যটকদের দেখা মেলে বলে জানালেন পুজো কমিটির সদস্য মিঠু আগরওয়াল। বিগত বছরগুলোতে কুতুব মিনার, লালকেল্লার আদলে মণ্ডপসজ্জা যেমন দর্শনার্থী টেনেছিল, এবছরেও তেমনটাই হবে বলে আশাবাদী তিনি।

অন্যদিকে, চ্যাংরাবান্ধার সংলগ্ন হেলাপাকড়ি মোড়ের ভোটবাড়ি কেশব স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবেও ব্যস্ততা তুঙ্গে। তারাও প্রতিবছর থিমনির্ভর পুজো করে থাকে। এবছর পুরীর একটি মন্দিরের আদলে পুজোমণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। হলদিবাড়ি থেকে কালী প্রতিমা নিয়ে আসা হবে। ক্লাবের সম্পাদক অরূপকুমার রায় বললেন, 'আমাদের এই পুজোকে দর্শনার্থীরা চ্যাংরাবান্ধা পুজো হিসেবেই ধরে থাকেন। হেলাপাকড়ি মোড় এলাকায় মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা সড়ক চন্দননগরের আলোকসজ্জায় মুড়ে দেওয়া হবে।' আগামী বছর সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা চলছে বলে জানালেন তিনি। পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুজো কমিটির আরেক সদস্য জাকির হোসেন জানান, মেখলিগঞ্জের দিক থেকে চ্যাংরাবান্ধায় ঢুকতে হলে সবার প্রথমে তাঁদের পুজোই পড়ে। প্রশাসনের তরফে চেকপয়েন্ট তৈরি করে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়।

বাসে ক্লান্তি ভোলায় বাবলুর বাঁশি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : রবিবার ঘড়িতে সবে সকাল ১০টা। অফিসের সময়ে বাস তখন ভিড়ে ঠাসা। যাত্রীদের মধ্যে কেউ ফোনে অফিসের কাজের চাপ নিয়ে কথা বলছেন, তো কেউ আবার সাংসারিক আলাপচারিতায় ব্যস্ত। এসবের মাঝে হঠাৎ বাঁশির সুরে ভেসে এল 'এক প্যায়ার কা নাগমা হ্যায়' গানের সুর। পরিচিত গানের সুর শুনে কিছুক্ষণ যেন সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর সংবিৎ ফিরতেই সুরের উৎস খুঁজতে উঁকিঝুঁকি শুরু। অবশেষে দেখা মিলল বাবলু মিয়াঁ নামে সেই বাঁশিওয়ালার। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় আধপাকা চুল। চোখ বুজে আপনমনে বাজিয়ে চলেছেন একের পর এক পরিচিত হিন্দি, বাংলা গানের সুর। যা শুনে মোহিত নিত্যযাত্রীরা। খুশি হয়ে যে যা হাতে দিলেন বাবলু একগাল হেসে সেটাই নিলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই বোঝা গেল বাবলু ছোটবেলা থেকেই দু'চোখে দেখতে পান না। সাতমাইলে বাড়ি বাবলুর। স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বাবলু জানালেন, তাঁর রোজগারেই সংসার চলে। তাই কখনও বাসে তো কখনও ট্রেনে বাঁশির সুরে যাত্রীদের মন ভোলান।

ওই তরুণ কারও কাছে বাঁশি বাজানোর তালিম নেননি। নিজে থেকেই শিখেছেন। বাবলুর বাঁশির সুরে নিত্যযাত্রীদেরও একঘেয়েমি কেটে যায়। এদিন বাসে দিনহাটায় আসছিলেন স্বপন বর্মন। তিনি বললেন, 'ট্রেনে যাতায়াত করলে বাঁশি বাজানো, গান সহ নানা বিনোদনের দেখা মেলে। বাসে এই সুযোগ কম। তবে আজ ওঁর বাঁশির সুর শুনে মনটা সত্যিই ভালো হয়ে গেল।' আরেক যাত্রী গীতা রায় ছুটিতে দিনহাটায় যাচ্ছিলেন। তার কথায়, 'বাসে উঠেই আমরা কেউ মোবাইলে, তো কেউ দৈনন্দিন কাজের কথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু এই বাঁশির সুর কিছু সময়ের জন্য হলেও যেন অন্য জগতে নিয়ে যায়।'

বাসে সুর তুলছেন বাবলু মিয়াঁ।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মদিবস

দিনহাটা ও পারডুবি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার দিনহাটা শহিদ হেমন্ত বসু কর্নারে ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ১২৪তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল। আব্বাসউদ্দিন জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকালে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পরে আসেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের খাটেরবাড়ি সংলগ্ন এলাকাতেও জিসিপিএ'র উদ্যোগে জন্মদিবস পালিত হয়।

জেলার খেলা

রাজ্য দলে কোচবিহারের ৩

হলদিবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : জাতীয় স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্য ভলিবল দলের হয়ে নামবে দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির মল্লিকা রায় ও তনুশ্রী রায় এবং নবম শ্রেণির শিউলি রায় সরকার। উত্তরপ্রদেশের বারেলিতে প্রতিযোগিতাটি ৬-১০ নভেম্বর হবে। একই স্কুলের দুজন ছাত্রী স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাজ্য দলে জায়গা পেয়েছে।

কলকাতা এবং

বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী ৫-৬ দিন দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা কিছু কিছু সময়ে মেঘলা থাকতে পারে বলে জানাল আবহাওয়া দপ্তর।

গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু

উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। উত্তরপাড়া থানার পুলিশও পৌঁছোয়।

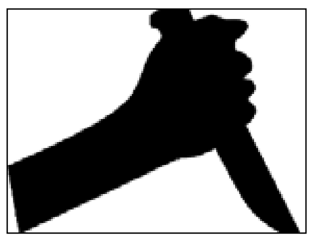

জোড়া খুন

ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর থানার কালীতলা এলাকায় স্বামী ও স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ। গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার স্বামী। ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় স্ত্রীর দেহ।

অভিযোগ

দলের একাংশ কর্মী সম্মান পান না বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাই নীহার মুখোপাধ্যায়। রামপুরহাটের ওই মঞ্চে তখন ছিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

একসঙ্গে ১০টি কালী প্রতিমার পুজোর প্রস্তুতি। রবিবার জানবাজারে। -আবির চৌধুরী

মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ

তন্ময়কে সাসপেন্ড করল সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। আরজি কর কাণ্ডের আবহে সিপিএম এই নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ায় দলের কোপের মুখে পড়লেন তন্ময়। রবিবারই তাঁকে দল সাসপেন্ড করেছে। এই ধরনের ঘটনা দল সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন দুপুরে এক মহিলা সাংবাদিক ফেসবুক লাইভে অভিযোগ করেন, তিনি সকালে তন্ময় ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার নিতে যান। কিন্তু সেইসময় তন্ময় তাঁর কোলে বসে পড়েন। এর আগেও এই সিপিএম নেতা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু এদিন সেই সীমা ছাড়িয়ে যেতেই তিনি বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তন্ময়।

সামনেই সিপিএমের সম্মেলন রয়েছে। আরজি কর আবহে নারী নিরাপত্তা নিয়ে সিপিএমকে প্রথম থেকেই সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তন্ময়ের বিরুদ্ধে মহিলা সম্পর্কিত অভিযোগ ওঠায় বিপাকে পড়ে আলিমুদ্দিন। অভিযোগ ওঠার পরে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পথে হাঁটল দল। মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দলের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি রয়েছে। কিন্তু তাতে একটা পদ্ধতি রয়েছে। মেয়েটির প্রতি যে আচরণ হয়েছে, তা দল সমর্থন করে না। আমরা এগুলো ক্ষমার চোখে দেখি না। পদক্ষেপ নিতে গেলে সময় লাগে। অভ্যন্তরীণ কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর যে প্রস্তাব দেবে, তা আমরা গ্রহণ করব।'

> আমার সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলার সময় আমি তাঁদের মা, বাবা, বাছা বলে সম্বোধন করি। মজা করলেও পরিসীমার মধ্যে থাকি। ওই মেয়েটি এর আগে বহুবার আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। তখন তাঁর মনে হয়নি। আসলে আমার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে এটা করা হয়েছে। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে।
>
> **তন্ময় ভট্টাচার্য**

তন্ময় সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য। সামনেই নৈহাটি ও হাড়োয়ায় উপনির্বাচন রয়েছে। ফলে এই অভিযোগ অস্বস্তিতে ফেলেছে দলকে। তন্ময় বলেন, 'আমার সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলার সময় আমি তাঁদের মা, বাবা, বাছা বলে সম্বোধন করি। মজা করলেও পরিসীমার মধ্যে থাকি। ওই মেয়েটি এর আগে বহুবার আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। তখন তাঁর মনে হয়নি। আসলে আমার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে এটা করা হয়েছে। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে।'

এই অভিযোগের পরই কটাক্ষ

করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এই ভিডিও পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অবিলম্বে তন্ময় ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা উচিত। সিপিএম চুপ কেন?' তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যও এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। এর আগেও দলবিরোধী মন্তব্য করার জন্য এবং বরানগর উপনির্বাচনের সময় তৃণমূল নেতার কলার ধরার অভিযোগে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।

উপনির্বাচনে ঘরোয়া বৈঠকে জোর তৃণমূলের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ বিধানসভায় উপনির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিলেও প্রচারে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ বিভিন্ন উৎসব। দুর্গাপুজো শেষ হলেও লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রীপুজো সহ বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো পরপর এসে পড়ায় অধিকাংশ মানুষই তাতে মেতে উঠছেন। রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা, কর্মী এখনও পর্যন্ত উৎসবে শামিল। এজন্যই বড় রাজনৈতিক সভার ওপর আর জোর দিচ্ছে না শাসক তৃণমূল। ছোট ছোট সভা বিশেষ করে ঘরোয়া বৈঠকের ওপর জোর দিচ্ছেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব।

যে ৬টি আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে, তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট বাদে বাকি ৫টি বিধানসভাই শাসকদলের দখলে। সেগুলি হল নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর, তালডাংরা ও সিতাই। শাসকদল তাই মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করেছে। দলের শীর্ষনেতৃত্ব উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অধ্যুষিত এই বিধানসভায় চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় নেতৃত্বকে। তাঁদের সমস্যার কথা জেনে দ্রুত তা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে ছিল। এখানকার বিধায়ক মনোজ টিগ্গা আলিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হয়েছেন। এতদিন তিনি ছিলেন বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক। এই আসনটিতে জিতে বিজেপিকে জোর ধাক্কা দিতে চায় তৃণমূল।

হাড়োয়া বিধানসভার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কেন্দ্রের বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মেজো ছেলে রবিউল ইসলামকে প্রার্থী করা হয়েছে। এই নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে যাতে কোনও অন্তর্ঘাত না হয় তা বিশেষভাবে দেখা হচ্ছে। তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব সমস্ত বিবাদ-বিতণ্ডা সরিয়ে এক লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন। এখানে নজরদারির জন্য সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংগঠন শক্তিশালী করাই লক্ষ্য

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : রাজ্যে দলের সংগঠনের অবস্থা যে ক্ষয়িষ্ণু তা দায়িত্ব নেওয়ার পরই পরোক্ষে স্বীকার করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাই বাম নির্ভরতা নয়, এখন একক পথে হেঁটে সংগঠনকে শক্তিশালী করাই মূল লক্ষ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। সেই উদ্দেশ্যেই প্রদেশ নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সারছেন তিনি। দলের কর্মীদের মনোবল বাড়াতে ইস্যুভিত্তিক পথেও নামছেন তিনি। তাই আপাতত বাম বা তৃণমূলের সঙ্গ নিয়ে ভাবনাচিন্তা নয়, বরং কর্মীদের মাঠে নামানো ও বুথস্তর থেকে সংগঠনকে পোক্ত করাই এখন চ্যালেঞ্জ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। যা আদতে ২০২৬ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'বিধানসভায় আমাদের সদস্য নেই। সাংগঠনিক দুর্বলতা তো রয়েছে। কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠাই লক্ষ্য। প্রতিটি দলের নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে। সিপিএম ও তৃণমূল উভয়ই ইন্ডিয়া জোটে আমাদের সহযোগী। তারা তাদের মতো কৌশল প্রয়োগ করুক। কিন্তু এরাজ্যে এখন আমাদের সংগঠন শক্তিশালী করাই মূল লক্ষ্য।'

সূত্রের খবর, জোট নয় বরং এরাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের এককভাবে চলার পক্ষেই সওয়াল করেছেন অধিকাংশ নেতা-কর্মী।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে রাজনৈতিক বার্তা

অনুপ্রবেশে ফের শান শা'র

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ২০২৬-এ রাজ্যের ক্ষমতা দখলে মেরুকরণকে হাতিয়ার করে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান দেবে বিজেপি। দু'দিনের সফরে রাজ্যে এসে ঘরে-বাইরে সেই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতি'র অভিযোগ তোলা ছাড়া তেমন জোরালো কোনও আক্রমণ শানাতে দেখা গেল না শা-কে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখে ভোটে জিততে অনুপ্রবেশ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে কটাক্ষ করল তৃণমূল।

শনিবার দু'দিনের সফরে রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রবিবার সকালে পেট্রাপোলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে অমিত শা অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হন। এরপর বিকালে সল্টলেকে বাংলায় দলের সদস্যতা অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে অমিত শা বলেন, 'বাংলায় সদস্যতা অভিযানের মূল লক্ষ্য, অনুপ্রবেশ বন্ধ নিশ্চিত করা। '২৬-এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বিজেপি এখানে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা নিশ্চিত করবে।' মঞ্চে শা'র উপস্থিতিতেই ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, '২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভায় আসনপিছু বিজেপি যে ভোট পেয়েছিল, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে মোট ২০৮টি বিধানসভায় তাদের

সল্টলেকে দলের সভায় অমিত শা। রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

ভোট বাড়া সত্ত্বেও লোকসভায় ১৮টি আসন থেকে কমে ১২-তে নেমে গিয়েছে বিজেপি। ৩ থেকে ৪ শতাংশ ভোট বাড়াতে পারলেই '২৬-এর নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে পারবে বিজেপি। রাজ্যে বিজেপির ১ কোটি সদস্য করতে পারলেই তা সম্ভব হবে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেন, '২৬-এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে হলে রাজ্যের ৮০ শতাংশ সনাতনী ভোটকে এক করুন। সদস্যতা অভিযানে গিয়ে সনাতনীদের বলুন, না হলে এরাজ্য বাংলাদেশ হবে।'

সম্প্রতি বাংলাদেশে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্যরকম বেড়েছে বলে মনে করে বিজেপি। প্রাথমিকভাবে তাকে ঠারেঠোরে স্বাগত জানিয়েছিল বিজেপি। বনগাঁর এক রাজ্য নেতার মতে, আমরা ভেবেছিলাম বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা সিএএ-র সুযোগ নিতে এদেশে আসছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষও সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসেছে। ভোটব্যাংকের স্বার্থে তাদের কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্র এর বিহিত না করলে রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতায় ফেরা অসম্ভব। অনুপ্রবেশ নিয়ে এই আশঙ্কার কথা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন তিনি। এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'অনুপ্রবেশ প্রকৃতই হয়ে থাকলে তার দায় তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। অনুপ্রবেশ আটকানোর কাজ বিএসএফের। আর বিএসএফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। ফলে অনুপ্রবেশ হয়ে থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরই পদত্যাগ করা উচিত।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। রবিবার সল্টলেকে। -পিটিআই

ক্ষমতার জন্য যা করার করব : মিঠুন

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুনের মুখে ফের রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক। রবিবার সল্টলেকের বিজেপির মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মঞ্চে শা'র উপস্থিতিতেই ভাষণ দিতে গিয়ে ফের বেলাগাম মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত থেকে সংবর্ধনা নেওয়ার পর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ভাষণ দিতে গিয়ে মিঠুন বলেন, '১ কোটি সদস্য করতে পারলে ২৬-এ রাজ্যের মসনদ আমার। ক্ষমতায় আসার জন্য যা করার করব।''

মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ন কবীরের একটি মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। কবীর নাকি একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে কেটে লাশ ভাগীরথীতে ফেলে

> আপনি কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। আমরা ভাগীরথীতে ফেলব না। ভাগীরথী আমাদের মা। আপনাকে কেটে আপনার জমিতেই ফেলে দেব।
>
> **মিঠুন চক্রবর্তী**

দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন কবীরের সেই মন্তব্য টেনে এনে মিঠুন বলেন, 'আপনি কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। আমরা ভাগীরথীতে ফেলব না। ভাগীরথী আমাদের মা। আপনাকে কেটে আপনার জমিতেই ফেলে দেব।' খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মিঠুনের এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এদিন দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে মিঠুন আরও বলেন, 'আমার ঝাড় থেকে ১টা ফল পেড়ে নিলে আমি আপনার ঝাড় থেকে ৪টে ফল পেড়ে নেব।' হিন্দু ভোট আটকালে পালটা মুসলিম ভোট আটকানোর হুঁশিয়ারি দেন মিঠুন।

আরজি কর নিয়ে 'চুপ' অমিত

আন্দোলনের সমালোচনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : আরজি কর ইস্যু ও জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে রবিবার সেভাবে কোনও মন্তব্য করলেন না অমিত শা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের অপমৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার পাশে বসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও আরজি কর সহ রাজ্যের স্বাস্থ্য দুর্নীতি কাণ্ডের বিচার চাইতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য জুনিয়ার ডাক্তারদের আক্রমণের নিশানা করলেন।

এদিন শা-র মুখ থেকে আরজি কর ও জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন প্রসঙ্গে শোনার বিষয়ে বুক বেঁধেছিল রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু সল্টলেকের দলীয় সভায় এইসব বিষয়ে শা কার্যত নীরব থাকায় হতাশ বঙ্গ বিজেপি। এদিন সল্টলেকের দলীয় সভায় মাত্র একবারই আরজি কর শব্দটি উচ্চারণ করেন অমিত। ২০২৬-এ রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের দাবি জানাতে গিয়ে অমিত বলেন, 'সন্দেশখালি থেকে আরজি কর বাংলার মা-বোনেদের নিরাপত্তার জন্য ২০২৬-এ রাজ্যে বিজেপির সরকার দরকার।' কিন্তু ওই অবধিই।

নিউটাউনে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' শোনার পর সুকান্ত ও শুভেন্দু একযোগে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তোপ দেগেছেন। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলনের শুরুটা করেছিলেন ভালোভাবে। কিন্তু ফিনিশিংটা খারাপ হয়েছে, আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটেছে বলে আমি মনে করি।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করাটাও রাজ্যের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। জুনিয়ার ডাক্তারদের উদ্দেশে সুকান্ত বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে মূল বিষয়ে অভিযুক্ত যিনি তাঁর সঙ্গেই আপনারা বৈঠক করলেন? থ্রেট কালচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যিনি তার মদতদাতা তাঁর কাছেই সমাধান চাইলেন আপনারা?'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর অনশন প্রত্যাহার ও স্বাস্থ্য ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও সুকান্ত-শুভেন্দুরা বলেছিলেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করেন। কিন্তু এদিন সেই আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করে যেভাবে তার সমালোচনা করেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে এবার জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন থেকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করছে বিজেপি। এদিন শুভেন্দু জানিয়েছেন, জুনিয়ার ডাক্তাররা দাবি আদায় করতে না পারলেও বিজেপি ছাড়বে না। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে। দীপাবলির পরেই এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে কলকাতায় বড় মাপের জমায়েত করবে বিজেপি।' আরজি কর ইস্যুতে জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে না থেকে এবার দলীয় পতাকা নিয়ে বিজেপিরই যে আন্দোলন করা উচিত, এমনটাই মনে করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই কারণেই সম্ভবত এদিন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ে-র আবেদনে সাড়া দিতে কোনও আগ্রহই দেখাননি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

মহিলাদের আয়কর প্রদানে বাংলা তৃতীয়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : এরাজ্যের ১৬ থেকে ১৯ শতাংশ মহিলা আয়কর দেন। সারা দেশের ক্ষেত্রে যা তৃতীয়। অর্থাৎ স্বনির্ভরতার দিক দিয়ে বাংলার মহিলারা দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। একমাত্র কেরল ও তামিলনাড়ুর মহিলারাই আছেন বাংলার মহিলাদের আগে।

সম্প্রতি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দেশের মহিলা করদাতাদের মধ্যে

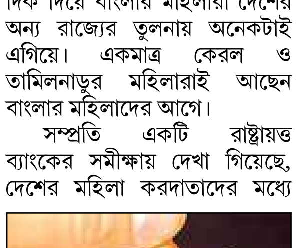

সেরা পাঁচের তালিকায় তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। গত অর্থবর্ষে মহিলা করদাতাদের অংশীদারির বিচারে প্রথম স্থানে কেরল। এখানকার ২২-২৫ শতাংশ মহিলা আয়কর দেন। এরপর আছে তামিলনাড়ু। এখানকার ২১-২৫ শতাংশ মহিলা আয়কর দেন। তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে পঞ্জাব ও অন্ধ্রপ্রদেশ।

এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে চারটিই অ-বিজেপিশাসিত রাজ্য। অর্থাৎ বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে মহিলাদের আয় অনেক কম। এজন্যই তাঁরা আয়কর দানে পিছিয়ে। এটা এরাজ্যের পক্ষে সম্মানের বিষয়। এরাজ্যের মহিলাদের এই কৃতিত্বের পিছনে রাজ্য সরকারের আর্থিক নীতি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরাজ্যের মহিলারা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন।'

৪ নভেম্বর থেকে প্রশিক্ষণ সিভিক ভলান্টিয়ারদের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের পর সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল রাজ্য। সিভিক ভলান্টিয়ারদের তারপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ৪ নভেম্বর থেকে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে ২১ দিনের নন রেসিডেন্সিয়াল প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। প্রথম দফায় ১৬০ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে প্রত্যেক সিভিক ভলান্টিয়ারকে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে হাজির থাকতে হবে।

সূত্রের খবর, দিনে দুটি করে ক্লাস করানো হবে। প্রথমে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত করানো হবে। তারপর দ্বিতীয় ধাপে শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৪ নভেম্বর দুপুর ২টো থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফার নামের তালিকা সোমবার জমা পড়বে। ধাপে ধাপে সকলকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আরজি করের ঘটনা ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

এক পুলিশকর্তার মতে, ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনায় পুলিশদের সাহায্য করা সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু এই সম্পর্কে কোনও ধারণা তাঁদের থাকে না। তাই এবার থেকে তাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে সহযোগিতা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিতে হয়, তা শেখানো হবে।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে ঘর সাজানোর জিনিসের খোঁজে। রবিবার কলকাতায়।

ডানা'র প্রভাব, ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে রাজ্যে ধান ও ফসল চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ৯টি জেলায় ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ফসল নষ্ট হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। সোমবার থেকে কৃষি দপ্তরের কর্মীরা বিমা কোম্পানির কর্মীদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা শুরু করবেন। তখনই জানা যাবে, কোন জেলায় কতটা ফসল নষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা শস্যবিমায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করার সময় একমাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

'ডানা'-র প্রভাবে এরাজ্যে কোনও প্রাণহানির ঘটনা না হলেও ফসল চাষে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। এরপর আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলা।' এখনও পর্যন্ত যে খবর মিলেছে, তাতে ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। শোভনদেব বলেন, 'আগাম সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও বহু চাষি আমন ধান কেটে ঘরে তুলতে পারেনি। ফলে মাঠেই নষ্ট হয়েছে ধান। এছাড়া যে সমস্ত গাছে সবে মাত্র ধান এসেছে তা নুইয়ে পড়েছে। ফলে চাষিরা বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন।' আমন ধানের পাশাপাশি গোবিন্দভোগ চাষেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। গোবিন্দভোগ ধানের চাষ এরাজ্যে মূলত পূর্ব বর্ধমানে হয়। এছাড়া হুগলি, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় স্বল্প পরিমাণে গোবিন্দভোগ চাষ করা হয়। রাজ্যে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে বর্তমানে গোবিন্দভোগ চাষ হয়। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমানেই ২২

প্রাথমিক সমীক্ষার রিপোর্ট

হাজার হেক্টর জমিতে গোবিন্দভোগ চাষ হয়। 'ডানা'র প্রভাবে জমিতে জল জমে যাওয়ার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গোবিন্দভোগ ধানের গাছ নুইয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় অবশ্য নুইয়ে পড়া গাছ তুলে লাঠি দিয়ে সোজা করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শোভনদেব বলেন, 'এর ফলে এবার রাজ্যে গোবিন্দভোগ চাল উৎপাদন কম হবে।' উল্লেখ্য, এরাজ্যের গোবিন্দভোগ চালের বিপুল চাহিদা রয়েছে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও বাহরিনে। শোভনদেব বলেন, সোমবার থেকেই জেলায় জেলায় কৃষি দপ্তরের লোকজন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সমীক্ষা শুরু করবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন বিমা কোম্পানির লোকজন। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা বাংলা শস্যবিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলার শস্যবিমায় নাম নথিভুক্তর কাজ একমাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধানের পাশাপাশি ফুল, পান, বিভিন্ন ধরনের ফসল এমনকি মাছ চাষেও বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী অরূপ রায়ও বলেন, 'সোমবার থেকে ক্ষতির পরিমাণ জানতে মাঠে গিয়ে সরেজমিনে সমীক্ষা শুরু হবে। তখনই জানা যাবে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।' উল্লেখ্য, 'ডানা'-র প্রভাবে চাষের জমিতে বহু জায়গায় এখনও জল জমে আছে। এর ফলে পান, লঙ্কা, পটল, ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, ফুলকপি, বিভিন্ন ধরনের শাক বিপুল পরিমাণে নষ্ট হয়েছে। যার ফলে শাকসবজি সহ বিভিন্ন ফসলের দাম আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই বর্তমান শাকসবজির দাম অত্যন্ত চড়া। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো 'ডানা'র প্রভাবে ফসল নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটল। এর ফলে মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমবার, ১১ কার্তিক ১৪৩১, ২৮ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৮ সংখ্যা

চাপ বেশি 'ইন্ডিয়া'র

নভেম্বরে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচন এনডিএ এবং 'ইন্ডিয়া'- দুই জোটের কাছেই মর্যাদার লড়াই। তবে চাপটা 'ইন্ডিয়া'র ওপর বেশি। সৌজন্যে হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের ফলাফল। যদিও প্রথমে লোকসভা ভোট এবং তারপর জুলাইয়ে ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে চমকপ্রদ সাফল্য 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভোট-পণ্ডিতরাও ধরে নিয়েছিলেন, হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীর- দুটোই 'ইন্ডিয়া'র ভাগ্যে জুটবে। কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় এলেও কংগ্রেসের পারফরমেন্স বেশ খারাপ। আর হরিয়ানায় যা ঘটল, তা কহতব্য নয়। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষা কংগ্রেসকে জিতিয়েই রেখেছিল। ফল ঘোষণার আগেই হাইকমান্ডের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি নিশ্চিত করতে দিল্লি গিয়ে হাজির হন ভূপেন্দ্র সিং হুডা।

অনেকটা ২০২৩-এ মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের মতো। ভোটের আগে কংগ্রেস নেতা কমল নাথ দলের জয় নিয়ে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রচারে দিল্লির কাউকে যেতেই দেননি। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। জয়ের হ্যাটট্রিক হয়েছিল শিবরাজ সিং চৌহানের। যদিও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হননি। একইভাবে ২০২৪-এ হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিক হল বিজেপির।

এখন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন 'ইন্ডিয়া' জোটের কাছে অগ্নিপরীক্ষার সমতুল। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ভোট ২০ নভেম্বর। ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ডে নির্বাচন দু'দফায় ১৩ ও ২০ নভেম্বর। মহারাষ্ট্রে লড়াই বিজেপি, সেনা-শিন্ডে ও এনসিপি-অজিত গোষ্ঠীর মহাযুতি জোট বনাম কংগ্রেস, উদ্ধব-সেনা ও এনসিপি-শারদ গোষ্ঠীর মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)-র।

আসন ভাগাভাগিতে মহাযুতি প্রথম থেকেই কিছুটা এগিয়ে। দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে সামনে রেখে বিজেপি গোড়ায় ৯৯ জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করে। অন্যদিকে, দিন পনেরো লাগাতার আলোচনার পর এমভিএ ঠিক করে, তিন বড় শরিকের প্রত্যেকে ৮৫ কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে। বাকি ৩৩ আসনের মধ্যে ১৮টি পাবে ছোট শরিকরা। আরও ১৫টি তিন বড় শরিকের মধ্যে বিলোনোর পরিকল্পনা আছে।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া'র কংগ্রেস এবং জেএমএম নিজেদের হাতে ৭০ আসন রেখে আরজেডি ও সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-কে ১১টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বভাবতই ওই দুই দল ক্ষুব্ধ। ঝাড়খণ্ডের বৈশিষ্ট্য হল, কোনও জোট পরপর দু'বার জেতে না। ২০১৯-এ বিজেপি 'একলা চলো' নীতি নেওয়ায় ক্ষমতা দখল করে জেএমএমের নেতৃত্বাধীন জোট। এবার বিজেপি প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে নেমেছে। নিজের হাতে ৬৮ আসন রেখে আজসুকে ১০, জেডিইউ-কে ২ এবং এলজেপি-কে ১টি দিয়েছে।

জেএমএমে অবশ্য অনেক ঘরোয়া সমস্যা। হেমন্ত সোরেন জামিন পেতেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়তে হয়েছিল চম্পাই সোরেনকে। চম্পাই তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে জেএমএম ছেড়ে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। হেমন্তের পরিবারের সীতা সোরেনও জেএমএম ছেড়ে বিজেপির প্রার্থী। সন্দেহ নেই, ঝাড়খণ্ড এখন 'ইন্ডিয়া'র বড় কাঁটা। পরিস্থিতি অনুকূল নয় মহারাষ্ট্রেও।

একে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ আছে উদ্ধবদের। তার ওপর বিদর্ভে আসন নিয়ে দুই শরিকের ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খোদ শারদ পাওয়ারকে আসরে নামতে হয়েছে। অন্যদিকে, হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিকে মনোবল তুঙ্গে এনডিএ-র। কিন্তু 'ইন্ডিয়া'র নড়বড়ে পরিস্থিতি। বহু রাজ্যেই 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি।

অথচ শরিকদের মধ্যে যত ক্ষোভই থাকুক, এনডিএ-তে নরেন্দ্র মোদিই এক এবং অদ্বিতীয়। 'ইন্ডিয়া' জোটে প্রধান বলে কেউ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগাগোড়া এই ব্যাপারটির বিরোধিতা করে এসেছেন। সীতারাম ইয়েচুরি এই সেদিন পর্যন্ত 'ইন্ডিয়া' জোটে সূত্রধরের কাজ করতেন। তাতে কিছু ভুল বোঝাবুঝি দূর হত নিশ্চয়। এখন সূত্রধরও নেই। ফলে সংকটমোচনে হাল ধরা কঠিন।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে কোনও কিছুকে বিচার করার প্রবণতা সবসময় মানুষকে ঠকিয়ে দেয়। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

আরও আঘাত অনিবার্য ভারতীয় ক্রিকেটে

রোহিত শর্মারা জানেন, বোর্ডকর্তারা কিনে রেখেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বড় অংশকে। হারলেও সমালোচনা হবে না।

মনে করুন আপনি একটা ক্লাসের ক্লাসটিচার। আপনার ক্লাসের সবক'টা ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেডমাস্টার আপনার কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। আপনি বললেন, 'এ নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই। এতবছর তো সবাই পাশ করেছে। একদিন তো এই রেকর্ড ভাঙতই, না হয় এ বছরই ভাঙল।' কী ফল হবে? স্কুল বেসরকারি হলে চাকরিটি যাবে। সরকারি স্কুলে তা হবে না, কিন্তু বিলক্ষণ গালমন্দ হজম করতে হবে। ঘটনা হল, নিউজিল্যান্ডের কাছে একটা টেস্ট বাকি থাকতেই সিরিজ হেরে যাওয়ার পরে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা প্রায় এই কথাগুলোই বলেছেন।

বলেছেন, এত কাটাছেঁড়া করার কী আছে? বারো বছর পরে একটা সিরিজ (ঘরের মাঠে) তো দল হারতেই পারে। যা চেপে গিয়েছেন, তা হল দল সমানে সমানে লড়াই করে হারেনি, ল্যাজেগোবরে হয়েছে।

প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ভিজে আবহাওয়ায় বল সুইং করতেই রোহিত বাহিনী ৪৬ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ আর সরফরাজ খান দুর্দান্ত ব্যাটিং করায় ইনিংস হার বেঁচেছে। পুনের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে স্পিনারদের পিচেও দেড়শো রানেই জারিজুরি শেষ। দ্বিতীয় ইনিংসেও যশস্বী জয়সওয়াল ছাড়া সব ব্যাটার ব্যর্থ। নীচের দিকে রবীন্দ্র জাদেজা কিছু রান না করলে আবার দুশোর নীচে ইনিংস গুটিয়ে যেত।

শুধু কি তাই? প্রথম টেস্টে জোরে বোলিং সহায়ক পিচকে বুঝতে ভুল করে তিন স্পিনারে খেলা হল। ফলে আবহাওয়া যেমনই থাকুক, টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। ওদিকে এখনই যাঁকে কপিলদেবের চেয়েও ভালো বলা শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই জসপ্রীত বুমরাহ ওই পিচে বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। আরেক 'গোট' (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) রবিচন্দ্রন অশ্বীনকেও নির্বিষ দেখাল। জাদেজা আর কুলদীপ যাদব তিনটে করে উইকেট নিলেন বটে, কিন্তু নিউজিল্যান্ড চারশো রান তুলে ফেলল।

দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতের আটশোর বেশি উইকেট নিয়ে ফেলা 'রবি-অ্যাশ' জুটি ব্যর্থ। এক ব্যাগ অভিজ্ঞতা নিয়ে, ওয়াশিংটন সুন্দর আর মিচেল স্যান্টনারের বোলিং দেখেও, তাঁরা বুঝেই উঠতে পারলেন না যে এই পিচে আস্তে বল করতে হবে। জোরে জোরে বল করে লাভ নেই। বুমরাহ এখানেও রিভার্স সুইং-টুইং করাতে পারলেন না। মানে একজন-দুজন নয়, গোটা ক্লাসই ফেল। এরপরেও রোহিত বুক ফুলিয়ে বললেন, কাটাছেঁড়া করার দরকার নেই।

আসলে রোহিত জানেন, তিনি যে ক্রিকেট বোর্ডের কর্মচারী তারা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে যাদের কাটাছেঁড়া করা কাজ তাদের এক বড় অংশকে। প্রাক্তন ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার আর সাংবাদিকদের কথা বলছি। আরেকটা অংশ ভয়েই চুপ করে থাকবে। কারণ সত্যি কথা বললে বা লিখে ফেললে ক্রিকেট বোর্ড ধারাভাষ্যের চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে দেবে বা আর মাঠে ঢুকতে দেবে না। হাতে না মেরে ভাতে মারা যাকে বলে আর কী!

রোহিত নির্ভুল আন্দাজ করেছেন। একই দিনে পাকিস্তানে, অর্থাৎ বিদেশের মাঠে, ইংল্যান্ডের হারের পর নাসের হুসেন, মাইকেল আথারটনরা চুলচেরা সমালোচনা করছেন বেন স্টোকসের দলের। অন্যদিকে সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, সঞ্জয় মঞ্জরেকার, অনিল কুম্বলেরা 'আহা! ওরা তো খারাপ খেলোয়াড় নয়। খেলায় হারজিত তো আছেই। ঘরের মাঠে টানা ১২ বছর, ১৮ খানা সিরিজ জিতেছে। সেটা তো মনে রাখতে হবে' – এই জাতীয় কথাবার্তা বলছেন। বেশ, ওঁদের কথাও থাক। অত বড় ক্রিকেটারদের তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ১২ বছর ভারতের দেশে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটা নিয়েই বরং কাটাছেঁড়া করা যাক।

ভারত কি কোনওদিন ঘরের মাঠে দুর্বল দল ছিল, বা মাঝেমধ্যেই এর ওর কাছে সিরিজ হারত? সোজা উত্তর – না। এই শতাব্দীর ইতিহাসে ২০১২ সালে অ্যালিস্টার কুকের ইংল্যান্ডের আগে ভারত শেষ সিরিজে হেরেছিল আরও আট বছর আগে, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট-রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার কাছে। অর্থাৎ আড়াই দশকে মোটে চারটে সিরিজ হার। তার আগের সিরিজ হার ছিল ২০০০ সালে, হ্যানসি ক্রোনিয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। আর গত শতকের ইতিহাস?

অস্ট্রেলিয়া হল টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। সেই অস্ট্রেলিয়া ২০০৪-'০৫ মরশুমের ওই জয়ের আগে ভারতে শেষ জিতেছিল ১৯৬৯-'৭০ সালে। ইংল্যান্ডের ভারতের মাঠে কুকের দলের আগে শেষ সিরিজ জয় ছিল ১৯৮৪-'৮৫ মরশুমে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দেশে এসে শেষবার সিরিজ জিতেছে ১৯৮৩-'৮৪ মরশুমে। শ্রীলঙ্কা আজ পর্যন্ত জেতেনি, নিউজিল্যান্ড যে আগে কখনও জেতেনি তা তো এখন সকলেই জানেন। তারা শেষবার এ দেশে একটা টেস্ট ম্যাচই জিতেছিল সেই ১৯৮৮ সালে, তাও ১৯৬৯ সালের পর প্রথমবার। এমনকি পাকিস্তান, যাদের সঙ্গে আমাদের আবহাওয়া এবং পিচের চরিত্র সবচেয়ে বেশি মেলে, তারাও ১৯৫২-'৫৩ থেকে ২০০৭-'০৮ পর্যন্ত ভারত সফরে এসে সিরিজ জিততে পেরেছিল মাত্র একবার– ১৯৮৬-'৮৭ মরশুমে।

সুতরাং ভারত চিরকালই নিজের দেশে বাঘ। কোহলি, রোহিতরা নতুন কিছু করেননি। বস্তুত, সব বড় দলই নিজের দেশে বাঘ। তাই যে কোনও টেস্ট দলেরই উৎকর্ষ বিচার করা হয় বিদেশে তারা কেমন তাই দিয়ে। অজিত ওয়াদেকারের ভারতীয় দল শ্রদ্ধেয়, কারণ ১৯৭১ সালে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতেছিল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে চিরকাল উঁচু জায়গায় থাকবে, কারণ তারা নিয়মিত বিদেশে টেস্ট ম্যাচ জেতা শুরু করেছিল। গত এক দশকে কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের কলার তোলার মতো সাফল্যও দু'বার অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জেতা। দেশের মাঠে একের পর এক দলকে দুরমুশ করা নয়।

ইংল্যান্ডের হারের পর নাসের হুসেন, আথারটনরা চুলচেরা সমালোচনা করছেন বেন স্টোকসের দলের। অন্যদিকে গাভাসকার, শাস্ত্রী, মঞ্জরেকার, কুম্বলেরা বলেন, 'আহা! ওরা তো খারাপ খেলোয়াড় নয়। খেলায় হারজিত তো আছেই।'

এর সঙ্গে আরেকটা কথা না বললেই নয়। যা এক পডকাস্টে বলে বিস্তর ট্রোলড হয়েছিলেন হর্ষ ভোগলে। কথাটা হল, গত ১০-১২ বছরে টেস্ট ক্রিকেট সম্ভবত খেলাটার ইতিহাসে সবচেয়ে কম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। ২০১১ বিশ্বকাপের পর থেকে ধাপে ধাপে অবসর নিলেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মহীরুহরা। ছোট্ট দেশে চট করে সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেটার পাওয়া শক্ত, ফলে দলটা একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেনি। মাঝেমধ্যে এক-আধটা অঘটন ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজও অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এই সময়। ওখানে বাস্কেটবল, বেসবলের দিকেই বেশি ধাবিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বিপদে পড়েছিল কালো মানুষদের জন্য সংরক্ষণ নীতির প্রভাবে বহু ক্রিকেটার দেশত্যাগ করায়। অর্থাৎ ভালো মানের আন্তর্জাতিক দল ছিল ভারতকে নিয়ে বড়জোর চারটে। সুতরাং ১২ বছর দেশে হারিনি – এই নিয়ে উদ্বাহু না হয়ে বরং মনে রাখা ভালো, এই যুগেও কিন্তু আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ও দেশে হারাতে পারিনি, ইংল্যান্ডে সিরিজ জিততে পারিনি, নিউজিল্যান্ডেও নয়। এমনকি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুধু ফাইনালটা ইংল্যান্ডে হতেই পরপর দু'বার হেরে বসেছি।

বাংলাদেশকে দু'দিনে হারিয়েছি বলে পেশি ফোলানোর ফল এই সিরিজে দেখা যাচ্ছে। এখনও ভুল কারণে নাচানাচি চালু রাখলে অদূরভবিষ্যতে আরও আঘাত পেতে হবে। অবশ্য সেটা প্রায় অনিবার্য। কারণ এই সিরিজ ০-৩ হারলে, এমনকি আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে ০-৫ হারলেও, কিছু বদলানোর আশা কম। কারণ ২০১১-'১২ মরশুমে পরপর আটটা টেস্ট হারার পরেও মহেন্দ্র সিং ধোনির অধিনায়কত্ব যায়নি, শচীনকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়নি। ফলাফলকে সেদিনই গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে।

(লেখক সাংবাদিক)

প্রতীক

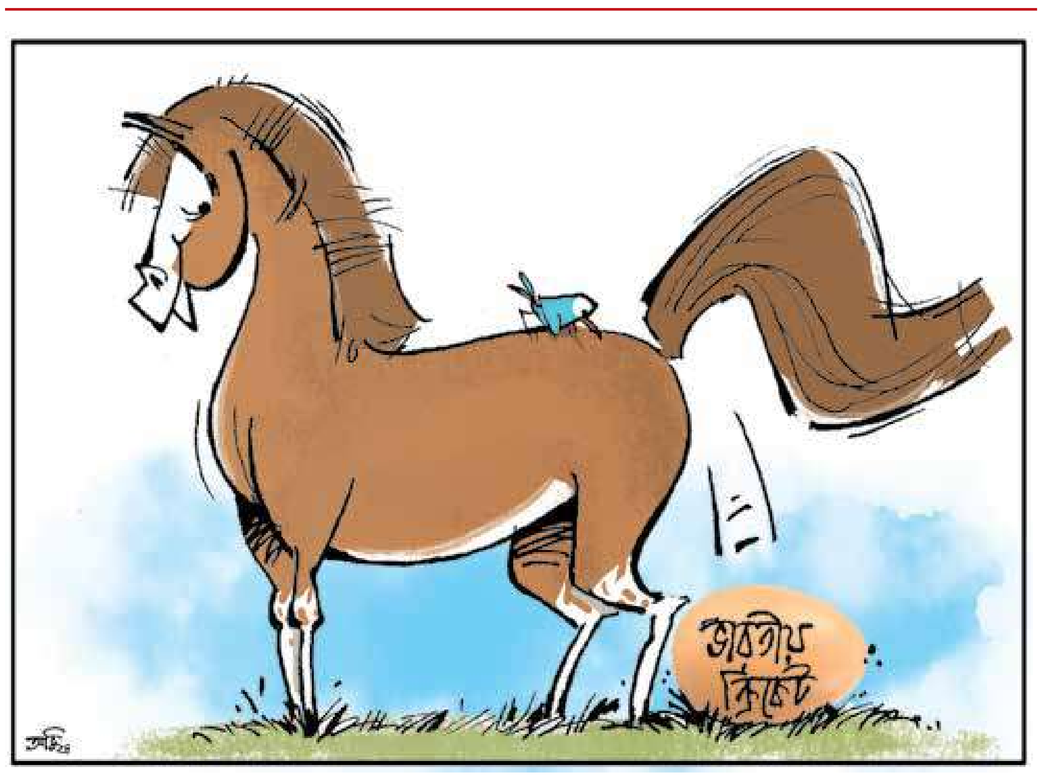

আজ

১৮৬৭

সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আজকের দিনে।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়।

আলোচিত

অভিনেতা হিসেবে নয়, সেই ষাটের দশকের মিঠুন চক্রবর্তী বলছি। আমি রক্তের রাজনীতি করেছি। তাই রাজনীতির মারপ্যাঁচ আমার কাছে নতুন নয়। জানি কোন পদক্ষেপে কাজ হবে। যদি হিন্দু ভোটারদের ওরা ভোট দিতে না দেয়, তাহলে আমরাও প্রস্তুতি সেরে রাখব, যাতে ওদের ভোটাররা ভোট দিতে না পারে।

-মিঠুন চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

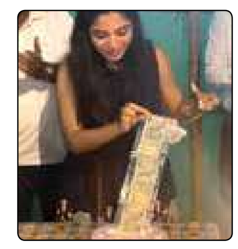

টেবিলে রাখা কেক। বান্ধবীকে ঘিরে জন্মদিনের গান গাইছেন বন্ধুরা। কেকের ওপর হ্যাপি বার্থ-ডে'র স্টিকার তুলতেই অবাক বার্থ-ডে গার্ল। স্টিকারে যত টান পড়ছে কেক থেকে বেরিয়ে আসছে ৫০০ টাকার নোট। সারপ্রাইজ গিফটে আনন্দে বিহ্বল মেয়েটি। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

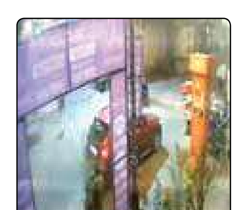

রাত ১২টা। নয়ডায় এক দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল বিএমডব্লিউ। এক মহিলা গাড়ি থেকে নেমে দোকানের কাছে এলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। এরপর একটি ফুলের টব গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দিলেন। ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে।

জনমন

জনমত

আমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি কি একান্তই অসম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতার একদম শেষদিকে বলেছিলেন - 'এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম মহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।'

স্বামীজির এই অপূর্ব ভাবনা এবং বক্তব্য ১৩০ বছর অতিক্রম করেছে। কিন্তু আমরা কি এখনও সহনশীলতার সামান্য কিছু অংশ আমাদের জীবনে, আমাদের আচরণে গ্রহণ করতে পেরেছি? সম্ভবত পারিনি। আজ সারা পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে - চারদিকে অশান্তির বাতাবরণ। এই অশান্তি দূর করার জন্য নতুন নতুন অশান্তির সূত্রপাত হয়েই চলেছে। অথচ স্বামীজি এত বছর আগে যে পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা সেই পথে হাঁটার ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছি এমন নয়। আমরা একবারও কেউ কোথাও বলি না যে, সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়েই আজকের পৃথিবীতে নানাবিধ সমস্যাকে অতিক্রম করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া অন্য পথ নেই।

না সরকারি স্তরে, না বেসরকারি স্তরে, না কোনও আলোচনায় একবারও উচ্চারিত হয় না, ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না যে, সহনশীলতা বৃদ্ধি করে সহনশীলতাকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের আগামীদিনে পথ চলতে হবে। বরং হিংসাকে অনেক বেশি প্ররোচিত করি। হিংসার প্রতিরোধ হিংসা দিয়ে হতে পারে না, তা যুক্তি দিয়ে সহনশীলতার বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে প্রশমিত করতে হয়। অথচ এই কথাগুলি আজ সংবাদপত্র থেকে শুরু করে কোনও আলোচনায়, কোনও নির্দেশে একবারও বলা হয় না। বরং উলটোটাই বলা হয়।

আমরা যদি একটু আমাদের ব্যক্তিগত অহংবোধের জায়গা থেকে বেরিয়ে অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে আমাদের সহ্য করার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাস্তবকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তাহলে আগামীদিনে আমাদের সমস্যার অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হতে পারে বলেই বিশ্বাস।

সরিৎ দাস
ফুলবাড়ি, ইংরেজবাজার, মালদা।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

এলিট ক্লাসের দেবী না হয়েও অনন্য তিনি

পাড়ার মস্তান, ডাকাত, লুম্পেন সমাবেশের শ্যামাপুজোয় বদল এসেছে। কারণ ধুলোমলিন দেবীর গ্রহণযোগ্যতা।

সন্দীপন নন্দী

সেই কবে কবি বলেছিলেন, নামের জোরে সাধিবো কাজ, বলো হো হো হো। সুতরাং কালী নামেই এক শৃঙ্খলহীন, বেপরোয়া অনিয়মের ট্র্যাডিশন যুগে যুগে চলিতেছে। যে দেবী গতানুগতিক ধারার তোয়াক্কা করেনি কখনও। তাই বাংলায় কোনও অধ্যাপকের কন্যার নাম সচরাচর কালী রাখা হয়নি, নামী ফিজিক্স টিচারের মায়ের নাম করালী ভাবা যায়নি। কেননা কালী নামের ভয়ংকর রূপ, মেজাজ আর আস্ফালনের উচ্চারণে বরাবর ভয় পেয়েছে বাঙালি। আসলে তার গৃহসমাবেশে এক অদৃশ্য অশান্তি বিরাজ করুক, তাতে কুণ্ঠিত হয়েছে বাঙালি।

ফলে কালী চিরকাল মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া, দুর্বৃত্ত, অসামাজিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। গৃহসহায়িকা থেকে পাড়ার মস্তান, সুভাষপল্লি বাজারের মাছ ব্যবসায়ীর নাম হয়েছে কালী। অনুসন্ধান ছায়াছবির কালীরাম সেই যুক্তিকে জোরালো করেছে বারবার। এটাই কালের নিয়ম। আবার দেখা যায় সিনেমায় কালী ব্যানার্জি আর সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালিদাস ছাড়া সামনের চরাচর সম্পূর্ণ ধু-ধু।

অথচ সকল শহরের যেমন একটা নিজস্বতা থাকে তেমন একান্ত আপন এক কালী মন্দিরও থাকে তার। যা চৌমাথার মোড়ে, মাছ বাজারের বিজন কোণে অথবা শ্যাওলাধরা বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকে অপূর্ব একা। মফসসলমানব যে দেবীর কাছে সুখ প্রার্থনা করে বারো মাস, হতশ্রী পড়ে থাকা ফুলজলহীন যে দেবীর নিকট মঙ্গলকামনায় ছাগশিশু মানত করে। এমনকি নববধূর প্রথম গৃহপ্রবেশের দিনেও একটিবার

নতশিরে প্রণতি জানায়। এটাই কালীভক্তি।

বালুরঘাটের বুড়াকালী, কালিয়াগঞ্জের বয়ড়াকালী, জলপাইগুড়ির যোগমায়াকালী, মালদার জহরাকালী এ ধারার বাহক। যে মিথ মানুষের মনে মনে ঘুরছে আজও। তাই অর্থনীতির নিয়মে মাত্র এক নিশীথের স্বল্পব্যয়ে পূজিতা প্রতিমা কালীর জনপ্রিয়তা বেড়েছে দিন-দিন। নতুন চাকরিপ্রাপ্তিতে, রোগমুক্তিতে, বিবাহে, আড্ডাস্থলে, শ্মশানে, ক্লাবে যত্রতত্র কালীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেছে মধ্যবিত্ত মানুষ।

যে ঐতিহ্যেই পুরাকালে ডাকাতরা ডাকাতি করবার পূর্বে, বিপ্লবীরা শক্তিসাধনায় কালীর উপাসনায় মগ্ন হতেন। কিন্তু শারদোৎসবের ন্যায় কালীপুজোয় জোর করে এলিট ক্লাসের সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেওয়া যায়নি। অথচ একসময় সমগ্র উত্তরবঙ্গে শ্যামাপুজোয় সস্তার বাঁশকাপড়ে গড়া ভূত-রাক্ষস কিংবা স্বল্পপুঁজির জীবন্ত স্ট্যাচুই ছিল মণ্ডপ বিনোদনের একমাত্র মেকানিজম। কিন্তু ক্রমশ ছন্নছাড়া, উদ্ভ্রান্ত, অপরিকল্পিত এ দেবীর সাধনা ইতিউতি মন জয় করল মধ্যবিত্তের। অথচ তখনও দিকে দিকে দুর্গাপুজো সংঘবদ্ধ, সর্বজনীন এবং আপাদমস্তক রুচির ছাপে উজ্জ্বল।

কালের স্রোতে এ ভাবনায় বদল এল। কালীপুজোয় ভদ্র আর উচ্চবিত্ত মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ল। থিম এল শ্যামাপুজোয়। কামাখ্যা হতে কলকাতা, ত্রিপুরা থেকে বিশাখাপত্তনম এক অনাড়ম্বর দেবী উদযাপনে মেতে উঠল। দেখা গেল দুর্গাপুজো বাঙালির মেগা ফেস্টিভাল হলেও, কালীপুজো সংখ্যায় সেই পুজোকে ছাড়িয়ে গেল। যার অন্যতম কারণ, এ পুজোর প্রাচুর্যহীনতা আর চালচুলোহীন, ধুলোমলিন দেবীর গ্রহণযোগ্যতা।

দেখতে দেখতে পাড়ার মস্তান, ডাকাত, রগচটা লুম্পেন সমাবেশের শ্যামাপুজোয় পরিবর্তন এল। সরোদ বেজে উঠল জলপাইগুড়ির সংঘশ্রী ক্লাবের শ্যামাপুজোয়, তাসা বাজানো বালুরঘাট দিশারি ক্লাব দীপাবলি অপরাহ্ণে জাগিয়ে তুলল রাজস্থানের লোকগান। আর এসব দেখেও কিছু ক্লাব হৃদয়বিদারী ডিজে বাজিয়ে কালীপুজোর প্রগতিশীল গ্রাফের বারোটা বাজিয়ে চলল। ক্রাউডপুলার কদাকার বাঁশের বুর্জ খলিফা পেল অশিক্ষিত বাঙালির শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের স্বীকৃতি। দুর্গাপুজোর মণ্ডপ হাফদামে ক্রয়ের দালালরা ঘুরতে লাগল। সিন্ডিকেট দরজা খুলল হতদরিদ্র কালীপুজোতেও। ঘোষিত হল হৃদয় দপ্তর পালটাচ্ছে না।

(লেখক প্রবন্ধকার। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যজ্ঞের পুরোহিত ৪। ত্রিফলার তিনটি ফলের একটি ৫। ধাতুর পাত্রে চামড়া দিয়ে তৈরি বাজনা ৭। ভয় পাওয়ার মতো বিষয় ৮। কমও নয়, বেশিও নয় ৯। চুপিসারে পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবা মহিলার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। সভার উপযুক্ত বড় ঘর ১৪। অতি মাত্রায় বা মাত্রাতিরিক্ত ১৫। দিনের প্রথম ভাগ।

উপর-নীচ : ১। সুর সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর ২। জোর করে দখল ৩। সাজানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৬। নির্ধারিত খরচের চেয়ে কম ৯। মান্য ব্যক্তির সামনে সংকোচ ১০। সমুদ্রের জল যেরকম হয় ১১। বক জাতীয় পাখি ১২। পৌঁছ, সীমা বা আয়ত্ত।

সমাধান ■ ৩৯৭১

পাশাপাশি : ১। মিসিবাবা ৩। চাকলা ৫। ইলশেগুঁড়ি ৭। লোপাট ৯। মনোজ ১১। অপরাজিতা ১৪। কণিকা ১৫। মনোহর।

উপর-নীচ : ১। মিশকালো ২। বালাই ৩। চালশে ৪। লাকড়ি ৬। গুঁড়ানো ৮। পাদপ ১০। জলচর ১১। অবাক ১২। রাধিকা ১৩। তালিম।

বিন্দুবিসর্গ

উড়ো ফোনে টাকার দাবি, উদ্বেগ নমোর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : 'আপনার ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে। ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে অমুক নম্বরে অনলাইনে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে।' ইদানীংকালে বিভিন্ন রাজ্য বা শহরের পুলিশ বা নিরাপত্তা সংস্থার নাম করে বহু মানুষের কাছে টাকা চেয়ে এমন ধরনের উড়ো ফোন এসেছে। তাতে বহু লোকে টাকাও খুইয়েছেন। এহেন ডিজিটাল গ্রেপ্তারি নিয়ে এবার দেশবাসীকে সতর্ক করে দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার আকাশবাণীতে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সাইবার প্রতারকদের মোকাবিলায় তাঁর তিনটি মন্ত্র, 'থামুন, ভাবুন এবং ব্যবস্থা নিন।'

ডিজিটাল গ্রেপ্তারির বিষয়টি সমাজের সমস্ত বর্গের মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে বলে জানান মোদি। তিনি বলেন, 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারির প্রতারণা নিয়ে সতর্ক থাকুন। কোনও তদন্তকারী সংস্থা এই ধরনের তদন্তের জন্য কখনও আপনাকে ফোন বা ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে না।' ন্যাশনাল সাইবার হেল্পলাইনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৯৩০-তে ফোন করারও পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতারকদের সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে তার রেকর্ডিং করে বা ছবি তুলে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রতারকের খপ্পরে পড়লে পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি।

মোদি বলেন, 'আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তারির মতো কোনও ব্যবস্থা নেই। এটা শুধু প্রতারণা। একদল অপরাধী যারা এই ধরনের কাজ করছে তারা সমাজের শত্রু। এই প্রতারণা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা কাজ করছে।' মোদির কথায়, 'প্রতারকরা এমন পরিবেশ তৈরি করছে যাতে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সিবিআই, আরবিআই, নারকোটিক্স আধিকারিকদের নাম নিয়ে প্রতারকরা ফোন করছে। প্রথমে আপনাদের ব্যক্তিগত তথ্য নিচ্ছে। তারপর ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। ওরা আপনাদের এতটাই ভয় দেখাবে যে আপনারা চিন্তা করার সময়ও পাবেন না। তৃতীয় হল, চাপ। যারা ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হচ্ছে তারা সমস্ত বর্গ এবং বয়সের। অনেকে তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা খুইয়েছেন। এই রকম কোনও ফোন পেলে আপনারা ভয় পাবেন না।'

> ডিজিটাল গ্রেপ্তারির প্রতারণা নিয়ে সতর্ক থাকুন। কোনও তদন্তকারী সংস্থা এই ধরনের তদন্তের জন্য কখনও আপনাকে ফোন বা ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে না।
>
> নরেন্দ্র মোদি

মহিলাদের বোট রেস শ্রীনগরে। রবিবার ডাল লেকে। -পিটিআই

ডানায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬ লক্ষ

ভুবনেশ্বর, ২৭ অক্টোবর : প্রাণহানি রোখা গেলেও ঠেকানো যায়নি ক্ষয়ক্ষতি। ঘূর্ণিঝড় ডানার ধাক্কায় শুধু ওডিশায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৩৬ লক্ষ মানুষ। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী সুরেশ পূজারি। তিনি জানান, ডানার প্রভাবে ওডিশার ১৪টি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩৫.৯ লক্ষ মানুষ। ৮ লক্ষ বাসিন্দাকে ৬,২১০টি ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বালেশ্বর, ভদ্রক ও কেন্দ্রপাড়া জেলা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়েছিল অতিশক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ডানা। পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে ল্যান্ডফল। তার জেরে রাজ্যের প্রায় সব জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। বয়েছে ঝড়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকহাজার বাড়িঘর। উপড়ে গিয়েছে বহু বিদ্যুতের খুঁটি। নানা জায়গায় ক্ষতি হয়েছে সড়কপথের। বন্যার কারণে প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগে সমস্যা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েকসপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে ওডিশার প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

মহাকাশকেন্দ্র গড়বে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের সমান্তরালে মহাকাশে নিজস্ব বাসস্থান তৈরি করবে ভারত। ২০৩৫-এর মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে ভারতের মহাকাশকেন্দ্র। যার নাম হবে 'ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন'। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনলজির মধ্যে এক মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি জানান, এই সমঝোতা মাইক্রোগ্র্যাভিটি গবেষণা, স্পেস বায়োটেকনলজি, বায়োম্যানুফ্যাকচারিং, বায়োঅ্যাস্ট্রোনটিক্স এবং স্পেস বায়োলজির মতো ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দেবে। সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে ভারতের চতুর্থ চন্দ্র মিশনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। সেখানে ২০৩৫-এর মধ্যে একটি ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন চালু করার লক্ষ্য নিয়েও আলোচনা হয়।

রাজ-পুত্রের পাশে মাহিমে বিজেপি

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : ভোটের আগে মাহিম আসন ঘিরে চিন্তা বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং তাঁর দল শিবসেনার। মুম্বইয়ের এই আসনে এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে তাঁর ছেলে অমিতকে প্রার্থী করেছেন। প্রথমবার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া 'রাজ-পুত্র' অমিতকে জেতাতে তাঁকে সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন মুম্বই বিজেপির সভাপতি আশিস শেলার। তিনি বলেছেন, 'মহাযুতির উচিত অমিত ঠাকরেকে সমর্থন করা।'

ওই আসনে সদা সর্বাঙ্করকে অবশ্য ইতিমধ্যে শিন্ডের দল তাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে ওই আসনে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। শিবসেনা ভাগ হওয়ার পর তিনি শিন্ডের শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। তাই বিজেপির আর্জিতে কর্ণপাত করতে নারাজ তিনি। উলটোদিকে

চিন্তায় শিন্ডে সেনা

মাহিম আসনে এমভিএ-র তরফে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা প্রার্থী দিয়েছে। তারা প্রার্থী করেছে মহেশ সাওয়ান্তকে। এই অবস্থায় অমিত ঠাকরেকে সমর্থনের বার্তা দিয়ে মাহিমের লড়াই জমিয়ে দিয়েছে বিজেপি। মুম্বই দক্ষিণ মধ্য লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাহিম ১৯৯০ থেকেই শিবসেনার শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। ২০০৯ সালে সেই দুর্গে আঘাত হানেন রাজ ঠাকরে। নবগঠিত এমএনএস প্রার্থী নীতিন সরদেশাই সেবার কংগ্রেস প্রার্থী সর্বাঙ্করকে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন।

মাহিমের মধ্যে শিবাজী পার্ক রয়েছে। রাজ ঠাকরে ওই এলাকারই বাসিন্দা। নিজের ছেলেকে ভোটের ময়দানে নামানোয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে রীতিমতো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এর আগে ঠাকরে পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে বিধায়ক হয়েছিলেন উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে। গতবারের মতো এবারও ওরলিতে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। এবার রাজও তাঁর ছেলেকে মাহিমের ভোটযুদ্ধে নামানোয় রাজনীতির পারদ চড়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, অমিতের নাম ঘোষণার খানিকটা পরই সর্বাঙ্করের নাম ঘোষণা করেন শিন্ডে। যা দেখে অমিত ঠাকরে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'লোকসভা ভোটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে শ্রীকান্তের জন্য আমার বাবা প্রচার করেছিলেন।'

তবে এসবের মধ্যে মাথা গলাতে নারাজ সর্বাঙ্কর। তাঁর সাফ কথা, 'অমিত ঠাকরের জন্য ওই আসন ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওঁদের বন্ধুত্বের মূল্য আমি কেন দেব?'

পেট্রোল পাম্পে আগুন মত্ত তরুণের

হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবর : পেট্রোল পাম্পকর্মীর সঙ্গে বচসা। তার জেরে পাম্পে আগুন লাগিয়ে দিলেন এক মত্ত তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মদ্যপ তরুণের নাম চিরান। তাঁকে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে পাম্পের এক কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় নাচারাম এলাকার পাম্পটিতে গিয়েছিলেন চিরান। হাতে ছিল সিগারেট ও দেশলাই। পাম্পের এক কর্মী চিরানকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি পেট্রোল পাম্পে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছেন? দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। চিরানের দাবি, পাম্পকর্মী তাঁকে গালিগালাজ করেন। বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে আগুন লাগিয়ে দেখান।' নেশার বশে ওই কর্মীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পাম্পে আগুন লাগিয়ে দেন চিরান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, পাম্পকর্মীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর চলে গিয়েছিলেন চিরান। মিনিটখানেক বাদে ওই কর্মী যখন একটি স্কুটিতে তেল ভরছিলেন, তখন সেখানে আসেন মত্ত তরুণ। স্কুটির কাছে গিয়ে 'পোড়ালাম' বলেই স্কুটির সামনে লাইটার জ্বালান। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। পাম্পের একাংশে আগুন লেগে যায়। অন্যান্য কর্মী ছুটে আসেন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ এসে চিরান এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া পাম্পকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

কমলার প্রচারে মায়া

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর : আর ঠিক আটদিন পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে দীপাবলি উৎসব। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এই উৎসবের উদযাপনকে প্রচারের হাতিয়ার করলেন। এর মধ্যে দিয়েই অ্যারিজোনায় মার্কিন ভারতীয় সম্প্রদায়কে কাছে টানার চেষ্টা করলেন। দিদির হয়ে প্রচারে নেমে বোন মায়া জানালেন, কমলা হ্যারিস গণতন্ত্রের জন্য লড়ছেন।

মায়া বলেন, 'আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন সেটা বড় কথা নয়। যে সুযোগ আপনার প্রাপ্য, আপনি তা পাচ্ছেন কিনা।'

সম্প্রতি এক নির্বাচনি প্রচারে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের আমেরিকার আবর্জনা বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের জিন নিয়েও আপত্তিকর কথা বলেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আবহে মায়া দিদির পক্ষে বক্তব্য রেখে ট্রাম্পকে জবাব দিয়েছেন পাশাপাশি তাঁদের মা ড: শ্যামলা গোপালন হ্যারিসের প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন।

কমলা হ্যারিসের মা ড: শ্যামলা গোপালন হ্যারিস উচ্চশিক্ষার জন্য অভিবাসী হিসেবে আমেরিকায় আসেন ১৯৫৮ সালে। বক্তৃতায় মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মায়া বলেছেন, তাঁর মা মাত্র ১৯ বছর বয়সে এদেশে আসেন। তিনি এদেশকে আপন করে নেন।

অ্যারিজোনার স্কটসডেলে দীপাবলি অনুষ্ঠানে কমলা হ্যারিস ভাষণ দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক ভারতীয় মার্কিন সিম্মি সিং ও অ্যারিজোনা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই ইভেন্টে যোগ দেন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমেরিকায় ভারতীয় মার্কিনদের প্রভাব আছে। ভোটের ফলে তা কতটা কমলা হ্যারিসের ঝুলিতে পড়ে সেটাই দেখার।

জেলবন্দিদের জামিনের উদ্যোগে চর্চায় পার্থ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : আদালতে মামলার পাহাড়। এদিকে ঠাঁই নেই অবস্থা জেলগুলিতেও। বন্দিদের বড় অংশই বিচারাধীন। দীর্ঘদিন মামলা চলায় মাসের পর মাস তাঁদের জেলে কাটাতে হচ্ছে। জেলগুলির ওপর চাপ কমাতে তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বিচারাধীন বন্দিদের জামিনের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্র। সেখানে বিচারাধীন বন্দিদের জামিনে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে একটি গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ৪৭৯ (১) ধারার উল্লেখ রয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, যদি প্রথমবার অপরাধে বিচারাধীন কোনও বন্দি তাঁর সর্বোচ্চ সাজার এক তৃতীয়াংশ মেয়াদ জেলে কাটিয়ে দেন ,সেক্ষেত্রে তাঁর জামিনের ব্যবস্থা করতে পারেন সংশ্লিষ্ট জেল সুপার। তিনি আদালতে বন্দির জামিনের আবেদন জানাতে পারেন। দু-বছরের বেশি সময় ধরে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। এই নির্দেশিকাকে সামনে রেখে তাঁদের জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আইনজীবীদের মধ্যে অবশ্য এই ইস্যুতে ভিন্ন মত রয়েছে। তাঁদের একাংশের যুক্তি, আর্থিক দুর্নীতি, প্রতারণা ছাড়াও শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় অভিযুক্ত পার্থ, অর্পিতা। কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনে তাঁদের জামিন মঞ্জুর হওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সবটাই নির্ভর করছে আদালতের ওপর।

গাজায় মৃত ২২

জেরুজালেম, ২৭ অক্টোবর : বছর পেরিয়ে গেলেও ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে যুদ্ধ থামল না। জীবনহানি, ক্ষয়ক্ষতি চলছেই। শনিবার উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় ইজরায়েলি হানায় অন্তত২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের জরুরি পরিষেবা দপ্তর জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ১১ জন মহিলা ও দুটি শিশু রয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৫। ইজরায়েল গত তিন সপ্তাহ ধরে হামাস জঙ্গিদের নিশানা করে বিমান হামলা চালাচ্ছে। তাতে মারা গিয়েছেন কয়েক শো মানুষ। ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছেন হাজার হাজার ব্যক্তি। আইডিএফ অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। ইজরায়েল আগেই জানিয়েছে, তাদের লক্ষ্য হামাস জঙ্গিরা। গাজায় নাগরিকদের মৃত্যুর জন্য ইজরায়েলি সেনা হামাসকেই দায়ী করেছে।

মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে সাফাই চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করা নিয়ে এবার সাফাই দিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। শনিবার মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'রাজ্য স্তরে হোক কিংবা কেন্দ্রীয় স্তরে, সরকারের প্রধানদের হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ এই নয় যে তাঁদের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয়। ঝুলে থাকা মামলা নিয়েও কখনও আলোচনা হয় না।' গণেশ চতুর্থীর সময় প্রধান বিচারপতির বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রচূড়ের বাড়িতে গণপতির আরাধনাও করেছিলেন।

ওই ঘটনার ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই বিচারব্যবস্থার সঙ্গে শাসনবিভাগের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস ও বিরোধী শিবির। শনিবার সেই প্রসঙ্গে চন্দ্রচূড় বলেন, 'আমরা অবশ্যই দেখা করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনও সমঝোতা করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতেই হয়। কারণ, তাঁরাই বিচারবিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেন। এই বাজেট কিন্তু শুধুমাত্র বিচারপতিদের জন্য হয় না। আমরা যদি দেখা-সাক্ষাৎ না করি এবং শুধুমাত্র চিঠির ওপর নির্ভর করে থাকি, তাহলে কাজের কাজটাই হবে না।' প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় কোন কোন বিষয়ে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন, সেই প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেছেন প্রধান বিচারপতি। চন্দ্রচূড় বলেন, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিণতমনস্কতা রয়েছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রী ঝুলে থাকা মামলা নিয়ে কথা বলেন না।' বিচারপতিদের কাজের চাপ নিয়েও মন্তব্য করেন চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, 'ছুটির সময়ও বিচারপতিরা নিজেদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। বিচারপতিরা কিছুই করেন না, এমনটা নয়। তাঁরা নিজেদের কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল। সপ্তাহান্তেও তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যান, হাইকোর্টে যান, আইনি পরিষেবা প্রদানের কাজে ব্যস্ত থাকেন।' বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে কলেজিয়াম প্রথার পক্ষেও রায় দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

> রাজ্য স্তরে হোক কিংবা কেন্দ্রীয় স্তরে, সরকারের প্রধানদের হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ এই নয় যে তাঁদের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয়। ঝুলে থাকা মামলা নিয়েও কখনও আলোচনা হয় না।
>
> ডিওয়াই চন্দ্রচূড়

পতৌদির নামে পোলো টুর্নামেন্টে মাঠে হাজির শর্মিলা ঠাকুর। নয়াদিল্লিতে।

ইউটিউবার দম্পতির দেহ উদ্ধার

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ অক্টোবর : জনপ্রিয় ইউটিউবার দম্পতির দেহ দরজা ভেঙে পুলিশ উদ্ধার করল। মৃত দম্পতি হলেন ৪৫ বছরের সেলভরাজ ও তাঁর স্ত্রী বছর চল্লিশের প্রিয়া। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের পরসসালা শহরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বামী, স্ত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। দেহ দুইটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সেলভরাজের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় মিলেছে। বিছানায় শায়িত ছিল প্রিয়ার দেহ। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁরা গত দু'দিন ধরে সেরলভরাজ ও প্রিয়াকে বাড়ির বাইরে দেখেননি। তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দম্পতি ইউটিউব চ্যানেল সেলু ফ্যামিলি চালাতেন। চ্যানেলটির সাবসক্রাইবার ১৮ হাজার। তাঁদের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ ধন্দে।

৪ মাস পর উদ্ধার দেহ

লখনউ, ২৭ অক্টোবর : পরকীয়ায় আসক্ত স্ত্রী প্রেমিকের বিয়ে ঠিক হওয়া মানতে পারেননি বলে অভিযোগ। প্রেমিকাকে খুন করেন প্রেমিক। তাঁর দেহ 'দৃশ্যম' ছবির অনুকরণে পুঁতে ফেলেন। ঘটনার চার মাস পর কানপুরের জেলাশাসকের বাংলো থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার হল। পরিবার মহিলার দেহ শনাক্ত করেছে। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ব্যবসায়ী রাহুল গুপ্তার স্ত্রী ৩২ বছরের একতা গুপ্তা ২৪ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। সূত্রের খবর, সেদিন গ্রিন পার্কের জিম প্রশিক্ষক বিশাল সোনির সঙ্গে মহিলার তিক্ততা বচসায় পরিণত হলে ক্রুদ্ধ যুবক মহিলাকে ঘুষি মারেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। মহিলার দেহ পুঁতে ফেলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কানপুরের রায়পুরওয়াড়ার বাসিন্দা অভিযুক্ত জেরায় তা স্বীকার করেছে। সিসিটিভির ফুটেজে সেদিন দু'জনকে জিম থেকে একসঙ্গে বার হতে দেখা গিয়েছে।

পরকীয়া শুধু সংসার নষ্ট করে না, নৃশংসতাও দেখাতে পারে।

উত্তরপ্রদেশের ঘটনা তার দৃষ্টান্ত। কানপুরের এক পদস্থ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, বিশাল ও একতার প্রেমের সম্পর্ক একতার স্বামী রাহুল অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশালের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ এনেছিলেন।

জাতীয় স্বার্থে ইরানে হামলা : নেতানিয়াহু

তেল আভিভ, ২৭ অক্টোবর : গাজা, সিরিয়া, লেবাননের পর এবার ইরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে ইজরায়েল। শনিবার ৩ দফায় ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইজরায়েল আক্রমণ করলে ইরানকে তার ফল ভুগতে হবে বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকা। ইরানে ইজরায়েলি হামলার পিছনে আমেরিকা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল। তবে তাঁরা যে আমেরিকার তাঁবেদার নন, রবিবার সেই বার্তা দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর দাবি, শনিবারের ইরান হামলা ভীষণভাবে সফল হয়েছে। তবে আমেরিকার অঙ্গুলিহেলনে নয়, নিজের স্বার্থে ইরানের সামরিক অবস্থানগুলিকে নিশানা করেছে ইজরায়েল।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমেরিকার নির্দেশে ইজরায়েল ইরানে হামলা চালিয়েছে বলে যেসব খবর প্রচারিত হয়েছে সেগুলি পুরোপুরি ভুল। জাতীয় স্বার্থে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী।' বিতর্কের সূত্রপাত হোয়াইট হাউসের তরফে জারি করা একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে। সেখানে বলা হয়েছে, ইরানের তেলের খনি এবং পরমাণুকেন্দ্রগুলিতে ইজরায়েল যাতে হামলা না করে সেই জন্য তাদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিনের সঙ্গে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়াভ গ্যালান্টের আলোচনা হয়েছে বলেও হোয়াইট হাউসের তরফে ইঙ্গিত করা হয়।

এদিকে ইরানে বিমান হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। সেখানে বেশ কয়েকজন মহিলা চালককে দেখা গিয়েছে। বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ইরান-হামলায় সামনে সারিতে থাকা বায়ুসেনার এফ-১৫ এবং এফ-১৬ ফাইটার জেটগুলির চালকদের অনেকেই ছিলেন মহিলা। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য লড়াই করেছেন তাঁরা।

অসুস্থ খামেনেই

তেহরান, ২৭ অক্টোবর : ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের তীব্রতা বাড়ছে। এদিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই (৮৫)। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দিনকয়েকের মধ্যে খামেনেইয়ের দ্বিতীয় পুত্র মুজতবা খামেনেইকে তাঁর উত্তরসূরি ঘোষণা করা হতে পারে। রুহুল্লা খোমেইনির মৃত্যুর পর ১৯৮৯-তে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পদে বসেন আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। সূত্রটির দাবি, কয়েকমাস ধরে অসুস্থ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। শনিবার ইজরায়েলি হামলা চলাকালীন তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

হোটেলে হুমকি

লখনউ, ২৭ অক্টোবর : গুজরাটের রাজকোটের পর এবার উত্তরপ্রদেশের লখনউ। হুমকি ই-মেল পাচ্ছেন একের পর এক হোটেল কর্তৃপক্ষ। রবিবার লখনউয়ের অন্তত ১০টি বিলাসবহুল হোটেলে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে কমফর্ট ভিস্তা, ফরচুনার, ম্যারিয়ট, সারাকার মতো ৫তারা হোটেল। ই-মেলে লেখা, হোটেলে একটি কালো ব্যাগ রাখা। তার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী বিস্ফোরক। বোমা ফাটলে গোটা হোটেল উড়ে যাবে। রক্তের স্রোত বইবে। নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করলে বোমাটি ফেটে যাবে। বাঁচতে চাইলে ৫৫ হাজার ডলার (প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা) দিতে হবে। যদিও তল্লাশি চালিয়ে কোনও হোটেলে বিস্ফোরক মেলেনি।

বান্দ্রা স্টেশনে হুড়োহুড়ি, জখম ৯

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : নিত্যনতুন বন্দেভারত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে সাধারণ রেলযাত্রীদের দুর্ভোগ থামছে না। সামনেই দীপাবলী। তার আগে রবিবার বাড়ি ফেরার জন্য মানুষের ভিড় জমেছিল মুম্বইয়ের বান্দ্রা টার্মিনাস রেলস্টেশনে। হুড়োহুড়িতে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হলেন ৯ জন যাত্রী। বিধানসভা ভোটের মুখে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে এমভিএ-র তিন শরিক কংগ্রেস, এনসিপি এবং শিবসেনা (ইউবিটি)। রবিবার ভোররাত তিনটে বান্দ্রা-গোরখপুর এক্সপ্রেস

এসে দাঁড়ায় বান্দ্রার ১ নম্বর স্টেশনে। ২২ বগির ট্রেনটি থামার আগে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হলে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। জখম এক যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা সত্ত্বেও যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার হুড়োহুড়ি বন্ধ হয়নি। ২ জনের অবস্থা সংকটজনক।

রাহুল-আদিত্যের নিশানায় অশ্বিনী

রেলমন্ত্রীর সমালোচনা করে রাহুল গান্ধির কটাক্ষ, 'উদ্বোধন এবং প্রচার তখনই ভালো লাগে যখন তার পিছনে থাকা বুনিয়াদ জনতার সেবার জন্য প্রকৃতভাবে কাজ করে। কিন্তু সরকারি সম্পত্তির দেখভালের অভাব ও উপেক্ষার কারণে যখন মানুষের প্রাণহানি হয় সেতু, প্ল্যাটফর্ম এবং মূর্তির ফিতে কাটার পরই যদি তা ভেঙে পড়ে তখন তা গুরুতর চিন্তার বিষয়।' আদিত্য ঠাকরে বলেন, 'রিলমন্ত্রী অন্তত একবার রেলমন্ত্রী হলে ভালো লাগত। বান্দ্রার ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে, বর্তমান রেলমন্ত্রী কতটা অদক্ষ। বিজেপি অশ্বিনী বৈষ্ণোকে মহারাষ্ট্রে দলের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে রেলে ছোটবড়ো দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। আমাদের দেশে এমন অযোগ্য মন্ত্রী থাকা লজ্জার।'

শাপলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পর্যাপ্ত প্রোটিন পাওয়া যায়। লিভারকে সুস্থ রাখে। যাদের ক্যালসিয়ামের অভাব আছে তাঁরা শাপলা খেতে পারেন।

শিরদাঁড়ার সমস্যা থেকে দূরে থাকতে সঠিক হাঁটাচলা ও বসার ভঙ্গিমা মেনে চলতে হবে। একটানা না বসে থেকে এক-দু'ঘণ্টা অন্তর হাঁটাচলা করা উচিত। খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম রাখুন।

৪ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৮ অক্টোবর ২০২৪

স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত ক্যানসার

ক্যানসারের এমন কিছু উপসর্গ রয়েছে, যা নিয়ে কথা বলতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও লজ্জায় ভোগেন অনেক মহিলা, এমনকি বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেন। অথচ ঠিক সময়ে শনাক্ত হলে সুস্থ হওয়া সম্ভব। যেমন মহিলাদের জরায়ুমুখের ক্যানসার এমন একটি রোগ যা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। লিখেছেন শিলিগুড়ির হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টারের কনসালট্যান্ট সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ বিশাল মুখোপাধ্যায়**

গাইনিকলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সি

এদেশে সবথেকে পরিচিত গাইনিকলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সির মধ্যে রয়েছে ডিম্বাশয়ের ক্যানসার। স্তন ক্যানসারের পরে এটি মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় অতি সাধারণ ম্যালিগন্যান্সি। এছাড়া রয়েছে জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার এবং জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার।

ঝুঁকির কারণ

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন, একাধিক যৌন সঙ্গী, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, এইচআইভি-এইডস, ধূমপান

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : পারিবারিক ইতিহাস, জেনেটিক মিউটেশন, হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : ওবেসিটি, পারিবারিক ইতিহাস, ইস্ট্রোজেন থেরাপি, ট্যামোক্সিফেন (স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ড্রাগ)

উপসর্গ

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : সহবাসের পর রক্তপাত, সাদা স্রাব

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : পেটের প্রসারণ, পেলভিক পেন, পেলভিক মাস

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : যোনি দিয়ে অস্বাভাবিক রক্তপাত, মেনোপজ-পরবর্তী রক্তপাত, পেলভিক পেন

সাবধানতা

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : সুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ক্যানসারের ভ্যাকসিন নেওয়া

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : হরমোনের অনির্দিষ্ট চিকিৎসা এড়িয়ে চলা, পারিবারিক ইতিহাস থাকলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করানো উচিত, সঙ্গে দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য রক্তপরীক্ষা এবং আল্ট্রাসনোগ্রাফি করানো উচিত

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : হরমোনের অনির্দিষ্ট চিকিৎসা এড়িয়ে চলা, নিয়মিত শরীরচর্চা করা, ওজন যাতে না বাড়ে সেদিকে নজর রাখা

কার্সিনোমা সার্ভিক্স ভ্যাকসিনেশন

কার্সিনোমা সার্ভিক্সের ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন উপস্থিত থাকে।

রোগীর বয়সের ওপর নির্ভর করে দুই বা তিন ডোজ এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে থাকে। ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের প্রথম মাসে এবং ষষ্ঠ মাসে একটা করে মোট দুটো ডোজ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের প্রথম মাসে, দ্বিতীয় মাসে এবং ষষ্ঠ মাসে একটি করে মোট তিনটে ডোজ দেওয়া হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্যে এই ভ্যাকসিনেশন খুবই জনপ্রিয়। ভারতীয় বাজারেও এই ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনও তেমন জনপ্রিয় নয়।

ক্যানসারেই ভুগছেন, অন্য কোনও রোগে নয় - বুঝবেন কীভাবে

ক্যানসার শনাক্তকরণে বায়োপসি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সার্জনের সন্দেহ হয় কার্সিনোমা সার্ভিক্স বা কার্সিনোমা এন্ডোমেট্রিয়াম হয়েছে আপনার, তাহলে অবশ্যই বায়োপসি করানো উচিত। এটি একদিনেই করা যায় এবং রোগীকে সেইদিনেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার এবং বায়োপসি

সিটি স্ক্যানের সময়ে যদি দেখা যায়, টিউমারটি ডিম্বাশয়ের কাছে রয়েছে তাহলে দেরি না করে সার্জারি করিয়ে নেওয়া উচিত। অত্যাধুনিক কার্সিনোমা ওভারির কিছু ক্ষেত্রে বায়োপসি করার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে রোগের ঘনত্ব (পরিমাণ) কমাতে প্রথমে কয়েকবার কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। তারপর অস্ত্রোপচার করা হয়।

সম্পূর্ণ জরায়ু ও উভয় ডিম্বাশয় বাদ দেওয়া কি যথেষ্ট

ক্যানসারে অস্ত্রোপচার ও অস্ত্রোপচারের ব্যাপ্তি - দুটোই খুব আলাদা। শুধু জরায়ু বা উভয় ডিম্বাশয় বাদ দেওয়া যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে যা করণীয় :

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : প্রাথমিক পর্যায়ে যদি টিউমার শনাক্ত করা যায় তাহলে জরায়ুর অপসারণ করার প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ হিস্টেরেক্টোমি থেকে সামান্য আলাদা।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : এই রোগে সাইটোরিডাক্টিভ সার্জারি করার প্রয়োজন হয়।

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : হিস্টেরেক্টোমির সঙ্গে ড্রেনিং রেট্রোপেরিটোনিল নোডস এবং ওমেনটাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণ হিস্টেরেক্টোমি প্রায়ই রোগের পর্যায়ে চলে যায়।

সাইটোরিডাক্টিভ সার্জারি কী

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অন্য ম্যালিগন্যান্সির মতো কার্সিনোমা ওভারি দ্রুত পেটের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন- পেরিটোনিয়াম, নোডস প্রভৃতি।

সাইটোরিডাক্টিভ সার্জারির উদ্দেশ্য, পেটের সব অংশ থেকে রোগটিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া। এই ধরনের অস্ত্রোপচারে ৬-৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের ক্ষেত্রে পেটের থেকে সব সমস্যা দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির ভূমিকা

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : ক্যানসার সার্ভিক্সের চিকিৎসায় কেমোরেডিওথেরাপি প্রধান ভরসা। একেবারে শুরুতে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার করা হয়। তবে অত্যাধুনিক উপায়ে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হয় না। কেমোরেডিওথেরাপিতেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে কেমোথেরাপিও জরুরি। দেখা গিয়েছে, এতে যেমন আয়ু বাড়ে, তেমনই ক্যানসার পুনরায় ফিরে আসাও প্রতিরোধ করা যেতে পারে। আরও উপকার পেতে এখন কেমোথেরাপির সঙ্গে ইমিউনোথেরাপিও যুক্ত করা হয়েছে।

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : এক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি – উভয়ই প্রয়োজন হতে পারে। তবে এই প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে ফাইনাল বায়োপসি রিপোর্টের উপরে। কারণ, এই রিপোর্টে উচ্চ ঝুঁকিরও উল্লেখ থাকে। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রির ওপর ভিত্তি করে মলিকিউলারের শ্রেণিবিন্যাস চিকিৎসায় নতুন পরিবর্তন এনেছে। মলিকিউলারের এই শ্রেণিবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে আমরা কম ঝুঁকিসম্পন্ন রোগী এবং বেশি ঝুঁকিসম্পন্ন রোগীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি, যা চিকিৎসায় সহায়ক হয়।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত ঘুমোন

সপ্তাহের ছয়দিন নানান ব্যস্ততার কারণে আপনার হয়তো পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। কিন্তু ছুটির দিনে আপনি সেটা পুষিয়ে নেন। একেবারে ঠিক করেন। কারণ, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজির সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, সপ্তাহান্তের একটু বেশিই ঘুম আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমাতে পারে।

সিনিয়ার কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট ডাঃ চন্দ্রিল চুগের কথায়, ঘুমের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব যেমন, হৃদরোগের ঝুঁকিকে প্রশমিত করতে পারে উইকএন্ড স্লিপ রিকভারি বা ক্যাচ-আপ স্লিপ। তবে বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

ডাঃ চুগের সঙ্গে একমত কার্ডিয়াক ইন্টেন্সিভিস্ট ডাঃ জগদীশ হায়ারম্যাথ। তাঁর বক্তব্য, সারা সপ্তাহ ঘুমের সঙ্গে যত বঞ্চনা করেন তার যে নেতিবাচক প্রভাব শরীরে পড়ে সেই সবকিছু পুনরুদ্ধার করতে পারে ছুটির দিনে দীর্ঘসময় ঘুমোনো।

ক্রমাগত ঘুমের অভাব স্ট্রেস হরমোন তৈরি করতে পারে, বিপাকে ভারসাম্যহীনতা হতে পারে এবং প্রদাহ বাড়তে পারে। কিন্তু পর্যাপ্ত ঘুম সি-রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিনের মতো মার্কার (যা হৃদরোগের সঙ্গে জড়িত)-গুলি কমিয়ে প্রদাহ কমাতে পারে। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুম রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে, এমনকি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে পারে। সেইসঙ্গে স্ট্রেস হরমোন যেমন কর্টিসলকে স্বাভাবিক করতে, স্ট্রেস কমাতে এবং কার্ডিওভাসকুলার সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে পারে।

পাশাপাশি স্লিপ রিকভারি ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি ও বিপাকীয় ক্রিয়া উন্নত করতে পারে। ফলে আপনার হৃদযন্ত্র ভালো থাকে। পর্যাপ্ত ঘুম অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে, যাতে হার্টরেট ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এন্ডোথেলিয়াল সক্রিয় রাখে ও এথেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুম হলে আপনার হার্টের ইলেক্ট্রিক্যাল সিস্টেমও ঠিক থাকে, যাতে অ্যারিথমিয়াসের ঝুঁকি কমে।

ভিটামিন-ডি নির্দিষ্ট মাত্রা জানা জরুরি

সুস্থ থাকতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন-ডি অতি প্রয়োজনীয়। এটি একটি ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ত্বকের এপিডার্মিসের নীচের স্তরে কলিক্যালসিফেরলের সংশ্লেষণের মাধ্যমে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়। একে সানসাইন ভিটামিনও বলা হয়। বেশিরভাগ মানুষ জানেন, ক্যালসিয়াম শোষণ ও হাড়ের জন্য ভিটামিন-ডি জরুরি, কিন্তু এর ডোজের পেছনে যে বিজ্ঞান রয়েছে সে ব্যাপারে অনেকেই অজ্ঞাত।

বিশেষজ্ঞদের কথায়, ভিটামিন-ডিও আমাদের শরীরে বিবিধ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রদাহ কমাতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং গ্লুকোজ বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়া চুল পড়া রোধে এবং পেশির স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এজন্য কেউ কেউ নিয়ম করে রোদ পোহান, কেউ বা ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাছ, ডিমের কুসুম প্রভৃতি খাদ্যতালিকায় রাখেন, কেউ বা সপ্তাহে কিংবা মাসে ভিটামিন-ডি সাপ্লিমেন্ট নিয়ে থাকেন।

এছাড়া তাঁদেরও ভিটামিন-ডি'র যথাযথ মাত্রা বজায় রাখা জরুরি বিশেষ করে যাঁরা খুব বেশি রোদ পোহানোর সুযোগ পান না। সেইসঙ্গে যাঁদের পরিপাকতন্ত্র পর্যাপ্ত ফ্যাট শোষণ করতে অক্ষম তাঁদেরও ভিটামিন-ডি জরুরি। এমনকি গায়ের রং চাপা বলে রোদ পোহাবেন না তা নয়, বরং প্রাকৃতিক উপায়ে ভিটামিন-ডি পেতে গেলে সবারই রোদ পোহানো উচিত এবং ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।

তবে ভিটামিন-ডি সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। বিশেষ করে কতটা ডোজ নেবেন তার জন্য রক্তপরীক্ষা করাতে বলেন চিকিৎসকরা। কারণ, ওভারডোজ হলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আবার অতিরিক্ত রোদ পোহালে ত্বকের ক্যানসার বিশেষত মেলানোমা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সর্বোপরি বয়স, সামগ্রিক স্বাস্থ্য – সবই ভিটামিন ডি'র প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করতে পারে।

যেসব ফল না খেলেই নয়

যখনই স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রসঙ্গ আসে তখন খাদ্যতালিকায় সবার উপরে থাকে ফল। ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ফল শরীরের একাধিক উপকার করে। অর্থাৎ ফলকে সুষম খাবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমশক্তি উন্নত করতে বা মিষ্টি জাতীয় কিছু খেতে মন চাইলে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় ফল রাখতে পারেন। কারণ, ফল শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, একেকটা ফল নিউট্রিশনের পাওয়ার হাউস, যা আপনাকে সুস্থ থাকতেও সাহায্য করে।

কোন ফলে কী উপকার

কিউয়ি

প্রতিদিন কিউয়ি খেলে আপনার শুধু পুষ্টিগত চাহিদাই মিটবে না, হজম থেকে বিপাকক্রিয়া, ইমিউন সিস্টেম – সবেরই ভালো হবে। কিউয়িতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি তো রয়েইছে, সঙ্গে রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন-ই, ফোলেট, বিভিন্ন জৈব সক্রিয় উপাদান, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট প্রভৃতি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত এই ফল খেলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপার মতো সমস্যার প্রকোপ কমবে। এছাড়া হাড়ের জোর বাড়াতে চইলে কিউয়ি খান। এতে থাকা ভিটামিন-কে হাড়কে শক্তপোক্ত রাখে।

ব্লুবেরি

ব্লুবেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিশেষ করে অ্যান্থোসায়ানিন। এটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে টাইপ টু ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমায়। ব্লুবেরিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আপনার মানসিক অবসাদ কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রতিদিন ব্লুবেরি খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই ফলে রয়েছে ফাইবার। এতে ক্যালোরির মাত্রা কম। তাই প্রতিদিনের ডায়েটে এই ফল রাখলে ক্যানসারের আশঙ্কা কমে। তাছাড়া ব্লুবেরিতে থাকা আঁশ ও প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ডালিম

ডালিম এমন একটি ফল যার বীজ থেকে খোসা, রস সবই উপকারী। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ফ্ল্যাভনয়েড সমৃদ্ধ ফল। বেদানার রসে অ্যান্থোসায়ানিন ও

ট্যানিন সহ উচ্চ মাত্রায় সলিউবল পলিফেনলস রয়েছে। এইসব যৌগ অ্যান্টিইনফ্ল্যামাটরি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিহাইপারলিপিডেমিক ও অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ওবেসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম ও করোনারি হার্ট ডিজিজ প্রতিরোধে ডালিমের রসের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া ডালিমের যৌগে ক্যানসার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হৃদরোগীদের জন্যও ডালিম উপকারী।

ডাকিনী, যোগিনী, শিব ও কালী সেজে মাগনভিক্ষা ভবানীগঞ্জ বাজারে। রবিবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	২

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৪
ও নেগেটিভ	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৬
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৭
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৯
ও নেগেটিভ	১

পুজো বৈঠক

হলদিবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : আসন্ন কালীপুজোয় যানজট এড়াতে হলদিবাড়ির বিভিন্ন যানবাহন ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক করল পুলিশ। হলদিবাড়ি থানা চত্বরে এই বৈঠকে ছিলেন আইসি ক্যাশব রাই, সহ পুলিশকর্মীরা এবং বিভিন্ন গাড়ি ইউনিয়নের কর্মকর্তারা।

বেহাল ক্যানসার সেন্টার রোড সংস্কারের দাবিতে অবরোধ বাসিন্দাদের। ছবি : জয়দেব দাস

বাজি বাজার শুরু মাথাভাঙ্গায়

মাথাভাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যায় মাথাভাঙ্গা শহরের মেলার মাঠে শুরু হল বাজি বাজার। এদিন ফিতে কেটে বাজি বাজারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। গত বছরের মতোই এবছরও বাজির বাজারে স্টলের সংখ্যা ৮টি। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই বাজি বিক্রি শুরু হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে শুধুমাত্র গ্রিন ক্র্যাকার বিক্রি করা যাবে। যে কোনও ধরনের শব্দবাজি বিক্রি নিষিদ্ধ। ক্রেতারা যাতে কোনটি গ্রিন ক্র্যাকার তা বুঝতে পারেন সেজন্য বাজির প্যাকেটের গায়ে স্ক্যানার এবং লোগো রয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন মাথাভাঙ্গা বাজি বাজারে বাজি কিনতে এসেছিলেন শহরের বাসিন্দা সুমন সাহা। তিনি বলেন, 'রকমারি বাজির সম্ভার যেমন নেই, বিক্রেতারা দামও বেশি নিচ্ছেন। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।'

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : রাস্তার বেহাল দশার কথা একাধিকবার কাউন্সিলারকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ছুটির দুপুরে পথ অবরোধ করলেন শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এদিন শহরের গোরস্থান এলাকার রাস্তা বাঁশ দিয়ে আটকে দেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, বছরখানেক আগে তালিতাপ্পি দিয়ে রাস্তাটি সংস্কার করা হলেও বর্তমানে রাস্তাটির অবস্থা তথৈবচ। এদিন ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ চলবার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে আন্দোলন তুলে নেন পথ অবরোধকারীরা।

রাস্তাটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং কামেশ্বরী রোডের সংযোগকারী। ক্যানসার সেন্টার রোড নামে রাস্তাটি পরিচিত। রাস্তাটির কোথাও পিচের চাদর উঠে গর্ত হয়ে রয়েছে। কোথাও আবার গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জল জমে রয়েছে। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের পক্ষে মদন সাহা জানালেন, 'টোটোচালকরা এলাকায় সহজে ঢুকতে চান না। মাঝেমধ্যে রাস্তাটিতে পথ দুর্ঘটনাও ঘটছে।' অপর আন্দোলনকারী পূজা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'গর্তের কারণে এখনও পর্যন্ত পাঁচজন রাস্তায় পড়ে গিয়ে জখম হয়েছেন। কাউন্সিলারকে বলেও সুরাহা না পেয়ে এদিন পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি।'

রাস্তাটির এই পরিস্থিতি নিয়ে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মায়া সাহা বলেন, 'রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের অধীন। মাঝেমধ্যে রাস্তাটিতে দুর্ঘটনা হচ্ছে। দ্রুত রাস্তাটির সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করব।'

প্রবেশ তোরণ

দিনহাটা, ২৭ অক্টোবর : দিনহাটার চিকিৎসকরা পুরসভার বিজয়া সম্মিলনিতে যোগ দেওয়ায় উচ্ছ্বসিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'দিনহাটার চিকিৎসকরা আমাদের সঙ্গে উৎসবে আছেন, বিজয়া সম্মিলনিতেও আছেন।' তিনি বলেন, দিনহাটা শহরে ঢোকার মুখে বুড়িরপাট এলাকায় ওয়েলকাম গেট, সংহতি ময়দানের দক্ষিণ পাশে খেলা দেখার জন্য গ্যালারি এবং সাহেবগঞ্জ রোড এলাকায় সুইমিং পুল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই কাজ করবে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে। এদিন দিনহাটা শহরের সেরা ১০টি পুজোকে সেরা পুজোর ট্রফি এবং কার্নিভালে জয়ীদের হাতে সেরার ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, ডাঃ বিদ্যুৎকমল সাহা, ডাঃ কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিভাস রায় প্রমুখ।

মেধা অন্বেষণ

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : রবিবার তুফানগঞ্জ গৌরীমাল্য সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বেঙ্গলস ট্যালেন্ট সার্চ ২০২৪ পরীক্ষা হল। মহকুমার প্রায় ৪২টি বিদ্যালয়ের পড়ুয়া এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মোট ১০৬৮ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

মাথাভাঙ্গায় আতঙ্ক ছড়াতে বোমাবাজি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরে গলার নলি কেটে খুনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার বোমাবাজি। উদ্ধার হল তাজা বোমাও। এতে ফের আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরে। পুলিশ মনে করছে, জমি বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরেই শহরে জমি মাফিয়াচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শহরে জমি দখলের ব্যবসা করার জন্য তৈরি হয়েছে মাসলম্যান। এই ব্যবসায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আয়নাল মিয়াঁর ঘুম ভেঙে যায় বোমা ফাটার শব্দে। বাড়ির বাইরে এসে দেখেন রাস্তার ধারে ফাটা বোমার অংশ সুতলি, সপ্লিন্টার পড়ে রয়েছে। সারারাত আতঙ্কে তাঁর আর ঘুম হয়নি। সকালবেলায় জানা যায়, একটি তাজা বোমাও পড়ে রয়েছে। মাথাভাঙ্গা পুলিশ এসে বোমাটি থানায় নিয়ে যায়। এলাকায় কিছুদিন আগে জমি নিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই বোমাবাজি হয়েছে বলে মনে করছেন এলাকার অপর বাসিন্দা বক্কর মিয়াঁ। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অঞ্জলি শা বলেন, 'ওয়ার্ডে বোমাবাজির ঘটনা কেন ঘটল তা বুঝে উঠতে পারছি না।' তবে কাউন্সিলারের স্বামী তৃণমূল নেতা বিনোদ শা স্বীকার করেছেন, সপ্তাহখানেক আগে জমি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল এবং এতে জমি মাফিয়ারা ছিল। বিষয়টি দলীয় ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

পুলিশের ভূমিকা

- ■ শনিবার গভীর রাতে মাথাভাঙ্গার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বোমাবাজি হয়
- ■ রবিবার সকালবেলায় সেখান থেকে একটি তাজা বোমাও উদ্ধার হয়
- ■ এলাকায় কিছুদিন আগে জমি নিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল
- ■ বাসিন্দাদের মতে, এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই এই বোমাবাজি হয়েছে
- ■ পুলিশ বোমা উদ্ধারের কথা কবুল করলেও বোমাবাজি স্বীকার করেনি

মাথাভাঙ্গায় খুন ও বোমাবাজির ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতা মনোজ ঘোষ বলেন, 'শাসকদলের মদতপুষ্ট জমি মাফিয়াচক্রের দাপটে তটস্থ সাধারণ মানুষ। জমি মাফিয়াচক্রের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি সহ নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে থানা ঘেরাও কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে।' তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গিরীন্দ্রনাথ বর্মন এবং বিশ্বজিৎ রায় দুজনেই বলেন, দল এ ধরনের অনিয়ম বরদাস্ত করবে না। জমি মাফিয়াচক্রের সঙ্গে যদি দলের কেউ জড়িত থাকেন তাহলে দল খতিয়ে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে।

মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেন হালদার বলেন, 'শনিবার রাতে বোমা ফাটার রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। তবে একটি ক্রুড বোমা উদ্ধার হয়েছে।'

কাপড় ব্যাংক

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : কোচবিহারের চানমারি এলাকায় 'কাপড় ব্যাংক' খুলল 'মানুষ মানুষের জন্য' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের তরফে রানা দাস জানিয়েছেন, একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে যেখানে শতাধিক পুরোনো বস্ত্র রয়েছে। যাঁদের পোশাক প্রয়োজন তাঁরা সেখান থেকে বিনামূল্যে তা নিয়ে যাবেন। যাঁদের বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় পোশাক রয়েছে তারা সেই ব্যাংকে পোশাক রেখে যেতে পারবেন।

সাহায্য

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে রাসচক্র নির্মাতা অসহায় আলতাফ মিয়াঁর পাশে দাঁড়ালেন সমাজসেবী দীপঙ্কর মণ্ডল। রবিবার আলতাফের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে একমাসের খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি চিকিৎসার জন্য অর্থ জোগাড় করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দীপঙ্করবাবু।

পত্রিকা প্রকাশ

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : রবিবার সাহিত্য সভা হলঘরে মোহনা সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান হল। পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি এদিন সেখানে বিজয়া সম্মিলনি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাক্তনী সভা

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : রবিবার স্টুডেন্টস হেলথ হোমে জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের সভা হয়। সেখানে জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা।

সুবিচার চান মৃত গবেষক-ছাত্রীর ভাই

মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালকে ই-মেল

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : দিদির মৃত্যুর ঘটনার সুবিচার পাননি বলে অভিযোগ তুললেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত গবেষক ছাত্রীর ভাই। অভিযুক্ত অধ্যাপককে ১৫ দিনের মধ্যে সাসপেন্ড না করা হলে এবার শিক্ষা দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিচার পেতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ৫ মাস পরেও রহস্যের জট খোলেনি। গত ১৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এক ভাড়াবাড়িতে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর রহস্য দানা বাঁধে। ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধার্থশংকর লাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত অধ্যাপককে সাসপেন্ড করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, জেলে বসে থেকেই সম্পূর্ণ বেতন পেয়েছেন সেই অধ্যাপক। জামিন পেয়ে কাজে যোগ দিয়ে তিনি ক্লাসও নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেন অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হল না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি, তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছে ওই ছাত্রীর পরিবার। মৃত্যুর বিচার পেতে নতুন করে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

ছাত্রীর ভাই বলেছেন, রেজিস্ট্রারের কাছে বারবার অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও সুরাহা পাওয়া যায়নি। চাকরি স্থগিত না হয়ে পুনরায় কর্মজীবনে বহাল রয়েছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী চাকরি স্থগিত হওয়া আরও আগেই উচিত ছিল। এই অবস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না করলে শিক্ষা ভবনের সামনে পরিবারকে নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসব। পাশাপাশি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত যাব ও সিবিআই তদন্তের দাবি জানাব।

বিচারপ্রার্থী

- ১৬ মে গবেষক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
- বিভাগীয় সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
- জেলে থাকলেও তাঁকে সাসপেন্ড করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
- ১৫ দিনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি মৃতার পরিবারের

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ওই ছাত্রী। ২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগে গবেষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অভিযোগ, বিভাগীয় সুপারভাইজার সিদ্ধার্থশংকর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি রাখেননি তিনি। এমনকি জানাজানি করলে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন ওই সুপারভাইজার। আর তারপরই ওই ছাত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

একজন অধ্যাপক এত বড় কাণ্ড ঘটানোর পরেও কীভাবে কলেজে থাকতে পারেন? এই প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রবিবার ই-মেলে অভিযোগ জানিয়েছে ওই ছাত্রীর পরিবার।

অভিযুক্ত অধ্যাপককে একাধিক প্রশ্ন করা হলেও একটিও উত্তর দেননি তিনি। তিনি শুধু বলেন, 'ওই ছাত্রীর পরিবার যা খুশি তাই অভিযোগ করতেই পারে। আমি কোনও মন্তব্য করব না। যা বলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারই জানাবেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস জানিয়েছেন, 'সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিয়েছি। আগের রেজিস্ট্রার থাকাকালীন কী ঘটেছিল, তা পুরোপুরি জানা নেই। ফাইলপত্রে কী রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার পর এই বিষয়ে কথা বলতে পারব।'

পরপর দীপাবলি, কালীপুজো ও ছটপুজো। কোচবিহারের বাজারে পুজোর সামগ্রীর পসরা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কেন্দ্রীয় হাসপাতাল গড়তে জমির খোঁজ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : এইমসের ধাঁচে ফের উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল গড়ে তোলার চেষ্টা। ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এই ইস্যুতে সক্রিয় বিজেপি। রায়গঞ্জের পানিশালিতে জমি না পাওয়া গেলে বা রাজ্য সরকার যদি সহযোগিতা না করে, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের জমি ব্যবহারের পথে হাঁটতে পারে কেন্দ্রের শাসকদল। এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার কাছে দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডের নেতারা। এদিকে, সূত্রের খবর, নাড্ডা জমি চিহ্নিত করার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ইতিমধ্যে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, 'উত্তরবঙ্গে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হবে।' যদিও এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

ভোট এলে উত্তরের হাওয়ায় ভাসতে শুরু করে এইমসের ধাঁচে হাসপাতালের ইস্যু। তবে তার প্রভাব ভোটের বাক্সে কতটা পড়ে, সে নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। দেড় দশক পেরিয়ে এইমসকে নতুন করে হাতিয়ার করতে চাইছে রাজ্যের পদ্ম নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করতে গেলে এইমসের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যে গেমচেঞ্জারের ভূমিকা নিতে পারে, সে কথা কেন্দ্রীয় নেতাদের বোঝাচ্ছেন বাংলার নেতারা।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বঙ্গ বিজেপির একটি দল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করে। তাঁর সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন। ওই সময় নাড্ডা জমি দেখার নির্দেশ দেন। দু'বছর আগে শিলিগুড়ি সফরে এসেও এইমস তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে এখনও সেই সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়নি। জমিজট থেকেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইন। একটি রাজ্যে একের বেশি এইমস সম্ভব নয় আইনত। যেহেতু কল্যাণীতে একটি রয়েছে, ফলে উত্তরবঙ্গে আরও একটি তেমন হাসপাতাল গড়ে তোলা যায় না। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আইন সংশোধন করা যেতে পারে। তাছাড়া এইমসের পরিবর্তে সেই ধাঁচে অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ার ক্ষেত্রে আইনি বাধা থাকে না।

লক্ষ্য বিধানসভা

- সুকান্তর নেতৃত্বে বঙ্গ বিজেপির প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে
- সূত্রের খবর, জমি দেখার নির্দেশ দিয়েছেন নাড্ডা
- পানিশালিতে জমি না পেলে বা রাজ্য সাহায্য না করলে, কেন্দ্রের জমি ব্যবহার
- রাজ্য বিজেপির সভাপতির দাবি, তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ

২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গে এইমস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন রায়গঞ্জের তৎকালীন সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। সেসময়কার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোলাম নবি আজাদ সবুজ সংকেত দেওয়ায় পানিশালিতে জমিও চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু দু'বছরের মাথায় রাজ্যের মসনদে পরিবর্তনের পর রায়গঞ্জ থেকে এইমস চলে যায় কল্যাণীতে। যা নিয়ে কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপি আন্দোলনের রাস্তায় নামে।

এরপর থেকে প্রতিটি ভোটে বিরোধী দলগুলি এইমস-কে ইস্যু করে তোলে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। দলের তরফে তাই ফের চেষ্টা শুরু হল। '২৬-এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার সেব্যাপারে এবার কোনও পদক্ষেপ করে কি না, সেদিকে তাকিয়ে সব পক্ষ।

মাদক পাচারের পান্ডা গ্রেপ্তার

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : ব্রাউন সুগার কারবারে জড়িত কোচবিহারের দুই পান্ডা অবশেষে পুলিশের নাগালে। মালদার কারবারিদের সঙ্গে যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহারে নিজেদের 'ব্যবসা' ছড়িয়েছিল টাকাগাছের আমিন চৌধুরী ও তোর্ষার বাঁধের পার এলাকার বাসিন্দা কাশেম আলি। পুলিশের হাত ফসকে পালিয়ে গা-ঢাকা দিলেও শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার বাঁধের পার থেকে কোতোয়ালি থানার পুলিশ আমিন ও কাশেমকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত ব্রাউন সুগারের আরেক কারবারি মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা মহম্মদ নুর জাওয়ানকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, 'ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি প্যাকেটে ২০৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গিয়েছে।'

কোচবিহারে শেষ কয়েকবছর ধরে ব্রাউন সুগারের রমরমা শুরু হয়েছে। নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশ এই মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ব্রাউন সুগার কারবারের যে কয়েকটি চক্র সক্রিয় রয়েছে, তাদের মধ্যে আমিন ও কাশেমদের চক্রটি বেশ বড়সড়ো ছিল বলেই পুলিশের দাবি। টাকাগাছ, দর্জিপাড়া, রাজারহাট, ফাঁসিরঘাট, তোর্ষার বাঁধের রাস্তা সহ কোচবিহারের বেশকিছু জায়গায় কারবার চলত। মূলত মালদা থেকে চোরাপথে ব্রাউন সুগার পৌঁছাত। সেগুলি তারা 'পুরিয়া' হিসেবে তৈরি করে বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিত। গত শুক্রবার মালদা থেকে ২০৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার নিয়ে একটি গাড়িতে চেপে মহম্মদ নুর কোচবিহারে পৌঁছায়। আমিন ও কাশেমের কাছে সেটি হস্তান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। তবে নুর পালাতে পারেনি। তাকে পুলিশ সেদিনই গ্রেপ্তার করে। দু'দিন ধরে পালিয়ে থাকা আমিন ও কাশেমের তল্লাশি চলতে থাকে। রবিবার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্রাউন সুগার কারবারিদের আরও হদিস মিলবে বলে আশাবাদী পুলিশ। পুলিশের দাবি, কোচবিহারে যে চক্রগুলি সক্রিয় রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে। প্রচুর ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির

মেখলিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরির লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়াত চিকিৎসক হীরকজ্যোতি অধিকারীর স্মৃতিতে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফাইট ব্যাক কোভিড গ্রুপের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কল্পতরু ও পশ্চিমবঙ্গ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির সহযোগিতায় শিবিরটি আয়োজিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অঙ্কিতা অধিকারী, ফাইট ব্যাক কোভিড গ্রুপের কর্ণধার তন্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। এদিন মোট ১১৮ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। যা শিলিগুড়ি রোটারি ক্লাব ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক বলেন, 'গত বছর এই দিনে আমার ছেলে হীরকজ্যোতি প্রয়াত হয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে একটি ব্লাড ব্যাংক তৈরি হবে। ব্লাড ব্যাংক না থাকায় এখানকার মানুষদের রক্তের প্রয়োজনে ছোটাছুটি করতে হয়। এজন্যই এদিনের এই কর্মসূচি। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে তিনি দ্রুত এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেন।'

সিতাইয়ে সবচেয়ে 'গরীব' প্রার্থী সংগীতা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে দাখিল করা নির্বাচনি হলফনামা অনুযায়ী চার দলের প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে গরিব প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সংগীতা রায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হলফনামায় নিজের স্বামী হিসাবে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম দিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। বিতর্ক এড়াতে এবারের নির্বাচনে সংগীতা তাঁর স্বামীর নাম এড়িয়ে গিয়েছেন। সেই চাপানউতোরের মধ্যে হলফনামায় দাখিল করা সম্পত্তির হিসাবে মূল চার দলের প্রার্থীর মধ্যে সংগীতার সম্পত্তি সবচেয়ে কম।

নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। শুধু প্রার্থী ঘোষণাই নয়, প্রার্থীরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তাঁদের নির্বাচনি হলফনামাও দাখিল করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, সংগীতা তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন ২৭ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭০ টাকা। এর মধ্যে সোনা রয়েছে ৭ লাখ ৭৮ হাজার ১০০ টাকার। হলফনামায় সাংসদ স্বামীর নাম এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর সম্পত্তি এখানে যোগ হয়নি। এ ব্যাপারে জানতে একাধিকবার সংগীতাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) অবশ্য বললেন, 'আয়-ব্যয়ের হিসাব যার যেটা আছে, তাকে সেটা হলফনামায় দেখাতে হবে। এখানে লুকিয়ে রাখার কোনও ব্যাপার নেই।'

হলফনামায় বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায় এবং তাঁর স্ত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ সবমিলিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি। এর মধ্যে দীপক রায় তাঁর জমির দাম দেখিয়েছেন ৩৯ লাখ টাকা এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৮০৮ টাকা। এছাড়া তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০০ টাকা। দীপকের কথায়, 'জমিজমা এবং অন্যান্য সম্পত্তি মিলিয়ে আমার প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে।'

বামফ্রন্ট প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা সবমিলিয়ে সম্পত্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন ৫০ লাখ টাকা। অরুণের দাবি, 'আমার যা সম্পত্তি রয়েছে, হলফনামায় সেটাই দেখিয়েছি। সঠিক ভোট হলে নির্বাচনে আমারই জয় হবে।'

অন্যদিকে, কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায়সিংহ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার ২৯৭ টাকা দেখিয়েছেন। হরিহর জানালেন, এছাড়া তাঁর আরও তিনবিঘার মতো জমি রয়েছে। যার বাজারমূল্য ১০-১২ লাখ টাকা। সেটাও হলফনামায় দেখানো হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত মোট সম্পত্তি প্রায় ৩০ লাখ টাকা। এছাড়া, তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৬৯ টাকা।

সস্তার প্রলোভনে পা বাড়ানোই 'কাল' ট্রেকিংয়ে

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ২০১৬-র ফেব্রুয়ারিতে সিংলায় ট্রেকিং অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে যোগ দিয়ে প্রাণ খুইয়েছিল ১৫ বছরের এক ছাত্র। গত শুক্রবার ভোররাতে প্রাণ হারান উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা বিপ্লব বাগচী। ট্রেক শেষ করার পর শ্বাসজনিত সমস্যা শুরু হয় তাঁর। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। যথারীতি এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয়েছে। কয়েকদিন চলবেও। তারপর সমস্ত কিছু পাহাড়-চাপা পড়ে যাবে অতীতের মতো। বারবার এমন ঘটনা ঘটছে কেন? অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সংক্রান্ত পর্যটনমন্ত্রকের নির্দেশিকা উপেক্ষা করে সস্তার প্রলোভনে পা বাড়ানোই 'কাল' হয়ে দাঁড়াচ্ছে পর্যটকদের জন্যে। উত্তরের পর্যটনে 'মধু' রয়েছে, এই ধারণা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্যটন ব্যবসায় ঝোঁক বেড়েছে।

বাড়বে ভিড়

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, মূলত পুজোর পরদিন এই মন্দিরে ভক্তের ঢল নামলেও পুজোর রাতে গড়ে তিন-চার হাজার ভক্ত মন্দিরে উপস্থিত থাকেন।

বর্তমানে মূল ফটকটি বন্ধ থাকলেও মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা কিন্তু লেগেই আছে। আলিপুরদুয়ার থেকে তারকনাথ ভট্টাচার্য সম্প্রতি পরিবার নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে আসা তারকনাথের কথায়, 'গতবছর পুজোর রাতে এখানে পুজো দেখে পরদিন সকালে প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছি। এবারও তেমনটাই ইচ্ছা আছে।' স্ত্রী জয়শ্রীকে নিয়ে শিলিগুড়ির বাসিন্দা শম্ভুনাথ সেন মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। মূল ফটক বন্ধ দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে বললেন, 'এত কষ্ট করে এসেও মায়ের দেখা পেলাম না। পুজোর পরদিন সকালে আবার আসব।' মন্দির কমিটির সম্পাদক সুব্রত সাহা অবশ্য কিছুটা চিন্তায়, 'সেবকে আজকাল বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাই এ নিয়ে বেশ চিন্তায় আছি। বৃষ্টি হলে ভক্তদের এখানে আসতে সমস্যা হবে।' প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে আরও তিনজন পুরোহিত এবার পুজোয় বসবেন। বুধবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে পুজো শুরু হয়ে রাতভর চলবে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

উন্নয়নে পছন্দের প্রস্তাব দেয় ঠিকাদার সংস্থা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : সরকারি কাজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন ঠিকাদাররা। কোথায় রাস্তা প্রয়োজন, কোন পথ পাকা করতে হবে, কোথায় বসাতে হবে পেভার্স ব্লক, কোথায় সেতু তৈরি হওয়া দরকার- এসবের জন্য প্রস্তাব স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভার তরফে খুব বেশি পাঠাতে হয় না। মানুষের সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য জেলায় জেলায় চষে বেড়াচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদার সংস্থা। তারা সরাসরি এসে দপ্তরের কর্তাদের কাছে তথ্য দিচ্ছেন। সেখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে যাচ্ছে প্রস্তাব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ যদিও দপ্তরের কোথাও বেআইনি কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'দপ্তরে সমস্ত কাজ স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে।'

অভিযোগ, অনলাইনে বিভিন্ন এজেন্সি টেন্ডার জমা করার পর, সেগুলো কত শতাংশ কমে কাজ করার কথা লিখেছে, সেই তথ্য নির্দিষ্ট এজেন্সিগুলো খবর পেয়ে যায় আগেভাগে। সেইমতো তারা আরও ০.৫ অথবা ১ শতাংশ কম দর দিয়ে টেন্ডার জমা করছে। এই চক্রের দাপটে টেন্ডারে অংশ নিয়েও হাত গুটিয়ে ফিরতে হয় অধিকাংশ এজেন্সিকে। অভিযোগ, আগের দুই মন্ত্রীর আমলে টেন্ডার নিয়ে কিছুটা প্রতিযোগিতা হত। এখন অবশ্য সবটা চলছে সেটিংয়ে।

চরমে স্বজনপোষণ

- ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুটিকয়েক এজেন্সিকে বারবার বরাত দেওয়া হয়
- বহু এজেন্সি প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেও নানা কারণে বাতিল করা হচ্ছে টেন্ডার পেপার
- অভিযোগ, বাকিরা কত শতাংশ কমে কাজের কথা লিখেছে, সেই তথ্য ফাঁস আগেই
- আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ এজেন্সিগুলো তার কম দরে জমা করছে টেন্ডার

সরকারি নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদ (শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে মহকুমা পরিষদ) হোক বা কোনও পুরসভা এলাকার উন্নয়নের জন্য এই দপ্তরের কাছে কাজের প্রস্তাব পাঠাবে। সেই প্রস্তাব আসার পর দপ্তর মনে করলে ডিটেলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে কাজের জন্য কত টাকা খরচ হতে পারে, তা খতিয়ে দেখবে। এরপরে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে হবে কাজের টেন্ডার। কিন্তু দপ্তর সূত্রের খবর, এখন পঞ্চায়েত বা পুরসভা নয়, সবচেয়ে বেশি উন্নয়নের প্রস্তাব দপ্তরের আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি এজেন্সি ঠিক করে দেয়। আট জেলায় এজেন্সির লোকজন ঘুরে ঘুরে রাস্তা, সেতু থেকে স্কুলের প্রাচীর সহ যে সমস্ত কাজ প্রয়োজন, তার একটা হিসাব তৈরি করে উত্তরকন্যায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত বা পুরসভাকে ওই কাজের প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়। আবেদন আসার পরে হচ্ছে টেন্ডার।

শেষ ইচ্ছায় ইতি প্রথায়

প্রথম পাতার পর

তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে অভিজিৎ রায় পুজোর হাল ধরেন। পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অভিজিৎ বর্তমানে শিলিগুড়িতে থাকেন। প্রতি বছর পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে আসেন। যদিও জোতদারের অধীনে এখন আর আগের মতো জমি নেই। তবে প্রজারা এলাকায় আছেন। তাই পুরোনো ঐতিহ্য মেনে এই পুজোয় এলাকার সবাই শামিল হন।

শুরু থেকে এখানকার প্রতিমা মন্দিরেই তৈরির নিয়ম। জোতদারের আমলে পশ্চিম সিরুবাড়ির সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল কালী প্রতিমা তৈরি করতেন। এখন তাঁর ছেলে গোবিন্দ পাল মন্দিরে এসে শ্যামাকালীর প্রতিমা তৈরি করছেন। পুজোর রাতেও তিনি মন্দিরে এসে মায়ের চক্ষুদান করবেন। গোবিন্দর কথায়, 'নিরামিষ খেয়ে ধোয়া পোশাক পরে এই প্রতিমা তৈরির নিয়ম। সেই প্রথা মেনেই কাজ চলছে।' তবে জোতদারবাড়ির এই পুজোর পর মন্দিরে কিন্তু কালী প্রতিমা রাখা হয় না।

স্থানীয়রা জানান, একবার প্রতিমা রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেবার প্রতিমার গায়ে কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। সেই ঘটনাকে অমঙ্গল হিসেবেই বাসিন্দারা মানেন। তাই প্রতিবার পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। গোটা বছর অবশ্য মন্দিরে ঘটপুজো হয়। স্থানীয়দের কাছে এই মা কালী জাগ্রত। তাই এখানে অনেকেই মানত করেন। আশপাশে কারও বাড়িতে অনুষ্ঠান হলেও মন্দিরে এসে আগে পুজো দেন।

এখানকার বলি নিয়ে বহু কথাই আছে। মৃত্যুর আগে জোতদারের স্ত্রী কেন সেই বলি বন্ধের নির্দেশ দেন তা স্পষ্ট নয়। ছেলে অভিজিতের বক্তব্য, 'মা কেন এমনটা বলে গিয়েছিলেন জানা নেই। তবে মায়ের নির্দেশ মেনেই শেষটায় বলিপ্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'এখন বিজ্ঞানমনস্ক সচেতন বাসিন্দারাও বলির বিপক্ষে। মৃত্যুর আগে মাও হয়তো তা বুঝতে পেরেছিলেন।'

স্থানীয় পুজো উদ্যোক্তা উজ্জ্বল ঠাকুরের কথায়, 'বলি না হলেও নিয়মনিষ্ঠা সহকারেই গোটা পুজো হবে। ভক্তরা মায়ের নামে পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করতে পারবেন।'

সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের বিরুদ্ধে অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল সিতাইয়ের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের তীর্থ মহারাজের বিরুদ্ধে। এনিয়ে মেটেলি থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে নাথো মুন্ডার তরফে। অভিযোগকারীর কথায়, 'যে ভাষায় ওই সন্ন্যাসী তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের অপমান করেছেন, তা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুই তো তফশিলি উপজাতিভুক্ত। আমরা এর কড়া প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

সংশোধনী

রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ'এর তিনের পাতায় 'নগেনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ' খবরে নগেনের বিরুদ্ধে নয়, তীর্থ মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়তে হবে।

বৈঠক

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৭ অক্টোবর : গ্রেটার কোচবিহার কিংবা কামাতাপুর আলাদা রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু সংগঠন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তি আলোচনা করতে কামাতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি (কেএসডিসি)-এর গণ ডেপুটেশন হবে ৪ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর বলে সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই বিষয়ে আলোচনা করতে রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতার গুমানিহাটে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ও আলোচনা করল ছাত্র সংগঠন অল কামতাপুর স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (ইন্ডিপেন্ডেন্ট) বা আকসু(আই)। আকসু(আই)-এর সভাপতি কৌশিক বর্মন বলেন, 'কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি ৪ নভেম্বর অসমের চিরাংয়ে ও ১১ নভেম্বর জেলা শাসকের মাধ্যমে ভারত সরকারকে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হবে।'

পুলিশের নজর এড়িয়ে পাচার

প্রথম পাতার পর

সেগুলি আলিপুরদুয়ারের দিক থেকে কোচবিহারে আনা হচ্ছিল। ২৪ অক্টোবর চ্যাংরাবান্ধায় ৪৩টি গোরু উদ্ধার হয়েছে। ১৮ অক্টোবর বক্সিরহাট থানার পুলিশ ৩৯টি মোষ বাজেয়াপ্ত করেছে। সেগুলি বিহারের নম্বরযুক্ত একটি গাড়িতে করে পাচার করা হচ্ছিল।

জোট মর্ম ভুলে গেলে সাফল্য দূর অস্ত ভাইবোনের

প্রথম পাতার পর

সোনিয়া গান্ধি তাঁর উত্তরাধিকার প্রিয়াংকাকেই দিয়ে যাবেন, রাহুলকে নয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য প্রিয়াংকার বদলে রাহুল রাজনীতিতে প্রথম পদার্পণ করেছেন। আর এখন সোনিয়ার ইচ্ছাতেই প্রিয়াংকা ওয়েনাডে প্রার্থী হয়েছেন।

প্রশ্নটা এখানেই আসছে। রাহুল-প্রিয়াংকার যৌথ নেতৃত্ব কংগ্রেসের হৃত গৌরব কতখানি ফিরিয়ে আনতে পারবে। রাহুল-প্রিয়াংকার চলার পথটি এখনও অতটা মসৃণ নয়। গান্ধি পরিবারের সদস্যদের কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেখলে দলের সমর্থকরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন ঠিকই, তাতে হয়তো কিছুটা লাভবানও হয় কংগ্রেস, কিন্তু শুধু এতেই কংগ্রেসকে দিল্লি দখলের জায়গায় ফিরিয়ে আনা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ বিজেপি নামক যে দলটির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সর্বক্ষণ লড়তে হচ্ছে সেই দলটি নির্বাচনি রাজনীতির নানাবিধ কৌশল নির্মাণে অনেকটাই দড়।

বিজেপির আগ্রাসী হিন্দুত্ব এবং জাতপাতের রাজনীতির সামনে গত এক দশকে কংগ্রেসকে অনেকটাই পিছু হটতে হয়েছে। তদুপরি হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং সেইসঙ্গে গোষ্ঠী রাজনীতি দলকে আরও হীনবল করেছে।

গত নির্বাচনে কংগ্রেসের কিছু সাফল্য এসেছে ইন্ডিয়া জোটে তার শরিকদের কাঁধে ভর করে। এটাও স্বীকার করতেই হবে, লোকসভা নির্বাচনে শরিকদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার বিষয়ে রাহুল নিজে আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে প্রিয়াংকাও উদ্যোগী হয়েছিলেন। অখিলেশ যাদবের সঙ্গে রাহুল-প্রিয়াংকার সুসম্পর্ক সেক্ষেত্রে অনেকটাই কাজে লেগেছিল। কিন্তু রাহুল-প্রিয়াংকা শরিকদের সম্পর্কে যে নমনীয়তা দেখাতে পেরেছিলেন, সেই নমনীয়তা অনেক রাজ্যেই কংগ্রেস নেতারা দেখাতে পারেননি। তার ফল ভোগ করতে হয়েছিল কংগ্রেসকে। তার প্রমাণ বিগত মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় বিধানসভার নির্বাচন।

কিন্তু কংগ্রেসের মতো একটি দল যখন একক শক্তিতে দিল্লি দখলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শরিকদের ওপর ভর করেই তাকে পথ চলতে হয়, তখন পুরোনো ঘিয়ের গন্ধ তাকে শুঁকলে চলে না। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের যে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে উচ্ছ্বসিত হয়েছে কংগ্রেস, সেখানেও ওমর আবদুল্লার হাত না ধরলে কংগ্রেসের পক্ষে এই সাফল্য সম্ভব হত না।

কংগ্রেস নেতাদের সমস্যা জয়ের আস্বাদ পেলেই তাঁরা এই বাস্তবটি ভুলে যান। জম্মু -কাশ্মীরের সাফল্যের পাশাপাশি কিন্তু হরিয়ানায় জেতা লড়াই হেরে বসে আছে কংগ্রেস। তার বড় কারণ, জয়ের আগেই জেতার বিষয়ে অতি আত্মবিশ্বাস এবং শরিকদের অগ্রাহ্য করার মানসিকতা। হরিয়ানায় বিজেপি জাতপাতের রাজনীতির যে চাল চেলেছিল আত্মবিশ্বাসে ভুগতে থাকা কংগ্রেস তার ঠিকঠাক মোকাবিলাই করতে পারেনি। সামনেই উত্তরপ্রদেশে এবং অসমে কয়েকটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনগুলিতে লড়ার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস তার জোট মানসিকতার পরিচয় দেখাতে পারছে না। উত্তরপ্রদেশ এবং অসম দুটি রাজ্যেই কংগ্রেসের মনোভাবে ক্ষুব্ধ তার জোট শরিকরা। অসমে বিরোধী জোট থেকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েছে তার শরিকরা। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব কংগ্রেসের ওপর বিরক্ত হয়ে সবক'টি আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়ে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র যেখানে এবার ইন্ডিয়া জোটের জেতার সম্ভাবনা প্রবল সেখানেও আসন নিয়ে অবাস্তব সব দাবি তুলতে শুরু করেছে কংগ্রেস। এরপর এইসব রাজ্যে বিরোধী জোটের ফল যদি খারাপ হয় তার অনেকটা দায় কংগ্রেসকেই নিতে হবে।

দরকষাকষি করার জায়গায় যে কংগ্রেস এখন নেই এটা রাহুল-প্রিয়াংকাকেও বুঝতে হবে। দলের নেতাদেরও বোঝাতে হবে তাঁদের। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগতে থাকা নরেন্দ্র মোদিকেও কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠেলায় পড়ে শরিকদের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। মোদি এক্ষেত্রে রাহুল-প্রিয়াংকার সামনে বড় উদাহরণ হতে পারেন। জোট বিনা আপাতত কংগ্রেসকে সাফল্য এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাহুল-প্রিয়াংকার নেই। জোট রাজনীতির এই নমনীয়তা যদি রাহুল-প্রিয়াংকা দেখাতে পারেন, জোট রাজনীতির নমনীয়তা সম্পর্কে যদি দলের নেতাদের সচেতন করে তুলতে পারেন, তবে সুদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে আবার তাঁরা সুদিন ফিরিয়ে দিতে পারবেন। সে পর্যন্ত তাঁদের ধৈর্য ধরতেই হবে। গান্ধি পরিবারের পুরোনো ঘিয়ের গন্ধ শুঁকে মাতোয়ারা হয়ে থাকলে চলবে না।

বিরাটদের দিকে আঙুল তুলছেন ইরফান

ফাইনালের রাস্তা কঠিন কুম্বলে

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : সহজ অঙ্কটা গুলিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে এখনও শীর্ষে থাকলেও ফাইনালের রাস্তা কঠিন সিরিজ হেরে। চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে ভারতের বাকি ৬টি টেস্টের মধ্যে এখন গোটা চারেক জিততে হবে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে। একটি চলতি সিরিজের মুম্বই টেস্ট। পরের পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

অঙ্ক মেলানো যে সহজ নয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরদেরও। সিরিজ হারের লজ্জার মাঝে যা চাপ বাড়িয়েছে ভারতীয় থিংকট্যাংকের। পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে দলগত ক্রিকেটে জোর দেওয়ার পরামর্শ অনিল কুম্বলের। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, বাকি ছয় ম্যাচে টিম হিসেবে ঝাঁপাতে হবে।

১৩ ম্যাচ খেলে ভারতের ৮টি জয়, ৪টিতে হার। ১টি ড্র। ৬২.৮২ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০%), শ্রীলঙ্কা (৫৫.৫৬%), নিউজিল্যান্ড (৫০.০০%)। বর্তমানে ৫ নম্বরে থাকলেও ফাইনালের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও (৪৭.৬২%)। কারণ, শেষ দুইটি সিরিজই তারা খেলবে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের যে অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে কুম্বলে বলেছেন, ‘সিরিজ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া। কিন্তু বাকি ম্যাচগুলির মতো শেষ টেস্টেও গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছে। ডব্লিউটিসি-র মজা এখানেই। জোড়া হারে নিজেদের অবস্থা ইতিমধ্যেই কঠিন করে ফেলেছে ভারত। অথচ, সিরিজ শুরুর আগে বলছিলাম, বাকি ম্যাচগুলির মধ্যে ৫টি জিতে অনায়াসে ফাইনালে চলে যাবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এখন বাকি ছয়ের চারটিতে জিততেই হবে। সবকয়টি ম্যাচই কঠিন। একটা আত্মবিশ্বাসে ফুটতে থাকা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। পরের পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ায়।’ ভারতের সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিকের মতে, বোলারদের কারণেই এখনও পর্যন্ত শীর্ষে রয়েছে ভারত। কিন্তু ব্যাটারদের এগিয়ে আসতে হবে। ‘গত দুই অজি সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে ভারত। কিন্তু ফাইনালের অঙ্ক মেলাতে যে সিরিজ আরও উত্তেজক। দলগত ক্রিকেট জরুরি। সত্যি বলতে, ব্যাটিং হতাশ করছে। তারপরও এখনও শীর্ষে থাকার কারণ, বোলাররা ম্যাচে ২০ উইকেট নিচ্ছে। ব্যাটিংয়ে উন্নতি দরকার। রান করতে হবে ব্যাটারদের।’

দলের সিনিয়ার সদস্য হিসেবে যে দায়িত্বের কথা ইরফান পাঠান মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। সামাজিক মাধ্যমে ইরফান লিখেছেন, ‘সাবাস নিউজিল্যান্ড, ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতার জন্য। ভারতীয় দলের ক্ষেত্রে বলব, সিনিয়ারদের এগিয়ে আসতে হবে। ক্রিকেটের সেরা ফরম্যাটে নিজেদের মেলে ধরতে হবে। পরবর্তী তিন মাস নিশ্চিতভাবে (অজি সফর ধরে) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওদের জন্য।’

দীনেশ কার্তিক আবার জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের যুক্তি, হোয়াইটওয়াশ বা অন্য যে চাপই থাকুক না কেন, বুমরাহকে খেলালে ভুল করবে ভারত। সামনে কঠিন ও লম্বা অজি সফর। তার আগে বুমরাহর পর্যাপ্ত বিশ্রাম জরুরি। মুম্বই টেস্টে বুমরাহর জায়গায় মহম্মদ সিরাজ খেলুক।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্ক

- ১৩ ম্যাচ খেলে ভারতের ৮টি জয়, ৪টিতে হার। ১টি ড্র।
- ৬২.৮২ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে টিম ইন্ডিয়া শীর্ষে থাকলেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০%), শ্রীলঙ্কা (৫৫.৫৬%), নিউজিল্যান্ড (৫০.০০%)।
- বর্তমানে ৫ নম্বরে থাকলেও ফাইনালের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও (৪৭.৬২%)।
- কারণ, শেষ দুইটি সিরিজই প্রোটিয়ারা খেলবে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

ক্যাপ্টেন রোহিতকে সতর্ক হতে বলছেন মঞ্জরেকার

সবে দায়িত্ব নিয়েছে, গম্ভীরের পাশে শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় সবে পা দিয়েছেন। হাতে সদ্য টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলের ভার। গুরুদায়িত্বের শুরুটা অম্লমধুর। শ্রীলঙ্কার মাটিতে ওডিআই সিরিজ হারের পর নিউজিল্যান্ডের হাতে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খোয়ানো। উত্তাপ ভালোমতোই টের পাচ্ছেন ভারতীয় দলের নতুন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর।

বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের পাশাপাশি সমর্থক-সমালোচকদের নিশানায় হেডস্যর গম্ভীরও। কঠিন সময়ে অবশ্য গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, সবে দায়িত্ব নিয়েছে। সব বুঝে নিতে কিছুটা সময় প্রাপ্য। এত তাড়াতাড়ি কাঠগড়ায় তোলা অযৌক্তিক।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডকোচ শাস্ত্রী বলেছেন, ‘দুই টেস্টেই আধিপত্য দেখিয়ে ভারতকে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। যথেষ্ট ভাবার বিষয়। গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। ভারতের মতো সমর্থকপুষ্ট দলকে সামলানো সহজ নয়। সবে ওর কোচিং কেরিয়ার শুরু হয়েছে। আশা করি, দ্রুত শিখে নেবে।’ ১৮টি হোম সিরিজের পর বিজয়রথ থমকে গিয়েছে। চুরমার ঘরের মাঠে ১২ বছর অপরাজিত থাকার তকমা।

ব্যর্থতার জন্য কোচকে দুষতে নারাজ সঞ্জয় মঞ্জরেকারও। বরং রোহিতকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রাক্তন ব্যাটার। পুনে টেস্টে হারের পর মঞ্জরেকার বলেছেন, ‘প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ৪৬ রানে আউটই সিরিজের ভাগ্য কার্যত গড়ে দেয়। স্কোরটা ৪৬-এর বদলে ১৮০ হলে গল্পটা অন্যরকম হত। একাধিক ভুল পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরজন্য গৌতম গম্ভীরকে কাঠগড়ায় তুললে বড় ভুল হবে। আমি মনে করি, ক্রিকেটে দলগত পারফরমেন্সে কোচদের ভূমিকা খুব সামান্য। অধিনায়কই সব। সেক্ষেত্রে রোহিতকে সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে।’

ভুল ধরিয়েও দিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সরফরাজ খানের আগে ওয়াশিংটন সুন্দরকে নামানোর কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না মঞ্জরেকার। বলেছেন, ‘বাঁহাতি বলে ব্যাটিং অর্ডার বদল করে আগে সুন্দরকে নামানো হয়েছে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত বন্ধ হওয়া উচিত। এসব টি২০ ফর্ম্যাটে ঠিক আছে, টেস্টে নয়। রোহিতের উচিত সবদিক খতিয়ে পদক্ষেপ করা।’ ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর মদন লাল আবার অসন্তোষ উগরে দিলেন পিচ নিয়ে। অভিযোগের সুরে বলেছেন, ‘ব্যর্থতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এই ধরনের পিচের কোনও যৌক্তিকতা নেই। জানি না, কার নির্দেশে এরকম পিচ হয়েছে। আমাদের পেস আক্রমণ, স্পিন ব্রিগেড, দুটোই শক্তিশালী। পিচেও সেই ভারসাম্য প্রয়োজন ছিল। এ তো নিজেদের তৈরি ফাঁদে নিজেরাই পরা। ঘরের মাঠে এরকম ভুল মেনে নেওয়া যায় না।’

ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশের আশঙ্কা গ্রাস করছে গৌতম গম্ভীর-রোহিত শর্মার দলকে।

‘সামিকে না পাওয়া ক্ষতি ভারতের’

মেলবোর্ন, ২৭ অক্টোবর : হুংকার, হুমকি ছিলই।

চেনা মেজাজে মনস্তাত্ত্বিক খেলাও শুরু করে দিয়েছেন প্যাট কামিন্সরা। এবার সেই দলে অস্ট্রেলিয়ার হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও। ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মহম্মদ সামির অনুপস্থিতি ‘দুর্বল’ করবে ভারতীয় বোলিংকে।

ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সফরের ১৮ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে ভারত। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি মহম্মদ সামি। গোড়ালির চোট কাটিয়ে এখনও ম্যাচ ফিট নন। আর সামির অনুপস্থিতি নিয়ে অজি কোচের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘ওর অনুপস্থিতি ভারতীয় দলের জন্য বড় ক্ষতি।’

এক সাক্ষাৎকারে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘নাছোড় মনোভাব, লাইন-লেংথের কথা বলে থাকে আমাদের ব্যাটাররা। স্কিলের নিরিখে জসপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সামি পরস্পরের পরিপূরক। আমি মনে করি, সামির অনুপস্থিতিতে যে সুবিধা হাতছাড়া হবে ভারতের। নিশ্চিতভাবে ওদের জন্য বড় ক্ষতি। সামিকে মিস করবে ওরা।’

বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে দলে একঝাঁক পেসার। দিল্লি

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে এবার অজি কোচ

রনজি দলের হরসিৎ রানার সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের পেস-অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডির সঙ্গে আকাশ দীপ ও প্রসিধ কৃষ্ণা ডাক পেয়েছেন। ম্যাকডোলান্ড ভারতীয় পেস ব্রিগেডের যে রিজার্ভ বেঞ্চকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সমীহের সুরেই তাঁর মন্তব্য, ‘তবে সামি না থাকলে ওদের বোলিংকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। গতবার কী হয়েছে, আমরা সবাই জানি। রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটাররা তাদের কাজটা সেরে দেয়। তাই ওদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।’

অজি থিংকট্যাংকের মূল চিন্তা আপাতত ওপেনিং কম্বিনেশন। উসমান খোয়াজার পার্টনার নিয়ে দোলাচলের মাঝে উঁকি মারছে একাধিক নাম। বাড়তি গুরুত্ব নিউ সাউথ ওয়েলসের টিনএজার স্যাম কোনস্টাসকে। ম্যাকডোনাল্ডও সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে বলেন, ‘সেরা টিমই বেছে নেব আমরা। যদি তরুণ প্লেয়ার সেই কম্বিনেশনে ঠিকঠাক হয়, সেই পথেই হাঁটব আমরা। অনেকে বলছেন, তরুনদের নিয়ে ধীরে চলা উচিত। তবে কেউ যদি টেস্টের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে অবশ্যই তার কথা ভাবা হবে। স্যাম যোগ্য হলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।’

উত্তর মিলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের পর (১০ নভেম্বর শেষ হবে)। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ‘এ’ ম্যাচের পরই টেস্ট দল ঘোষণা করা হবে। চলতি শেফিল্ড শিল্ডের পাশাপাশি ‘এ’ ম্যাচের পারফরমেন্স গুরুত্ব পাবে যেখানে।

স্যাম কোনস্টাস ছাড়াও যেখানে ‘এ’ সিরিজে খেলবেন ওপেনিংয়ের দৌড়ে থাকা ক্যামেরন ব্যানক্রফট, মার্কাস হ্যারিস, ম্যাথুউ রেনশ-রাও। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে সাফল্যে খুলে যেতে পারে টেস্ট দলের দরজা।

স্মিথের বিশ্ব টেস্ট একাদশের ওপেনার রোহিত

কোচ গম্ভীরের নয়া ‘ফতোয়া’

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : জোরদার ধাক্কা! ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টে হার। সঙ্গে ১২ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারের লজ্জা। সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। বিশেষ করে ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলা মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে টিম ইন্ডিয়া কীভাবে এমন ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ায়, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে ক্রিকেটমহলে।

> রোহিত অত্যন্ত বিপজ্জনক ক্রিকেটার। নতুন বলে শুরুতেই খেলার ভাগ্য গড়ে দিতে পারে ও। ব্যাট হাতে রোহিত যেমন দুর্দান্ত সব শট খেলতে পারে, তেমনই ওর ডিফেন্সও দারুণ।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

এমন অবস্থায় মিচেল স্যান্টনারদের বিরুদ্ধে তিনদিনে পুনে টেস্ট হারের পর টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে দুই ধরনের ছবি সামনে আসছে। এক, কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁর দলের জন্য নয়া ফতোয়া জারি করেছেন। যেখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সাফল্যের জন্য আরও কঠিন অনুশীলন করতে হবে। টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনের প্রথা শেষ করার কথা জানিয়েছেন কোচ গম্ভীর। এর ফলে ১ নভেম্বর থেকে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্টের আগে পুরো দলকেই দুটি অনুশীলন সেশনে হাজির থাকতে হবে। দুই, টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর যেদিন দলের অনুশীলন নিয়ে এমন ফতোয়া জারি করেছেন, সেদিনই ভারতের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়ায় থাকা স্টিভেন স্মিথ একটি বিশ্ব একাদশ গড়েছেন। সেই দলের ওপেনার হিসেবে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, রোহিতকে ‘অতি বিপজ্জনক’ ক্রিকেটার আখ্যা দিয়েছেন স্মিথ। সময় বড্ড নিষ্ঠুর। খুব দ্রুত বদলে যায় প্রেক্ষিত।

টিম ইন্ডিয়া আপাতত এমন আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ। ঘরের মাঠে দিনকয়েক আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের সময় আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছিল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট ও সিরিজ হারের পর ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। বদলে রোহিতরা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কেমন ব্যবধানে সিরিজ হারতে পারেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। তার মধ্যেই আজ অস্ট্রেলিয়ার এক চ্যানেলে তাঁর বিশ্ব একাদশ বেছে নিয়েছেন স্মিথ। হিটম্যানকে সেই দলের ওপেনার করে স্মিথ বলেছেন, ‘রোহিত অত্যন্ত বিপজ্জনক ক্রিকেটার। নতুন বলে শুরুতেই খেলার ভাগ্য গড়ে দিতে পারে ও। ব্যাট হাতে রোহিত যেমন দুর্দান্ত সব শট খেলতে পারে, তেমনই ওর ডিফেন্সও দারুণ।’ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ব্যাটে রান নেই হিটম্যানের। কিন্তু তারপরও স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে তাঁর জন্য এসেছে প্রশংসা।

১ নভেম্বর থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা টেস্টে রোহিত রানে ফিরবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সরণিতে ফেরা খুব জরুরি। আরও একটি টেস্টে হার মানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যাওয়া। এমন অবস্থায় কোচ গম্ভীর তাঁর দলের ক্রিকেটারদের সমস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের ঐচ্ছিক অনুশীলনের অভ্যাসে দাঁড়ি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্যাটারদের সমস্যা বুঝে নিতে তিনি এখন মরিয়া।

প্রশ্ন একটাই, এভাবে কি টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং সমস্যা মিটবে? না মিটলে স্যর ডনের দেশে রোহিতদের জন্য আরও যন্ত্রণা অপেক্ষা করে রয়েছে নিশ্চিতভাবেই।

রিটেনশনে জাদেজাকে অগ্রাধিকার চেন্নাইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : আরও কয়েক বছর ক্রিকেট উপভোগ করতে চাই। মহেন্দ্র সিং ধোনির গতকালের মন্তব্যের পর আইপিএল কেরিয়ারে দীর্ঘায়িত করার বিষয়টি স্পষ্ট। ২০২৫ তো বটেই, পরবর্তী মেগা লিগেও মাহিকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। মাহির যে বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজি। সিইও কাশী বিশ্বনাথনের কথায়, এমএস যে সিদ্ধান্ত নেবে, দল মেনে নেবে। এর মধ্যেই রিটেনশন নিয়ে বড় খবর সুপার কিংসের। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় নন, ১ নম্বর রিটেনশন হতে চলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। টি২০ বিশ্বকাপের পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির সঙ্গে সংক্ষিপ্ততম আন্তর্জতিক ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছেন জাদেজা। একসময় ধোনির উত্তরসূরি ধরা হচ্ছিল। সুপার কিংসের নেতৃত্বের ব্যাটনও জাদেজার হাতে তুলে দেন মাহি। নেতৃত্ব ক্ষণস্থায়ী হলেও দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জাদেজা।

রাজস্থানের তালিকায় প্রায় চূড়ান্ত

তারকা স্পিন-অলরাউন্ডারকে ধরে রাখতে প্রথম রিটেনশনের (১৮ কোটি টাকা) ভাবনা। অধিনায়ক রুতুরাজ ও মাথিশা পাথিরানা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিটেনশন। এছাড়া শিবম দুবে, ডেভন কনওয়ে, সমীর রিজভির মধ্যে দুইজন এবং ‘আনক্যাপড’ হিসেবে ধোনি। এদিকে, রাজস্থান রয়্যালসের রিটেনশনের তালিকায় প্রায় চূড়ান্ত। ট্রফি না এলেও গত কয়েক বছরে রাজস্থানের পারফরমেন্স খারাপ নয়। দলে একঝাঁক তারকা। রাহুল দ্রাবিড়কে হেডকোচ করে আনা রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজিও চাইছে গতবছরের কোর টিম ধরে রাখতে।

অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে যে তালিকায় যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ট্রেন্ট বোল্ট, যুযবেন্দ্র চাহালরা রয়েছেন। ভাবনায় আছেন অভিজ্ঞ পেসার সন্দীপ শর্মাও। শোনা যাচ্ছে জস বাটলারকে ছেড়ে দিচ্ছে রাজস্থান। এক নম্বর রিটেনশনের কারণে সঞ্জু সর্বাধিক ১৮ কোটি টাকা পাবেন। যশস্বী, চাহাল যথাক্রমে ১৪ ও ১১ কোটি।

খেলায় আজ

১৯৮৬ : ফয়সালাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৪০ রান তাড়া করতে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রানে অল আউট হয়। পাক লেগস্পিনার আব্দুল কাদির ১৬ রানে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট।

ভাইরাল

রক্ত ঝরিয়ে নায়ক সাজিদ

রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করার সময় রেহান আহমেদের বোলিংয়ে শট খেলার সময় সাজিদ খানের চোয়ালে বল লাগে। দ্রুত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে জার্সি ভিজিয়ে দেয়। অবিচলিত সাজিদ প্রাথমিক চিকিৎসার পর জার্সি বদলে ৪৮ বলে অপরাজিত ৪৮ রান করেন। বল হাতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নেন। তাঁর এই নায়কোচিত কীর্তি সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসা পাচ্ছে।

স্পোর্টস কুইজ

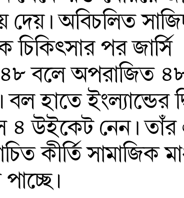

১. বলুন তো ইনি কে?

২. মাত্র দুইজন ভারতীয় দাবাড়ু ২৮০০ পয়েন্টের গণ্ডি টপকেছেন। কী নাম তাঁদের?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ভিনিসিয়াস জুনিয়ার
২. জর্জ উইয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলেশ হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, সুজন মহন্ত, নির্মল সরকার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, রুদ্র নাগ, বিনায়ক রায়, ঋক বসু।

সাদা বলে পাকিস্তানের নয়া অধিনায়ক রিজওয়ান

লাহোর, ২৭ অক্টোবর : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়ক করা হল মহম্মদ রিজওয়ানকে। সহ অধিনায়ক সলমান আলি আঘা। সেইসঙ্গে দলে ফিরলেন বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শা। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হারের পর এই তিন ক্রিকেটার বাদ পড়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামবে। কিন্তু জিম্বাবোয়ে সফরে তরুণদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই জিম্বাবোয়ে সফরের দলে নেই বাবর, শাহিন ও নাসিম। সেইসঙ্গে অধিনায়ক রিজওয়ানও জিম্বাবোয়েতে টি২০ সিরিজে খেলবেন না। রবিবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি মহসিন নাকভি বলেছেন, ‘রিজওয়ানের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সেইসঙ্গে আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদেরও সুযোগ দিতে হবে।’ ৪-১৮ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি একদিনের ও তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। তারপর ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জিম্বাবোয়ে সফরেও রয়েছে তিন ম্যাচের ওডিআই ও টি২০ সিরিজ।

একইদিনে পাক বোর্ড ২০২৪-’২৫ মরশুমের জন্য ২৫ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় এনেছে। বাবর, রিজওয়ানরা ‘এ’ ক্যাটিগোরিতে রয়েছেন। অন্যদিকে, টেস্ট থেকে বাবরের বাদ পড়া নিয়ে বোর্ডের সমালোচনা করা ফখর জামান চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। বর্তমানে ‘বি’ ক্যাটিগোরিতে রয়েছেন শাহিন, নাসিম ও টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদ।

অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ রিজওয়ান। রবিবার।

ঈশানের তিনে ভালো শুরু বাংলা দলের

কেরল-৫১/৪

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মুখে ছিল চওড়া হাসি। শরীরীভাষায় হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। সেই সন্ধ্যার আঁধারেই বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ঈশান পোড়েল (১৮/৩)। বল হাতে ৭ ওভারের স্পেলের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে এসেছে। এবার এগিয়ে চলার পালা।

ঈশানের বোলিংয়ে কেরলের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার ভাগ্য শেষপর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ঈশানের তিন উইকেটের সুবাদে কেরলের বিরুদ্ধে মরশুমের তিন নম্বর রনজি ট্রফি ম্যাচে ভালো শুরু করল টিম বাংলা। মরশুমের প্রথম ম্যাচে ঈশানের ফর্মের পাশে ঋদ্ধিমান সাহার অবদানও থাকল সমানভাবে। চলতি মরশুমে প্রথমবার উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে নেমে দুর্দান্ত তিনটি ক্যাচ নিলেন পাপালি।

বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভিজে থাকার জন্য গতকাল বাংলা বনাম কেরল ম্যাচের প্রথম দিন ভেস্তে গিয়েছিল। আজ সারাদিনে মোট তিনবার পর্যবেক্ষণের পর দুপুর আড়াইটের সময় খেলা শুরুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আম্পায়াররা। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, খেলা আরও আগেই শুরু করা যেত। বিকেল তিনটের সময় হল টস। আর টসে জিতে কেরলকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে দুর্দান্ত শুরু করল বাংলা। ১৫.১ ওভার খেলার পর মন্দ আলোর কারণে আম্পায়াররা যখন দ্বিতীয় দিনের খেলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিলেন, ততক্ষণে ঈশানের পেস ও সুইংয়ে স্বস্তি ফিরেছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে। কাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে দ্রুত কেরলকে অল আউট করে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসের লিড নিশ্চিত করে অন্তত তিন পয়েন্টের দিকে পাখির চোখ করে ফেলেছে বাংলা দল।

আউটফিল্ড ভিজে ছিল আজ সকালেও। বেলার দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় হাজির হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। দুপুর দেড়টার কিছু পরে তিনি মাঠ ছাড়েন। তার আগে বাংলার ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিয়ে যান। লন্ডন থেকে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও নজর ছিল বাংলার ম্যাচের দিকে। সিএবি কর্তাদের বারবার ফোন করে ম্যাচের অবস্থান জানতে চাইছিলেন তিনি। লন্ডনে বসে মহারাজও ঈশানের পারফরমেন্সের কথা শুনে স্বস্তি পেতে পারেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘পজিটিভ ভাবনা নিয়ে কাজ করছি আমরা। প্রাথমিক লক্ষ্য হল আগামীকাল দ্রুত কেরলের ইনিংস শেষ করা। পরে প্রথম ইনিংসের লিডটা নিশ্চিত করতেই হবে। দেখা যাক বাকি থাকা দুইদিনে খেলা কোন পথে গড়ায়।’

ম্যাচের ভাগ্য কোন পথে যাবে সময় বলবে। কিন্তু তার আগে মুকেশ কুমার, আকাশ দীপদের অনুপস্থিতিতে বল হাতে দলকে ভরসা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ঈশান। শেষপর্যন্ত বাংলা দল ঈশানের দাপটে কতটা চাপমুক্ত হতে পারে, সেটাই দেখার।

প্রত্যাবর্তনেই নায়ক ঈশান পোড়েল।

এল ক্লাসিকোয় ৪ গোল বার্সেলোনার

ফ্লিকের ফাঁদে নাজেহাল রিয়াল

গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উল্লাস বার্সেলোনার রাফিনহার।

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : হ্যান্সি ফ্লিকের মাস্টারস্ট্রোকেই এল ক্লাসিকোয় বশ মানল রিয়াল মাদ্রিদ। একইসঙ্গে লা লিগায় ৪২ ম্যাচ পর থামল রিয়ালের অপরাজিত দৌড়।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের থেকে এই মহারণে বার্সেলোনাকে এগিয়ে রেখেছিলেন অনেকেই। তবে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে কাতালান ক্লাবটি যে এভাবে দাপট দেখাবে, তা ধারণাও করা যায়নি। আসলে এদিন ফ্লিকের দলের হাইলাইন ডিফেন্সের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না মাদ্রিদের তারকাখচিত আক্রমণভাগ। গোটা ম্যাচে মোট ১২ বার অফসাইডের ফাঁদে পড়লেন কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার,

সুযোগ নষ্ট করে হতাশ ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। মাদ্রিদে।

জুডে বেলিংহামরা। তুলনামূলকভাবে তরুণ ব্রিগেড নিয়ে ম্যাচ পকেটে পুরল বার্সা।

ছয়জন অনূর্ধ্ব-২২ ফুটবলারকে রেখে এদিন প্রথম একাদশ সাজান বার্সার জার্মান কোচ। ম্যাচের প্রথমার্ধে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক না হয়ে রিয়ালের আগ্রাসী ফুটবলকে থামানোর দিকেই বেশি জোর দেয় বার্সেলোনা। সেই লক্ষ্যে সফলও হলেন পেড্রি, ফেরমিন লোপেজরা। গোল এল দ্বিতীয়ার্ধে কৌশল বদলের পরই। মাঝমাঠের দখল নিতে পেড্রিকে তুলে ফ্র্যাঙ্কি ডি জংকে মাঠে নামান ফ্লিক। এরপর গোল পেলেন ছন্দে থাকা বার্সার তিন স্ট্রাইকারই। ৫৪ ও ৫৬ মিনিটে পরপর দুইটি গোল রবার্ট লেওয়ানডস্কির। ৭৭ মিনিটে লক্ষ্যভেদ লামিনে ইয়ামালের। রাফিনহা কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ৮৪ মিনিটে। তবে লেওয়ানডস্কি যে সব সুযোগ নষ্ট করলেন তা কাজে লাগাতে পারলে অনায়াসে এল ক্লাসিকোর মঞ্চে হ্যাটট্রিক সেরে ফেলতে পারতেন। উলটোদিকে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের কাছে এটিই ছিল প্রথম এল ক্লাসিকো। তাও রিয়ালের ঘরের মাঠে। এমন একটা ম্যাচে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারলেন না এমবাপে। সবমিলিয়ে প্রথম এল ক্লাসিকো সুখকর হল না তাঁর কাছে। পাশাপাশি ব্যাক্তিগত নৈপুণ্য কাজে লাগিয়েও এদিন ঘরের মাঠে লজ্জা ঢাকতে পারলেন না রিয়াল ফুটবলাররা।

কৌশলগত কারণে ঘরের মাঠে নাস্তানাবুদ হতে হল, এমনটা মানতে নারাজ রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, ‘প্রথম দুই গোল হজমের পর মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ি আমরা। ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই।’ তাঁর সংযোজন, ‘দুই গোল হজমের পর আমাদের ঝুঁকি নিতেই হত। ওইসময় একটা গোল করতে পারলেও হয়তো ম্যাচের ছবিটা অন্যরকম হত।’ আরেকদিকে হাইলাইন ডিফেন্সে রিয়ালকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা বুমেরাং হয়ে গেলে গোলের বন্যায় ভাসতে পারত কাতালান জায়েন্টরাও। ম্যাচ শেষে স্বস্তির হাসি হেসেও সেই কথা মেনে নেন বার্সা কোচ। বলেছেন, ‘এটা বিপজ্জনক ছিল ঠিকই। ঝুঁকিও ছিল। তবে আমাদের পরিকল্পনা কাজে লেগেছে।’

> প্রথম দুই গোল হজমের পর মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ি আমরা। ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। দুই গোল হজমের পর আমাদের ঝুঁকি নিতেই হত। ওইসময় একটা গোল করতে পারলেও হয়তো ম্যাচের ছবিটা অন্যরকম হত।
>
> **কার্লো আন্সেলোত্তি**

মরশুম শেষে দায়িত্ব ছাড়তে পারেন পেপ

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : শনিবার লিগ টেবিলের ‘লাস্ট বয়’ সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে বেশ কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচের ৫ মিনিটে একমাত্র গোলটি

ম্যাচের মাঝে রুবেন ডিয়াসের সঙ্গে পেপ গুয়ার্দিওলা।

এসেছে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের কাছ থেকে। সাদাম্পটন হারলেও তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের প্রতিটি বলের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। কারণ, সাদাম্পটন এদিন সত্যি ভালো খেলেছে। আমরা যেভাবে বল পজেশন ধরে রেখে খেলি, ওরাও সেভাবেই খেলেছে।’ পাশাপাশি সাদাম্পটন কোচ রাসেল মার্টিনেরও প্রশংসা করেছেন এই স্প্যানিশ কোচ। গুয়ার্দিওলা বলেছেন, ‘এই ম্যাচ থেকে কোচ হিসেবে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আমি রাসেলের থেকে অনেককিছু শিখেছি। ওর প্রশিক্ষণে সাদাম্পটন দারুণ খেলেছে।’

আগামী মরশুমে হয়তো সিটির ডাগআউটে গুয়ার্দিওলাকে দেখা যাবে না। ক্লাবের ফুটবল ডিরেক্টর তাক্সিকি বাগিরিস্টেইন জানিয়েছেন, মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়বেন গুয়ার্দিওলা। তাঁর জায়গায় স্পোর্টিং লিসবনের কোচ হুগো ভিয়ানা দায়িত্ব নেবেন।

এদিকে পেপ গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব ছাড়ার পর ম্যান সিটির অবস্থা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো খারাপ হবে না। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন ছাড়ার পর থেকে ইপিএলে একপ্রকার ছন্দহীন দেখাচ্ছে রেড ডেভিলসকে। গুয়ার্দিওলার মতে, কিছু ভুলের জন্য লাল ম্যাঞ্চেস্টারের খারাপ অবস্থা চলছে। তিনি বলেছেন, ‘একজন দায়িত্ব ছাড়ার পর ক্লাবের সবকিছু খারাপ হতে থাকাটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। তবে আমার মনে হয়, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কিছু ভুল রয়েছে। সেইগুলি শুধরে নিতে পারলে আবার সুদিন ফিরবে।’

ফের হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : এই ভালো, এই খারাপ। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বর্তমান অবস্থা অনেকটা এরকমই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচ পর গত সপ্তাহে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। কিন্তু শনিবার ইপিএলে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে হেরে গেল এরিক টেন হ্যাগ ব্রিগেড। এর ফলে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে নেমে গেল তারা। ভুল পজিশনে ভুল প্লেয়ার নামালে যা হয় সেটাই এদিন ইউনাইটেডের সঙ্গে হল। লেফট উইংয়ে আলেহান্দ্রো গারনাচো ও ডানদিকে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে শুরু করান হ্যাগ। অথচ দুইজনের দিক বদলে দিলেই ক্ষুরধার দেখাত ইউনাইটেডকে। হ্যাগের গোঁয়ার্তুমিতে ৭৪ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে তাঁর দল। ৮১ মিনিটে অবশ্য সমতা ফিরিয়েছিলেন ক্যাসেমিরো। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে জ্যারন বোয়েনের গোলে ইউনাইটেড হার হজম করে।

হেরে মাথায় হাত আলেহান্দ্রো গারনাচোর।

কোচি স্পাইস ম্যারাথনে অংশ নেওয়া অ্যাথলিটদের সঙ্গে সময় কাটালেন শচীন তেন্ডুলকার।

লেভারকুসেনে উন্নতির আশায় কোচ অলন্সো

মিউনিখ, ২৭ অক্টোবর : গত মরশুমে স্বপ্নের ফুটবল খেলেছিল বেয়ার লেভারকুসেন। কিন্তু চলতি মরশুমে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে জাভি অলন্সোর দলকে। যেখানে গতবার লিগে মাত্র ১২ পয়েন্ট নষ্ট করেছিল লেভারকুসেন, সেখানে এবার মাত্র ৮ ম্যাচ খেলেই ৯ পয়েন্ট খুইয়েছে তারা। শনিবার ওয়ার্ডার ব্রেমেনের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে দুইবার এগিয়ে থেকেও ২-২ গোলে ড্র করেছে জার্মান ক্লাবটি। ৮ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে তারা। সমসংখ্যক ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আরবি লিপজিগ।

তবে এখনই তাঁর দলকে নিয়ে কিছু বলার সময় আসেনি বলে জানিয়েছেন অলন্সো। তিনি বলেছেন, ‘এখন সবে অক্টোবর মাস চলছে। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা উচিত হবে না। আমাদের অনেক ম্যাচ বাকি আছে। আরও পয়েন্ট আমরা সংগ্রহ করব। লিগ টেবিলে অনেক পরিবর্তন হবে।’

৩০ মিনিটে ভিক্টর বোনিফেসের গোলে এগিয়ে যায় লেভারকুসেন। ৭০ মিনিটে ব্রেমেনকে সমতায় ফেরান মার্ভিন ডুকস। ৭৭ মিনিটে ফেলিক্স আগুর আত্মঘাতী গোলে আবার এগিয়ে গিয়েছিল অলন্সোর ছেলেরা। তবে ম্যাচের শেষলগ্নে ব্রেমেনের হয়ে গোল করেন রোমানো স্কিমিদ। অপর ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-১ গোলে হেরে গিয়েছে অগসবার্গের কাছে।

এমার্জিং কাপে সেরা আফগানরা

আল আমিরাত, ২৭ অক্টোবর : এমার্জিং এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হল আফগানিস্তান। রবিবার ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা আফগানরা প্রথমে ২০ ওভারে শ্রীলঙ্কাকে ৭ উইকেটে ১৩৩ রানে আটকে দেয়। জবাবে ১৮.১ ওভারে আফগানিস্তান ৩ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে নেয়। সেদিকুল্লাহ অটল ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

দুই বক্সেই স্বচ্ছন্দ নয় দল, বিশ্লেষণ ব্রুজোঁর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ছবির মতো মাঠ। চমৎকার ঠান্ডা আবহাওয়া। তবে জয় এখনও সেই অধরাই ইস্টবেঙ্গলের। তবু ম্যাচ ড্র করে এসবের মধ্যেই সদর্থক দিকগুলো খুঁজে নিতে চাইছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল-পারো এফসি ম্যাচের পর ছিল গ্রুপের বাকি দুই দল বসুন্ধরা কিংস ও নাজমে এসসি-র মধ্যে খেলা। নিজেদের ম্যাচের পর বাকি দুই প্রতিপক্ষকে গ্যালারিতে বসে মেপে নিলেন ব্রুজোঁ ও সহকারী কোচ বিনো জর্জ। আহামরি দল একেবারেই নয় এরাও। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের এখন প্রতিপক্ষের থেকেও বেশি চিন্তা নিজেদের নিয়ে। হারতে হারতে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। এমন নয় যে পারো এফসি সাংঘাতিক শক্তিশালী দল। তারপরেও তাদের হারানো গেল না বলে সমর্থকরা যদি আফসোস করেন, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। আবার এটাও ঘটনা টানা আট হারের পর এই এক পয়েন্ট, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের গোল পাওয়া, পিছিয়ে থাকা অবস্থায় গোল শোধ করা, এগুলোই হয়তো হারানো জমি ফেরাতে সাহায্য করতে পারে। কোচ নিজে সেটাই বলছেন, ‘দেখুন প্রথম ম্যাচটা আমরা হারতে চাইনি। এটা একটা ছোট ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট। সেক্ষেত্রে প্রথম হেরে গেলে আমরা ছিটকে যেতাম। ড্র করায় এখনও খোলা থাকল আমাদের কাছে।’ তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন পেনাল্টি নিয়ে, ‘পেনাল্টিটা অত্যন্ত বোকার মতো দেওয়া হয়েছে। একাধিক বিদেশির সঙ্গে ওরা রেফারির সাহায্য নিয়ে খেলেছে। হ্যাঁ, কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল খাওয়া ব্যক্তিগত ভুল। তিনজনের কেউই ব্লকিং করল না। যে ভুল এই মরশুমে হয়েই চলেছে। তেমনি সদর্থক দিক হল গোল খেয়ে ফিরে আসা। নিজেদের উজ্জীবিত রাখতে পারা। তাছাড়া আমরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করতে পেরেছি। আমরাই বেশি ভালো খেলেছি।’

তাঁর দলের সমস্যাটা কোথায় জানতে চাওয়া হলে ব্রুজোঁর মন্তব্য, ‘এটা খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। সারা ম্যাচে ২০-২৫টি সুযোগ তৈরি করা সম্ভব নয়। তেমনি প্রতিপক্ষ দুই-তিনটি গোল করে গেল, সেগুলো আবার শোধ করে গেলাম, সেটাও সম্ভব নয়। এটুকু বলতে পারি, আমাদের এখন প্রচুর উন্নতি করতে হবে। কারণ আমরা হয়তো মাঠে সেরা দল হতে পারছি কিন্তু দুই বক্সে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। আর ফুটবল হল, দুই বক্সের খেলা। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফেরাতে হবে। আর

মেঘ-রোদ্দুরের মাঝেও দলের খেলায় চিন্তিত ব্রুজোঁ।

সেটা হবে যদি টানা দুই-তিনটি ম্যাচে জিততে পারি। এই যে টানা এতগুলো হারের পর পারোর বিরুদ্ধে ড্র করে নিজেদের টুর্নামেন্টে জিইয়ে রাখতে পেরেছি, এটা কম কথা নয়।’ পরের ম্যাচ মঙ্গলবার বসুন্ধরার বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে যে শুধু ড্র করলেই চলবে না সেটা মনে করিয়ে দেন ব্রুজোঁ। কারণ ইতিমধ্যেই প্রথম ম্যাচ জিতে বসে আছে নাজমে। যদিও প্রতিপক্ষ দুই দলেরই শক্তি আহামরি বলে মনে হয়নি প্রথম ম্যাচের পর। তাছাড়া পারোর মতো বসুন্ধরারও অধিক সংখ্যায় নিয়ে আসা বিদেশিও মাথাব্যথা ব্রুজোঁর। ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা এমনিই এখন অন্ধের মতো। কিবা রাত্রি, কিবা দিন। তাই প্রতিপক্ষের শক্তি বিচার করার থেকে নিজেদের উন্নতি বেশি জরুরি। আর তার জন্য ওখানে পৌঁছে যাওয়া থেকে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করার ভিডিও বার্তাকেই পেপটক হিসাবে কাজে লাগাচ্ছেন লাল-হলুদের নয়া কোচ।

বাগানের সবাই ভয়ংকর : সিংটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ অতীত। এখন হায়দরাবাদ এফসি-র চিন্তা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শনিবার সাদা-কালো ব্রিগেডের বিরুদ্ধে এই মরশুমে আইএসএলের প্রথম জয়টি তুলে নিয়েছে নিজাম শহরের দলটি। রীতিমতো দাপট দেখিয়ে কার্লেস ফ্র্যাঙ্কাদের হারিয়েছে তারা। তবে এর পরের ম্যাচে কলকাতার আরেক প্রধান মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে তারা। হোসে মোলিনা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে তা ভালো করেই জানেন হায়দরাবাদ কোচ। তাই মোহনাবাগানের ‘ডেঞ্জারম্যান’-কে, প্রশ্নের উত্তরে মজা করে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার নাম নিলেন। তারপরে থংবোই সিংটো বলেছেন, ‘মোহনবাগানের আলাদা করে কারও নাম বলব না। ওদের সবাই ভয়ংকর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসের মতো স্ট্রাইকার রিজার্ভ বেঞ্চে বসে রয়েছে। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদের মতো ভারতীয় তারকারা রয়েছে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘মোহনবাগান অন্যতম সেরা দল। এই ম্যাচে মহমেডান ম্যাচের থেকেও ভালো পারফরমেন্স করতে হবে।’

> মোহনবাগানের আলাদা করে কারও নাম বলব না। ওদের সবাই ভয়ংকর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসের মতো স্ট্রাইকার রিজার্ভ বেঞ্চে বসে রয়েছে। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদের মতো ভারতীয় তারকারা রয়েছে।
>
> **থংবোই সিংটো**

হায়দরাবাদ এফসি-কে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে তৈরি হচ্ছেন শুভাশিস বসু।

এদিকে, রবিবারও মোহনবাগান অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন আশিক কুরুনিয়ান। বাকিরা অবশ্য সবাই উপস্থিত ছিলেন। তবে মূল দলের সঙ্গে এদিনও অনুশীলন করেননি আপুইয়া। তাঁর চোট এখনও সারেনি। অন্যদিকে আশিস রাই পুরো সময় অনুশীলন করেননি। মাঝপথেই সাজঘরে ফিরে আসেন।

হারের জন্য ক্লান্তি দায়ী : চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : টানা তিন ম্যাচে হার। আইএসএলের শুরু থেকে আশা জাগালেও যত দিন যাচ্ছে পারফরমেন্সের গ্রাফ আরও তলানিতে যাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। তবে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে হারার জন্য অবশ্য ক্লান্তিকে দায়ী করেছেন তিনি। আন্দ্রেই চেরনিশভ বলেছেন, ‘আজ ছেলেরা বেশ ক্লান্ত ছিল। তুলনায় হায়দরাবাদের ফুটবলাররা বেশ তরতাজা ছিল।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘শুরুতেই গোল হজম করায় সমস্ত পরিকল্পনাটা ঘেঁটে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলের ক্ষেত্রে আমরা বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।’

এদিকে, পিতৃবিয়োগ হওয়ায় শনিবার ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরে গিয়েছেন সিজার মানঝোকি। তাঁর পারফরমেন্স এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। আইএসএলের শুরুটা ভালো করলেও দিনের পর দিন দলের খারাপ পারফরমেন্সে হতাশ মহমেডান কর্তারা। তারা এখনই কোচকে দায়ী না করলেও খুব শীঘ্রই তার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সেখানে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ফুটবলার পরিবর্তনের বিষয়টিও রয়েছে।

ব্যাটিং বিপর্যয় হরমনপ্রীতদের

আহমেদাবাদ, ২৭ অক্টোবর : ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াল সদ্য মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপজয়ী নিউজিল্যান্ড। ৭০ রানে ভারতকে হারিয়ে তারা সিরিজ ১-১ করে দিল। ব্যাটে-বলে লড়াই চালিয়েও ভারতীয় দলের বিপর্যয় এড়াতে পারেননি রাধা যাদব। প্রথমে নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে ২৫৯ রান করে। ওপেনিং জুটিতেই ৮৭ রান তুলে দিয়েছিলেন সুজি বেটস (৫৮) ও জর্জিয়া প্লিমার (৪১)। মিডল অর্ডারে সোফি ডিভাইন ৭৯ রান করেন। মাঝের ওভারে রাধার সঙ্গে দুই স্পিনার দীপ্তি শর্মা (৩০/২) ও প্রিয়া মিশ্র (৪৯/১) দাপটে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল ভারত। রাধা ৬৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ভারত ৪৭.১ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়। সর্বাধিক ৪৮ রান নয় নম্বরে নামা রাধার। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও বড় রান পাননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (২৪)। ০ রানে ফেরেন স্মৃতি মান্ধানা। ব্যর্থ হয়েছেন শেফালি ভার্মাও (১১)। সোফি ২৭ ও লিয়া তাহুহু ৪২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা ডিয়া অরুণ জৈন - কে 09.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95J 89086 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এই অল্প বয়সে আমাকে একজন কোটিপতি করে তুলেছে। আমি প্রতিটি মহিলাকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে চাই। যারা তাদের জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে চান তাদের জন্য পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ অনেক সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

হাবাসের হাতেই ইন্টার কাশীর স্বপ্ন

অভিজিৎ মণ্ডল, নিকোলা স্টোজানোভিচের সঙ্গে ইন্টার কাশীর কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস (ডানে)।

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের হাতেই ইন্টার কাশীর স্বপ্ন।

এবারও কলকাতায় থেকেই আই লিগে খেলবে ইন্টার কাশী। গত দুই মাস ধরে রাজারহাটে চলছে প্রস্তুতি। দলে রয়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য, সার্থক গোলুই, নারায়ণ দাসের মতো অভিজ্ঞ বাঙালি মুখ। রয়েছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলে যাওয়া নিকোলা স্টোজানোভিচ। স্কোয়াডে সবচেয়ে বড় নামটা নিঃসন্দেহে জনি কাউকো। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাউকোকে ছেড়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ফিটনেস ইস্যু। ফিনিশ মিডফিল্ডার বলেছেন, ‘গতবার চোট সারিয়ে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই মাঠে নেমেছিলাম। সেখানে এবার দুই মাস প্রস্তুতির পর আমি অনেক ফিট।’ কাউকোর আই লিগের ক্লাবে সই করার ব্যাপারে অবশ্য তাঁর পছন্দের কোচ হাবাসের প্রভাব কাজ করেছে।

এদিকে, আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ হয়েও এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন হাবাস। তাঁর নির্দেশেই হয়েছে দল গঠন। চ্যাম্পিয়ন কোচের হাত ধরেই দেশের সেরা লিগে খেলার স্বপ্ন দেখছে ইন্টার কাশী। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর হাবাস। তবে কেন হঠাৎ দ্বিতীয় ডিভিশনের দলের দায়িত্ব নিলেন? স্প্যানিশ কোচ স্পষ্ট বলেছেন, ‘কাশীর প্রোজেক্ট পছন্দ হয়েছে। দলে একঝাঁক তরুণ ফুটবলার রয়েছে। তাদের অনেকেই যথেষ্ট প্রতিভাবান।’ যে তালিকায় অবশ্যই থাকবে এডমুন্ড লালরিনডিকা, হাওবাম তোম্বা সিং, বিদ্যাসাগর সিংদের নাম। তবে আরও একটা বিষয় যে এক্ষেত্রে কাজ করেছে তাও স্বীকার করে নেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে থেকেই কোচিং কেরিয়ারে ইতি টানতে। সেই সুযোগটা দিচ্ছে ইন্টার কাশী।

এদিকে, কাউকোর সব ফোকাস এখন আই লিগে। জানেন, দ্বিতীয় সারির টুর্নামেন্টে অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। পরিকাঠামোর দিক থেকেও আইএসএলের সঙ্গে আকাশপাতাল পার্থক্য। তবুও ইন্টার কাশীতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ফিনিশ মিডিও। বলেছেন, ‘আমাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মবিশ্বাসেও ঘাটতি নেই।’